চৈতালী-ঘূর্ণী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

উপাসনা প্রেস,
২, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আশ্বিন, ১৩৩৮ ।

মূল্য—একটাকা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চৈতালী-ঘূর্ণী ১৩৩৬ সালে 'উপাসনা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইল।

চৈতালী-ঘূর্ণী

অনাবৃষ্টির বর্ষার খর রৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে ;—সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াসাচ্ছন্ন ভাব ;—মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস—হু হু করিয়া একটা দাহ বহিয়া যায়।

গোষ্ঠ মাঠের কাজ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় কোদালখানি রাখিয়া কলিকায় তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল—; টানিয়াই যায় আর কি যেন ভাবে।

পত্নী দামিনী হাতাখানা পুড়াইয়া ডালের মধ্যে সশব্দে ডুবাইতে ডুবাইতে কহিল—

"কি ভাবছ বল ত ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোষ্ঠ কহে—"হুঁ—ভাবচি,—ভাবচি কি জান, —তুমিও ত অনেক দিন এসেচ,—বল দেখি গাঁ-খানা কি ছিল আর কি হল ?"

দামিনী কহে—"তা সত্যি বাপু ;—সেই গাঁ,—সবারই ঘরে গোলা-ভরা ধান,—যাত্রা, মচ্ছব কত ;—বছর বছর নটবরের যাত্রা হয়েচে ;—আর এখন আজ খেতে কারু কাল নাই।"

গোষ্ঠ বলে—"জান, আজ মাঠ থেকে ফিরতে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে—গা শিউরে উঠল ; সমস্ত গাঁ-টা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হু হু করছে,—নদীর ওপরেই শ্মশানে ছাই উড়চে,—শেয়াল, কুকুর, শকুনি চেঁচাচ্ছে ;—গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নাই কারু,—যেন সব মরে গিয়েচে ;—আমার বুকখানা কেমন করে উঠল বাপু।

দামিনী ভয়ে শিহরিয়া উঠে; তরুণীটির সদাহাস্যময়ী মুখখানি মলিন হইয়া উঠে, ওরও তরল মনের বুকে ভাবনার বোঝা চাপিয়া বসে।

সত্যই—বিভীষিকা জাগে।

গ্রামে ঢুকিতে প্রথমেই একটা নদী।

নদী ঠিক নয়—একটা মরুভূমি—লম্বা একটানা একটা বালুকার প্রবাহ, জল নাই;—অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে আট-টি মাস জলধারা বয় না,—বয় একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা, খর রৌদ্রে হু হু করে মরীচিকার ধারা।

আর ঐ মরীচিকা, ওই নৃত্যশীল অদৃশ্য অগ্নিধারা—ও তো মিথ্যা বা মায়া নয়, ও শুষ্কবক্ষ মাটীর তৃষ্ণা; নিদারুণ রুক্ষতায় হা হা করে।

নদীর পরই চরের উপর শ্মশান।

এখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়,—রাশি রাশি অঙ্গারে, চিতার লক্‌লকে রক্তরাঙা বহ্নিশিখায় বাস্তবে মূর্ত্ত।

জীবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই,—আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল —শব!

জীবন্তের মধ্যে, আকাশের বুক হইতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে শকুনির পাল শবগুলার বুকে গলিত দেহের লোভে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বীভৎস দুর্গন্ধময় বিশাল ডানা দুইখানার ঝাপটে এ উহাকে তাড়ায়, ও উহাকে তাড়ায়;

আর আসে শৃগালের দল,—শবগুলার বুকে পা রাখিয়া রক্তহীন মাংসের পিণ্ডে দাঁত বসাইয়া কুকুরগুলা গোঙায়—গোঁ—গোঁ—;

শৃগালের দল—দূরে আর একটা শবের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর কোলাহলে চরখানা মুখর হইয়া উঠে। গাছের ছায়ায় পূর্ণ-উদর তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়টা কুকুর শবগুলার পানে চাহিয়া থাকে, পূর্ণ উদর, লোভের অন্ত নাই, লোলুপ লোভে মুখগুলা হাঁ করিয়া থাকে, লম্বা কর্‌করে জিভগুলা ঝুলিয়া পড়ে, আর তাতে অনর্গল গড়ায় লালসার লালা।

বায়ু,—যে বায়ু মানুষের জীবন, সেও এখানে ভয়াল, সেও পাগলের মত অবিরাম আপন অঙ্গে মাখে—চিতার ছাই, গলিত শবের দগ্ধ দেহের বিকট বীভৎস দুর্গন্ধ!

শ্মশানের পর-ই খান তিরিশেক মাঠ, তারপর গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান; পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া যেন মরণের কটকখানা বসাইয়াছে।

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠে; কিন্তু নীচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোঁয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা-প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়;

কঠিন রসলেশহীন মাটীর বুকে শীর্ণ পাংশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষ কঙ্কালাবশেষা নারীর সন্তান সব,—মরণের শোষণে রসময়ী ধরণী মা,—সেও বুঝি বন্ধ্যার মত শুষ্কবক্ষা হইয়া উঠিল। বাতাস বয়, সাথে সাথে চিতার ছাই উড়ে;—এদিকে গাছগুলা দোলে, ওদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায়; যেন মুমূর্ষু জীবন মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

অন্ধকারের মাঝে প্রেত নাচে; তাই অন্ধকারের মাঝে জীবন্ত মানুষকেও প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়, আর প্রেতত্ব পারও মানুষ; তাই অন্ধকারের মাঝেই মানুষ চোর, মানুষ ঘাতক! বাহিরের ওই মরণের রাজ্যের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য!

মানুষ ত নয় সব,—হাড়চামড়া ঝর ঝর করে, কঙ্কালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাড়ীঘরের অবস্থাও তাই, দেওয়ালগুলার লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চালও তাই, খড় বিপর্য্যস্ত, কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুক্‌রাখানা বুঝি আর থাকে না।

কে রক্ষক ?

রক্ষক ভগবান কত দূরে, কে জানে !

লোকে ভগবানকে ডাকেও।

কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।

কিম্বা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর !

তবু উচ্চ কণ্ঠে ওরা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—

"ও তার নামের গুণে গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,—
নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাক্‌লে সে যে পার করে।"

ওই বিশ্বাসটুকুর আশ্বাসেই ওরা বাঁচিয়া আছে,—ওই টুকুই জীর্ণ স্বর্ণসূত্রের মত এই জীবনের মালাখানি আজও গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ও আশ্বাসও আজ অতি ক্ষীণ, অতি দুর্ব্বল ; তাই ওরা মুখে বলে—"হরি হে—যা কর ;—" কিন্তু মন ঠিক ওকথাটা মানিয়া লইতে চায় না, সে কবিরাজের 'ডাক্তোরখানা' পর্য্যন্ত ছুটায়, বটিকা, পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়।

বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয় ;—না বাঁচিলে বলে—"পাথর, পাথর, দেবতা ফেবতা মিছে কথা !"

মোট কথা ভগবানকে ওরা মানে কি মানে না সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা।

ডাকিতেও মন চায় না,

না ডাকিলেও মন খুঁত খুঁত করে ;

উপলব্ধ সত্য আর যুগযুগান্তের সংস্কারে এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব ; ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভে জাগিয়া উঠে সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—;—ঝড়ো হাওয়ার মত ;—

কিন্তু সে চৈত্র-প্রান্তরের ঘূর্ণীর মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী, উঠিয়াই মিলাইয়া যায়।

শ্মশানখানা যেন দিন দিন আগাইয়া আসিতেছে! সুদূর আফগানিস্থানের কাবুলীর দল শকুনির মত তীক্ষ্ণ চীৎকারে খাটো খাটো ভাঙা বাঙলায় হাঁকে—

"এ—গুষ্ঠা—মুড়ার—আরে—এ—"

দামিনীর তখন ওই বিভীষিকাময়ী ভাবনায় দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে কহিতেছিল—

"আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে;—তোমার হ'ল তাই. গাঁয়ের ভাবনা ভাবতে লাগলে—" সহসা বাহির হইতে ওই কাবলীওয়ালার ডাক—।

দামিনী কহে—"ওই নাও, যা বলছিলাম তাই, এখন কি করবে কর—।" বাহির হইতে হাঁক আসে—

"এ—গুষ্ঠা—আরে—এ— ;"

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাঠীগাছটা ঠোকে—ঠক্—ঠক্— !

গোষ্ঠের দেশের ভাবনা কোথায় উপিয়া যায়, হুঁকা টানিতে টানিতে সে আঁতকাইয়া উঠে ;—

আবার লাঠী ঠোকার শব্দ হয়।

গোষ্ঠ অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কোণে লুকাইয়া বসে, হুঁকা পর্য্যন্ত টানে না।

দামিনীও সাথে সাথে যায় ; দামিনীর বুকখানা গুর গুর করিয়া উঠে, বলে—

"কি হবে গো—!"

গোষ্ঠ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে—

—"বল ঘরে নাই—।"

দামিনী চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলে—"না-না—আমি পারব না—!" গোষ্ঠ হাত জোড় করিয়া মিনতি করে—"হেই গো, তোমার পায়ে পড়ি—।"

দামিনী স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তিরস্কার করে—

"ছি—কি বল তার ঠিক নাই ; আক্কেলের মাথা খেয়েচ একেবারে ?"

ওদিক হইতে আবার হাঁক আসে—

"আরে এ গুঠা, হারামজাদ—বদমাস—বাহার আসো।"

গোষ্ঠ আবার কাকুতি করিয়া বলে—

"লক্ষ্মীটী,—বল—বল,—নইলে বেটা আবার ঘরে ঢুকবে ।"

দামিনীর বুক গুর্ গুর্ করে—সে চাপা গলায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে,—"তখন যে কাপড় কিনতে মানা করেছিলাম—! ধারে পেলেই কি হাতী কিনতে হয়—?"

গোষ্ঠ বলে—"সে তো তোমার জন্যেই—"

দামিনী জ্বলিয়া যায়,—কিন্তু কিছু বলিবার আগেই দরজার মুখে নাল-মারা নাগরা আওয়াজ দিয়া উঠে—।

দামিনী তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় শিকল দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলে—

"ঘরে নাই গো—।"

ভাঙা বাঙলায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কাবুলী কয়—"আরে, তুমি কৌন আসো, তুম্‌হি—।"

দামিনী ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না ; তাড়াতাড়ি শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, দেখে ভিতর হইতে খিল আঁটা—।

ওদিকে নাগরার আওয়াজ উঠানের বুক অবধি আগাইয়া আসে—

দামিনী ভয়ে এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

কাবুলী কয়—"তুমি কৌন আসো? উস্কো কৌন?—জরু? বহু আসো?"

দামিনী ঘাড় নাড়ে—হাঁ।

কাবুলী কয়—"তব্ তো তুম্ হি—টকা দিবিস্:—পন্‌রা টকা—পন্‌রা টকা—দশ্ আওর পান্ লিয়ে আন—।"

দামিনীর গলা শুকাইয়া যায়,—তবু আর্ত্ত স্বরে কহে—"ঘরে নাই,—আসুক—।"

কাবুলী দাঁত বাহির করিয়া বলে—"তব্ তুম্ আসো,—তুনকো লিয়ে যাবে—।"

দামিনী ভয়ে চেঁচাইয়া উঠে।

কাবুলী হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়; আপন ভাষায় গোটা জাতটাকে গালি দেয়।

দামিনী কাঠ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াই থাকে,—চোখ দিয়া জল পড়ে তবু সে চোখ আগুনের মত জলে।

কতক্ষণ পর দরজা খুলিয়া গোষ্ঠ বাহিরে উঁকি মারিয়া বলে—"গিয়েছে বেটা শকুনি—?"

দামিনী কথা কয় না—, চোখের জলের প্রবাহ দ্বিগুণ হইয়া বয়, মুখখানা কঠিন হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আড়-চোখে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া কয়—"এই দিন এমন ঠেঙান ঠেঙাব।"

এই নির্লজ্জ আস্ফালন কানে আগুনের হল্কার মতই ঠেকে, সে মাটীর উপরেই সজোরে থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

ঘরের ভিতর পাঁচ বছরের ছেলেটা জরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চেঁচায়—"ক্ষিধে লেগেছে—এঁ—এঁ—এঁ"

দামিনী তীব্র কণ্ঠে বলে—"মর, মর, আমার হাড় জুড়োক",—বলিয়া একথালা মুড়ি সশব্দে ছেলেটার মুখের কাছে নামাইয়া দিয়া আবার বলে—"নাও, গেলো, গিলে যমের বাড়ী যাও।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চোখ মোছে, কিন্তু—সে জল মুছিয়া শেষ করিতে পারে না।

গোষ্ঠ সভয়ে কহে—"মুড়ি কেন—? সাবু, সাবু—"

দামিনী কথা কাড়িয়া বলে—"সাবু আমি রোজগার করে আনব, নয়—?"

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়,—ক্ষণেক পর আপন মনেই কয়—"তা পুরোনো জ্বর বটে, তা, খা দুটো মুড়ি খা। কত আর সাবু খাবি—?"

ছেলেটা কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হয় না, সে মুড়ি ছড়াইয়া ফেলিয়া চেঁচায়—"ভাঁ—আঁ—আঁ ত খাঁ—আ—বো—ও—ও।"

চীৎকারে বিরক্ত হইয়া গোষ্ঠ উঠিয়া যায়।

কোথায় যাইবে? নিরানন্দ এ পুরীতে কোথায় আনন্দ? গোষ্ঠ মাঠের পথ ধরে,—ওই হোথায় গিয়া আশার আলো নজরে ঠেকে, শেষ আষাঢ়ের সবুজ মাঠ, কচি কচি লকলকে ঘন সবুজ ফসলের ডগাগুলি হেলে দোলে আর যেন কত কথা বলে, ধানের ডগাগুলি যেন বলে,

"ধান, ধান, ধান—ধানে রাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান।
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম!"

গোষ্ঠ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে ঘন সবুজ ধানের পানে তাকাইয়া থাকে। ইচ্ছা করে এইখানেই দিবা রাত্রি কাটাইয়া দেয়।

ওদিক হইতে আখের পাতাগুলি ইসারা করিয়া তুলিয়া তুলিয়া যেন ডাকে, গোষ্ঠ আগাইয়া চলে—আর আপন মনেই গুণ গুণ করিয়া বলে,—

"কাজ্‌লি রে কাজ্‌লি,
তোর পায়ে এবার আমার
বৌ পরবে মাদুলী।"

তক্‌তকে নিড়ানো ক্ষেতে বসিয়া গোষ্ঠ বিনা কাজে হাতে করিয়া ভুরার মত গুঁড়া মাটি পেষে, সারা অঙ্গে মাখিতে ইচ্ছা করে।

মাঠের আল পথে ভিন্ গাঁ হইতে দোকান সারিয়া ফিরিতেছিল ভোলা ময়রা; সে কহিল,—"কি গোষ্ঠ রোদে বসে কি হচ্ছে?" সত্য কথা বলিতে কেমন লজ্জা করে, আমতা আমতা করিয়া বলে—"এই খুড়ো বসে আছি।"

ভোলা খুড়া কহে—"সে আমলের খেপা মোড়লের মত ধান বাড়াচ্ছিস না কি? খেপা মোড়ল কি করতো জানিস? দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যেয় বাড়ীর কাজে খোলসা পেলেই মাঠে এসে নিজের ধানের ডগায় হাত দিয়ে বলত,—কন্—কন্—কন্—ওঠ—ওঠ—কন্—কন্ করে বেড়ে ওঠ। আর পরের ধানের মাথায় হাত দিয়ে হাত নীচে দিয়ে নামিয়ে বলত,—কন্—কন্—কন্, বসে যা নেমে যা।"

গোষ্ঠ গল্প শুনিতে শুনিতে ভোলা খুড়ার সঙ্গ ধরিয়াছিল, গোষ্ঠ কহিল—"খুড়ো—খেপা মোড়লের অবস্থা বুঝি ভাল ছিল না?" খুড়া চ্যাঙারী শুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর পানে তাকায়; তারপর বলে—"হ্যাঁ, অবস্থা তার ভাল ছিল না, তবে আজকালকার সবার চেয়ে ভাল ছিল।"

গোষ্ঠ কহে—"আচ্ছা খুড়ো সে সব ধান ধন গেল কোথা বল দেখি?" ঠিক পাশের আখের ক্ষেতটার ভিতরে শব্দ উঠে মড় মড় খস খস; গোষ্ঠ কহে,—"কে, আখ ভাঙচে,—কে রে, কে? কচি আখ ভাঙে—কে?"

ভিতর হইতে সে লোকটা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠে—"তো. বাপ রে—জ্ঞান জাদ !"

গোষ্ঠ কিল খাইয়া কিল চুরি করে, গালিটা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া চলে, গতিটা একটু বাড়াইয়া দেয়, আপন মনেই বলে—"বাঘে ধান খায়তো তাড়ায় কে ? ভাগো বাবা, জমি শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাও।"

যে লোকটা আখ ভাঙিতেছিল, সে জমিদারের চাপরাশী। খুড়ো খানিকটা আগাইয়া আসিয়া কহে, "দেখলি গোষ্ঠ, ধন ধান গেল কোথা ?"

দুই দশজনে লুটেই খেলে।

গোষ্ঠ ও কথাটার উত্তর দেয় না, আপন মনেই বলে—

"দেবতা ফেবতা মিছে কথা মিছে কথা খুড়ো, ওসব আঁকা চোখে ফাঁকা চাউনি, দেখতে কেউ পায় না।"

মোড় ফিরিবার মুখে খুড়া কহে, "চ্যাঙারীটা একবার নামিয়ে ধরতো গোষ্ঠ।"

গোষ্ঠ চ্যাঙারীটা নামাইয়া ধরিলে, একমুঠা বাতাসা লইয়া খুড়া গোষ্ঠের আঁচলে দিয়া বলে, "ছেলেটাকে দিস্।" ক্ষণিকের এই ক্ষীণ সহানুভূতিতে গোষ্ঠর প্রাণ জড়াইয়া যায়।

* * * *

ওদিকে ছেলেটা ভাত খাইবার বায়নায় কাঁদিতে কাঁদিতে নেতাইয়া পড়ে ; দামিনী দাওয়ার উপর কাঠের মত বসিয়া ছিল, সহসা সে ছেলেকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

চোখের প্রবাহ প্রবল হয় ; মনে মনে শতবার ষষ্ঠীকে স্মরণ করিয়া ছেলের মাথায় সে হাত বুলায়।

ছেলেটা তবু কাঁদে, "ভাঁ—আত—খা বো ও।"

স্নেহসর্ব্বস্বা অশিক্ষিতা নারীর মন বলে,—

"আহা দু'টী থাক ! পুরনো জ্বরে ত লোকে খায় !" ভাত খাইয়া ছেলেটার ক্ষুধার কান্না থামে, কিন্তু যাতনার কান্না বাড়ে, বমি হয়, জ্বর বাড়ে।

মায়ের মন সেই গাল দেওয়ার কথাটাই স্মরণ করে ; ভাতের কথাও মনে হয়, কিন্তু সে যে এতক'টী, মাত্র দু'টী গ্রাস !

গালটাই মনে প্রবল হইয়া জাগে, দেবতার উদ্দেশে মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলিয়া উঠে।

সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজকেও স্মরণ হয়।

কবিরাজ ডাকিবার জন্য দামিনী ক্রমে ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কিন্তু সে যে নারী ! ডাকিবে যে সে কোথায় কোন আড্ডায় একটু তামাকের আশায় স্ত্রীপুত্র সব ভুলিয়া বসিয়া আছে।

ব্যাকুল মন সঙ্গে সঙ্গে বিষাইয়া উঠে, সে বিষের ঘোরে ভাল মন্দ জ্ঞান যেন সব লোপ পায়।

তাই যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, যাহার পরম দাস্যভাব সে ঘৃণা করে, সেই সুবল দাসের কাছে ছুটিয়া গিয়া হাতের 'পৈঁছা' জোড়াটী খুলিয়া দিয়া কাকুতি করিয়া কহিল,

"আমাকে দুটী টাকা দাও, আর কোবরেজকে একবার ডেকে দাও।"

তরুণ সুবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া, আবার সলাজে মুখ নামাইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল,—

"পৈঁছে তুমি রাখ, টাকা আমি দিচ্ছি।"

বিষের ঘোরের মাঝেও যাতনার দাহে চেতনা ফিরিয়া আসে, সুবলের সহানুভূতি দামিনীর বুকে সেই দাহের কাজ করিল, দামিনী ঝাঁঝাইয়া উঠিল—

"শুধু তোমার টাকা নোব কেন আমি ?"

সুবল বিবর্ণ হইয়া অনুনয় করিয়া কহিল, "সধবা মানুষ তুমি, খালি হাতে—।" সুবলের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

জীর্ণ কাপড়ের পাড়খান ঝাঁঝের মুখে একহাত ছিঁড়িতে তিন হাত ছিঁড়িয়া হাতে জড়াইয়া কহিল,

"এই আমার সোনার কাঁকণ, তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত, এ দুটো নিয়ে আমাকে দুটো টাকা দাও, ছেলেটা বুঝি আর বাঁচে না।" দীপ্ত কণ্ঠস্বর স্নেহের দুর্ব্বলতায় ভাঙিয়া পড়িল, চোখের কোলে কোলে জল টল্ টল্ করিয়া উঠিল।

সুবল ব্যস্ত হইয়া পৈঁছা জোড়াটী ঘরে তুলিয়া, টাকা আনিয়া দামিনীর হাতে আলগোছে দিতে গেল, কিন্তু কেমন হাত কাঁপিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট টাকা দুইটী মাটীতে পড়িয়া গেল। সুবল লজ্জায় একরূপ ছুটিয়াই পলাইল. কহিল,—

"কোবরেজকে ডেকে আনি আমি।"

ঘর দ্বার সব খোলা পড়িয়া রহিল।

দামিনী শেষ দরজার শিকলটা তুলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

মনটা কিন্তু কেমন ছি ছি করিতেছিল।

একের লজ্জা অপরকেও লজ্জিত করে যে, সংক্রামক ব্যাধির মত: যাহাকে দেখে, তাহার লজ্জায় যে দেখে সেও লজ্জা পায়; হউক না কেন দ্রষ্টার মন ফুলের মত পবিত্র!

দামিনী ওই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিল; বাড়ীর দুয়ারে তাহার চমক ভাঙিল একটা কাঁসার মত তীক্ষ্ণ উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া;

লোকটা উচ্চকণ্ঠে কহিতেছিল,—"ও চালাকী চলবে না হে বাপ্, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেবার কথা,—দাও,—দিতে হবে।"

লোকটা মহাজন।

দামিনীর সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল

দামিনী ভালো ঘরের মেয়ে, পড়িয়াছিলও ভালো ঘরে।

গোষ্ঠর অবস্থা চিরদিনই এমন ছিল না, তাহার বাপের আমল পর্য্যন্তও গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গাই, পুকুর ভরা মাছ, পল্লীর ঐশ্বর্য্য যা কিছু সবই ছিল।

কিন্তু সে শ্রী আর নাই ; সব গিয়াছে।

থাকে কি করিয়া ? মূল মরিলে কি ফুল বাঁচে !

পল্লীর শ্রীই যে গিয়াছে।

এখন অভাবের মাঝে শুধু অতীতের প্রাচুর্য্যের স্মৃতিই সম্বল ; ছেলেকে পর্য্যন্ত ঐ স্মৃতি-কথার মালায় সান্ত্বনা দেয়—

"আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়োলে দুধ দোব
ভাত খেতে থালা দোব, রুই মাছের মুড়ো দোব
আম কাঠালের বাগান দোব, চাঁদের কপালে
এতটী চিত দিয়ে যা।"

* * * *

দামিনী এ বাড়ীতে আসিয়াছিল আট বছরেরটী ; আজ বয়স তাহার বাইশ। ইহারই মধ্যে এই সংসার কতরূপেই না তাহার চোখের উপর ফুটিল। প্রথম প্রথম এ গৃহ কারা মনে হইয়াছে, মায়ের তরে কাঁদিয়া দিন গিয়াছে ; তারপর এ সংসার কৈশোরের প্রারম্ভে যেন পুষ্পিত উদ্যান, স্বামী কত ভাল বাসিয়াছে,—কত গোপন উপহার, মনসার মেলার গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দামিনীর মুখে গরম বেগুনী গুঁজিয়া দেওয়া ;

দামিনী জাগিয়া উঠিয়া কহিত,—দূর—।

গোষ্ঠ কহিত,—"আমি ত দূর, ওদিকে তো বেশ "মুর্ মুর্" শব্দ উঠচে।" বলিয়া ঠোঙা শুদ্ধ সম্মুখে ধরিত।

দামিনী হাসিয়া ফেলিত।

গোষ্ঠ সম্মুখে মেলিয়া ধরিত কত উপহার—ফিতে, চিরুণী, তেল, আয়না, সাবান।

দামিনী আয়নাখানা তুলিয়া মুখের সামনে ধরিত,

গোষ্ঠ হাসিয়া কহিত, "নিজের রূপ কি নিজে দেখে, পরকে দেখাতে হয়।"

দামিনীর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিত, কানের পাশ পর্য্যন্ত গরম; সে আয়নায় মুখখানা ভালো করিয়া ঢাকিত।

গোষ্ঠ কহিত,—"রাত্রে আয়না দেখলে কি হয় জান তো?"

"কি?"

"কলঙ্ক।"

দামিনী চট্ করিয়া আয়না খানা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ কহিত,—"আমি চোক্ বন্ধ করেছি।"

দামিনী গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখ খুলাইবার কত চেষ্টা করিত; শেষে মিনতি করিয়া কহিত,—"লক্ষীটি, চোখ খোল—।"

গোষ্ঠ চোখ খুলিলে—দামিনী কহিত—"এইবার্!"

"কি—?"

"তোমারও কলঙ্ক হবে।"

"আমরা পুরুষ—সোণার গয়না—কলঙ্ক আমাদের হয় না, বিপদ তোমাদের।"

দামিনী হাসিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কহিত,—"ভারি বুদ্ধি ! ওই জন্যে বুঝি আয়না দেখলাম।"

"তবে কি ?"

"কলঙ্ক হয় তো তোমার সঙ্গেই হবে,—তোমাকে সাথী করে রাখলাম।"

"দূর, আমি তোমার আয়ান ঘোষ", গোষ্ঠ ইঙ্গিত করিয়া হাসিত।

দামিনী আবার রাঙা হইয়া কহিত—"চোরের মন পুঁই মাচাতে ; কলঙ্ক বুঝি আর কিছু হয় না ?"

"কি শুনি ?"

"এই লোকে বলবে,—অমুক কি মেগো, আঁর মাগীও কি কি জানে বাপু, অত বড় জোয়ানটাকে ভেঁড়া বানিয়ে রেখেছে গো !"

"তা করনি না কি ?"—বলিয়া গোষ্ঠ পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইত।

সে একদিন গিয়াছে। এখনও সে দিন মনে পড়িলে দামিনীর চোখ ছলছল করে।

তারপর এই ভরা যৌবনেই অভাবের দাহে সুখের ঘর পুড়িয়া গেল। উত্তাপে বুঝি প্রেমের স্রোতও শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠও মনের মত কিছু দিতে পারে না বলিয়া মরমে মরিয়া থাকে, অমনোমত কিছু দিতেও মন উঠে না। দামিনীও তাহা বোঝে, তাই সেও কিছু চায় না।

কিন্তু তাও গোষ্ঠের প্রাণে বাজে, সে ক্ষুণ্ণ স্বরে কয়,—"কখনও দেখলাম না যে কিছু চাইলে তুমি।"

এক মুখ হাসি ভরিয়া দামিনী কয়—"বা—বেশ লোক ত তুমি, না দরকার হলেও চাইতে হবে ? কি নাই আমার, সবই ত রয়েচে।"

হাসিটী ছলনার সত্য, কিন্তু বড় সুন্দর ; গোষ্ঠ অতৃপ্ত নয়নে মুখপানে চাহিয়া থাকে।

তারপর আপন মনেই নিজের সামর্থ্যের সঙ্গে দামিনীর অভাবের সূচী মিলাইয়া যায়, শেষে বাহির করে, একখানা গায়ের কাপড় কাবুলীর কাছে ধারে পাওয়া যাইতে পারে, তাই সে বলে—

"কই, গায়ের র‍্যাপার তো নাই তোমার ?—"

দামিনী তাড়াতাড়ি কয়—"না, না ও আমি গায়ে দিতে নারি, মাগো ঃ— যে সুড়সুড়ি ! ও কিনো না তুমি।"

গোষ্ঠ মানে না, কিনিয়া আনে।

দামিনী ঝগড়া করে—"বল্লাম—এনো না—"

গোষ্ঠ অপ্রস্তুতের মত কয়—"রাখ কেন, আনলাম !" আবার কখনও বা দুটা আম, দুটা কাঁঠাল কিনিয়া আনে, কিন্তু দামিনী তা খায় না, স্বামী পুত্রকেই বাঁটিয়া দেয় ;

গোষ্ঠ অনুযোগ করিয়া কয়—"আমাকে কেন, তোমার তরে আনলাম—"

এই স্নেহে দামিনীর চোখে জল আসে, তবু সে হাসিয়া কয়—"তুমি খাও, আমার আছে।"

গোষ্ঠ প্রতিবাদ করে—"এতো আমাকেই সব দিয়েচ—তুমি—।"

তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে দামিনী বলিয়া উঠে,—"ও আমি খেতে পারি না—।"

সঙ্কোচে মন শুধু সঙ্কুচিতই হয় না, শঙ্কিতও হয় ; গোষ্ঠও নিজের অমনোমত উপহারের জন্য শুধু সঙ্কুচিতই হয় না, প্রত্যাখ্যানের শঙ্কায় শঙ্কিতও হইয়া থাকে। তাই সে ভাবে, এ অরুচি দামিনীর রসনার নয়,— তুচ্ছ বলিয়া তাচ্ছিল্যের অরুচি এ।

এ তাচ্ছিল্য মনে বড় লাগে,—ক্ষোভে, দুঃখে অন্তর মথিয়া বিষ ফেনাইয়া উঠে, গোষ্ঠ মুখের আহার সার ডোবায় ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া যায়। দামিনীর মনে হয় আম ফেলিয়া দিল না, আমাকেই ফেলিয়া দিল। চোখে জল আসে, অন্তর জ্বলিয়া যায়।

ভিক্ষার চাউলে তার পাঁচ-সেরি ঝোলাটা ভরিয়া উঠে ;—একটা পেটে লাগে আর কত—বড় জোর একসের, বাঁচে চার সের।

ঐ চার সের জমিয়া জমিয়া ভিক্ষুককে মহাজন পর্যায়ে দাঁড় করাইয়া দিল।

লোকে বলে—"মহান্ত, আর কেন ?"

মহান্ত হাসিয়া বলে—"বাপ্‌রে পিতিপুরুষের বেবসা,—কুল কম্ম—ওকি ছাড়তে আছে !"

দামিনীর দুঃখের দিনে কিন্তু সুবল সত্য সত্যই মহাজন হইতে ভিক্ষুক পর্যায়ে নামিতে চাহিল—: কিন্তু—মুখ ফুটিয়া বলা যে যায় না ! আর বুক বাঁধিয়া তাহার সঞ্চয় সম্বল দামিনীর পায়ে ঢালিয়া দিতেও সাহস হয় না ;—

হয়ত দামিনী লাথি মারিয়া ফিরাইয়া দিবে।

প্রথম প্রথম সে লুকাইয়া কুলুঙ্গীর পরে, কোন দিন বা চৌকাটের ফাঁকে, দুয়ারের প্রবেশমুখেই টাকাটা, সিকিটা রাখিয়া আসিত। দামিনার নজরে ঠেকিতে সে লইয়া আঁচলে বাঁধিত, আর আপন মনেই বকিত—"এই আলাবোভোলামিতেই তো গেল সব ; কাজ দেখ দেখি, কুলুঙ্গীর ওপরে টাকা,—যদি কেউ দেখতে পেতো !"

ও টুকুও কিন্তু সুবলের সহ্য হইত না ; আরও অসহ্য হইত, যখন গোষ্ঠ আসিত।

দামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বামীকে কহিত—"কারও কিছু হারিয়েচে— ?"

গোষ্ঠ চমকিয়া স্মরণ করিতে চাহিত জিনিষটা কি ? শেষে বলিত, "হ্যাঁ হারিয়েচে—আমার— ।"

"কি ?"

"আমার মন।"

"দূর! সে তো আমারই, দত্ত জিনিষে সত্ত্ব কি? এই দেখ।" বলিয়া সে বাঁধা খুঁট দেখাইত। গোষ্ঠ অবাক্ হইত; আবার ভাবিত হবে হয়ত, বনিয়াদী ঘর তো—কোন পিতৃপিতামহের সঞ্চয় ইন্দুরে কোন গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়াছে, চোখে জল আসিত।

সুবলের কাছে সমস্ত সংসার তিক্ত হইয়া উঠিত।—

সর্ব্বস্ব দিয়াও সুবল আপন হওয়ার সুযোগ পাইল না।

কখনও কখনও সাহস করিয়া নত মুখে গিয়া কহিত—"বৌ!"

রুক্ষ স্বরে উত্তর আসিত—"কি? কি কাজ কি, আগুন নেবে না কি?" সব সুবলের হারাইয়া যায়, ঝঙ্কারের ঝঞ্ঝায় সব বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; তবু চুপ করিয়া থাকাও তো হয় না;—

অতি কষ্টে সে কহে—"হ্যাঁ!"

দামিনী হাতার টানে আগুন টানিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে—"নেবে কিসে? কি আবাগু তুমি, সং না কি?" সঙ্গে সঙ্গে হাসেও; সুবলের অবস্থা দেখিয়া—না হাসিয়া পারে না।

প্রতিবেশিনী সাতু ঠাকুরঝি আসিয়া বলে—"কে—লো?"

দামিনী কহে—"ওই দেখ না মাইরী, আগুন নেবে, তা শুধু হাতে এসেচে; দিই কিসে বল তো।"

সাতু বেশ ভাল মানুষের মতই বলে—"ভিক্ষের ঝোলাটা আন গিয়ে মহান্ত আগুন নিয়ে যাবে।"

দুই সখী দুজনের মুখপানে চায়।

এই অবসরে সুবল রণে ভঙ্গ দেয়, সহসা পিছন ফিরিয়া পলায়।

দুই সখীতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে—।

সাতু বলে—"মরণ;—বোবা পুরুষ কি ভাল না কি,—ও বিধেতার অলক্ষুণে ছিষ্টি!"

বাড়ীর বাহির হইতেই উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতেছিল—

"ও চালাকী চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেবার কথা; দিতে হবে—দাও।"

গোষ্ঠর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল—

"বর্ষার কমাস মাপ করুন দত্ত মশায়, কমাস নারব।"

দত্ত,—রসিক দত্ত গ্রামের মহাজন, লোকে কহে 'মহাযম'! তীক্ষ্নদন্ত শৃগালের মতই কঙ্কাল-ঢাকা চামড়াটুকু লইয়া টানাটানি করে; দত্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল—

"গা জল হয়ে গেল মাইরী; কাঁদুনী ছাড়ো,—টাকা আনো।"

দামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল, ভিতরে ছেলেটা জ্বরে গোঙাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার পা উঠিল না—ছুনিয়া ভুলিয়া শঙ্কিত বক্ষে দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াই রহিল।

গোষ্ঠ কাকুতি করিয়া কহিল,—দোহাই দত্ত মশায়, খেতে জুটচে না,—

দত্ত ভেঙাইয়া কহিল,—"খেতে জুটচে না তো আমার কিরে জোচ্চোর, —খেতে জুটচে না—"

ভঙ্গীতে সে কি বীভৎসতা—কণ্ঠস্বর সে কি নির্ম্মম!

দত্তর খর জিহ্বা—সাপের জিহ্বার মতই তীক্ষ্ণ, ঘন ঘন লক্ লক্ করিয়া নড়ে,—

"ঘটী বাটি বাঁধা দাও, না থাকে পরিবারের শাঁখা খাড়ু বেচ;—কোথা পাবে সে আমার দেখবার দরকার নেই; আমার পাওনা আমায় পেতে হবে—দাও।"

গোষ্ঠ জোড় হাত করিয়া কাঁদিল।

দত্ত কহিল—"বেটারা শুধু কাঁদতেই জানে।"

কথাটা ঠিক।

(চিরনত যে দূর্ব্বাদল সে পদদলনে পত্রপুষ্প হারাইয়া বিদ্রোহ করে, শুষ্ক তৃণাঙ্কুর পায়ে ফোটে।)

এরা কিন্তু তাও পারে না; হয়ত বুঝি বা বুকের মাঝে রাগও জাগে না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে পিষ্ট হইয়া বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

না;—পাষাণও রৌদ্রে, আগুনে উত্তপ্ত হয়।

এরা তবে কি? এরা প্রকৃত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে,—অস্বাভাবিক এরা। মানুষের সৃষ্টি-করা সভ্যতার চাপে ধ্বংস-হওয়া মানুষের তুলনা বিধাতার সৃষ্টির মাঝে নাই।

গোষ্ঠ কাঁদিয়াই কহিল—"ওই দেখুন, পয়সা অভাবে ছেলেটা ওষুদ পায় নাই";—পাথর জলে গলে না, দত্ত খিঁচাইয়া উঠিল—

"তা সে পয়সাও আমাকে লাগাবে না কি, বলচ কি?"

এর উত্তর কি? গোষ্ঠর অভিধানে অন্ততঃ তা নাই, চোখ দিয়া শুধু জল পড়িল।

মহাজন বলিয়াই চলিল—"থাক, এই মাসেই নালিশ করব আমি;—যত বেটা বজ্জাতের পাল্লায় পড়ে মাটী হলাম আমি। ইঃ—এ দিকে তো বেশ, পরিবারের পরণের কাপড়ের বাহার দেখ না। ঢাকাই না কি শান্তিপুরে হে গোষ্ঠ।"

পরণের কাপড় জোটে নাই, তাই শ্বশুরের দেওয়া অতি পুরাতন পোষাকী কাপড়খানা দামিনী সেদিন পরিয়াছিল।

দত্তর কথায় ওই ছিন্ন-পাড় জীর্ণ কাপড়খানা অঙ্গে কাঁটার মতই বিঁধিতে লাগিল; লজ্জায় অপমানে বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল, আঁচলটা মুখে

ঘুরিয়া ত্বরিত পদে ঘরে পশিয়া ছেলেটার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল ; অবশ হাত হইতে অতর্কিতে টাকা দুইটা মাটিতে পড়িয়া বাজিয়া উঠিল, ঠন্ ঠন্—

শব্দ দত্তকে ফিরাইল, সে কোলাহল করিয়া উঠিল—"ঐ যে ঐ যে টাকা ! হুঁ হুঁঃ বাবাঃ—মহাজনের কথা মিথ্যে হবার কি জো আছে রে বাবা ; সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে কেন ? আন গোষ্ঠ টাকা আন।"

গোষ্ঠ দামিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—

কথা না কহিতেই, দামিনী টাকা দুইটা মুঠার ভিতর সজোরে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া জবাব দিল ! "না,—আমি কোবরেজকে দোব—"

গোষ্ঠর তখন যেন সব সহিত, মানের দায়ে প্রাণ তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। কণ্ঠে তাহার বাক্ সরিতেছিল না—সে অতি রুক্ষস্বরে শুধু কহিল, "দাও—"

কাকুতি করিয়া দামিনী কহিল—"না গো না—তোমার পায় পড়ি—"
গোষ্ঠর সেই এক বুলি—"দাও—" সেই কণ্ঠ, সেই ভঙ্গী—যেন আরও উগ্র।

দামিনী কাঁদিয়া কহিল—"ছেলেটার পানে তাকাও—"

দত্ত তাগিদ করিল—"গোষ্ঠ, আমাকে অনেক জায়গা ঘুরতে হবে—"

গোষ্ঠ পাগলের মত কহিল—"মরুক ছেলে—"

দামিনী টাকা দুইটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—,

শুধু টাকা নয়—মনে হইল ঘর, দ্বার, এই দরদহীন বিশ্বসংসারটা পর্য্যন্ত এমনি করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যদি কোথাও স্থান থাকে সেথা সরিয়া দাঁড়ায়। ছেলেটা কাতরাইয়া উঠিল—"মা—গো—"

দামিনী মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত উদাস কণ্ঠে কহিল—"আর দেরী নাই, সব ভাল হয়ে যাবে ধন,—সব ভাল হয়ে যাবে। তুমিও জুড়োবে—আমি—।"

'আমি জুড়োব' এ কথাটা বুঝি মায়ের মুখে বাহির হয় না, বুকের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে,—সব ভাসাইয়া দেয় ; দামিনী হু—হু করিয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ টাকা দুইটা দত্তর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া কাঠের 'পরে বসিয়া রহিল।

দামিনীর কান্নায় তাহারও চোখে জল আসিতে চাহিল; চোখের জল ছোঁয়াচে—একের কান্না অপরের সংযমের বাঁধ টলাইয়া দেয়—প্রায় ভাঙ্গিয়াই দেয়।

মুখ খানা বিকৃত করিয়া গোষ্ঠ উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে চাহিল। দত্ত টাকা দুইটা বাজাইতে বাজাইতে কহিল—"কি পাজী রে তোরা মাইরী —এঁ্যা—; টাকা থাকতে বলিস নাই—উশুল পড়বে কার বাবা? আমার না—তোর?—"

* * * *

"কই মোড়ল, ছেলের অসুখ কদিন?"

কবিরাজ অশ্বিনী সিং আসিয়া বাড়ী ঢুকিল, পিছনে পিছনে সুবল, অতি সঙ্কোচে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্নীর বাল্য-সাথীর উপর বিরূপ সংসারে হাজারে ন শো নিরেনব্বই জন। মনের গতি মানুষের বাঁকা—; আর প্রীতি ও পিরিতীর মাঝে ভেদ করা বড় কঠিন, বিশেষ পুরুষ ও নারীর মাঝে।

গোষ্ঠও সুবলকে সুচক্ষে দেখিত না, বাড়ী আসিলে যেন বিরক্ত হইত, কারণে অকারণে ঝাঁঝিয়া উঠিত।

সুন্দর তরুণ সুবলকে দূরে রাখিয়া নিজের আড়ালে দামিনীর দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিত।

সুবলও তাহা বুঝিত, তাই তার এ সঙ্কোচ!

গোষ্ঠ কহিল—"তুমি কেন হে মহান্ত,—কি কাজ কি?"

কবিরাজ উত্তর দিল—"ওইত আমায় ডেকে নিয়ে এল—"

গোষ্ঠ কহিল—"এস কবরেজ এস,—ছেলেটার কদিন থেকে 'উন্দো ধুন্দো' জ্বর, চেতন নাই ; দেখ ভাই একবার।"

ভিতর হইতে দামিনী পাগলের মত কহিল—"না—না, দেখতে হবে না ; টাকা নাই, টাকা নাই আমার।"

গোষ্ঠ মিনতি করিয়া কহিল—"দোব,—দোব, টাকা দোব ভাই কোবরেজ ; দুদিন আগে আর পিছু—; দেখ ভাই দেখ !"

কবিরাজ সুবলের পানে চাহিল।

বিবর্ণ-মুখ সুবল সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, কিন্তু মনের কথা তো বলা যায় না ! হয় তো দামিনী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে ; গোষ্ঠ কি কথায় কি ধরিয়া বসিবে। সহসা ঘরের ভিতরে দামিনীর মুখখানা চোখে পড়িল—দামিনীর চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে !

বেদনায় মূকের মুখও ফুটে—ভাষা না হোক যাতনায় স্বর ধ্বনিয়া উঠে।

সুবলের মুখও ফুটিল,—সে মূকের মতই জড়িত কণ্ঠে কহিল—"টাকা দেবে কোবরেজ মশায়, টাকা দেবে।"

কবিরাজ বাজাইয়া লইল,—"না দিলে,—না দিলে আমি তোমার কাছে নোব, তুমি সে দেখে নিয়ো।"

সুবল কহিল—"তাই দোব, আমিই দোব।"

দীনতা—ওর মত মনুষ্যত্বনাশী এত বড় ব্যাধি আর দুনিয়ায় নাই, দীনতার চাপে হীনতা আসিবেই।

আজ এই দীনতার চাপে সুবলের অনুগ্রহ গোষ্ঠকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল ; সে কহিল—"তাই দেবে, সুবলই তোমাকে দেবে, আমি সুবলকেই দোব ; এই চার পাঁচ দিনেই দেখে দোব।" বলিয়া সে সুবলের মুখপানে চাহিল।

সুবল সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"না, না, তাগিদ নাই আমার, যখন হবে দিও।"

কবিরাজ হাসিয়া কহিল,—"আর না হয় নাই দিলে, মহান্ত মহাজন ভাল।"

সুবল কোঁচড় হইতে টাকা খুলিয়া কবিরাজকে দিল, কহিল—"আর যা লাগবে দোব।"

কবিরাজ টাকা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল,—"নগদ বিদেয়, তা ভাল! তা মহান্ত তোমার তেজারতী সেরেস্তায় উশুলের ঘর বুঝি শূন্য?"

সুবল লজ্জিত ম্লান হাসি হাসিল।

কবিরাজ কহিল—"এবার তুমি মানুষ কোরোক্ কর মহান্ত; না দিলে মানুষ ধরে নিয়ে যাবে, ঘরে খেতে পরতে দেবে—তেজারতী তোমার আরও ফলাও হবে।"

আপন রসিকতায় কবিরাজ আপনি হাহা করিয়া হাসে; ওদিকে এই তরল কথাটা গাঢ় কঠিন হইয়া আর একজনের কাণে বাজে, ঘরের মাঝে দামিনী হাঁকাইয়া উঠে,—তাহার মনে হয় ওই টাকাটা দেনাও নয়, দানও নয়, ও দাদন—তাহারই উপরে ও দাদন! কোরোকী পরোয়াণার লেখার রেখা সুবলের বুকের মাঝে আঁকা, যেন সে দেখিতে পায়। সে কণ্ঠস্বর চাপিতে ভুলিয়া গেল, উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না, না, না গো, কোবরেজ দেখাতে হবে না, ধার করতে হবে না;—ছেলে ভাল আছে, ছেলে ভাল আছে আমার—"

গোষ্ঠ ধমক দিয়া উঠে—"থাম থাম,—কল্লাতি ফলাতে হবে না, থাম।"

মুখ থামিলে রব থামে—কিন্তু রোদন ত থামে না;

দামিনী নীরব হইল—কিন্তু শ্বাসরুদ্ধের মতই পাগল হইয়া উঠিল।

মরণ টুঁটী চাপিয়া ধরে—রোগীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে; সে সমস্ত অঙ্গের শিথিলতম বাঁধনটুকু পর্য্যন্ত কাটিতে চায়—যেন ওইটুকু টুটিলেই সে আরামের শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।—তেমনি অধীরতার দামিনী আপনার সারা অঙ্গের মাঝে যদি কোথাও কোন সোণা রূপার বাঁধন থাকে তাহার খোঁজ করিয়া যায়।

—নাই,—মেলে না; চোখে পড়ে রোগা ছেলেটার সরু লিক্‌লিকে হাতে শত ছিদ্র জীর্ণ রূপার বালা দু' গাছা।

দামিনী তাই খুলিয়া লয়;—ছুড়িয়া সুবলের দিকে ফেলিয়া দেয়। ছেলেটা শ্রান্ত সরু গলায় কাঁদিয়া উঠে—"আমার গন্ না আঁ—আঁ।" গোষ্ঠও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—

"তাই রাখ ভাই তাই রাখ; শুধু হাতে ফেরবার ভাল নয়, কিছু থাকা ভাল।"

ছেলেটার কান্না কিন্তু থামে না—সে কাঁদিয়াই চলে—"আমার গন্ না—আঁ—আঁ।"

দামিনী পাষাণের মত বসিয়া রহিল, ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না!—করিল না নয়,—বোধ হয় পারিল না।

গোষ্ঠ কহে—"দূর—শুধুই এঁ্যা—এঁ্যা"; সে উঠিয়া চলিয়া যায়—মাঠের পানে! দাওয়া হইতে নামিতেই নত দৃষ্টিতে পড়ে ছেলেটার জীর্ণ বালা দুই গাছা,—সুবল ফেলিয়া দিয়া গেছে;—

দয়া!—সর্ব্বাঙ্গ তাহার রি রি করিয়া উঠে;—বালা দুইগাছা হাতে তুলিয়া সে সংকল্প করে সুবলের মুখে ছুড়িয়া মারিয়া আসে! আবার মনে হয়, কত দাম এর,—বড় জোর বার গণ্ডা পয়সা;—সঙ্গে সঙ্গে আপনিই সে হাসে, বড় দুঃখের হাসি!—চারিটা টাকা দিয়া বার আনার দ্রব্যবিনিময়, যদি নাই লয় সে! বালা দুইগাছা সে ছেলেটার দিকে ছুড়িয়া দিয়া মাঠের পথ

ধরে। ছেলেটা বালা দুইগাছা বুকে চাপিয়া ধরে,—মাণিকের মত নাড়ে চাড়ে ;—ওই টুকু যে এ বিশ্বে ওর আভরণের গৌরব।

সবুজ মাঠে গোষ্ঠের বুকখানা জুড়াইয়া যায়,—সে ভাবে,—আশা বোধ হয় সবুজ-বরণী—!

হালে পোঁতা তরকারীর বীজের চারার কাছে বসিয়া আঙ্গুলের ডগা দিয় সন্তর্পণে মাটী সরায়, একটা প্যাঙাসে নরম অঙ্কুরের প্রত্যাশায়—

তরুণী নারী যেমন ভাবী সন্তানের স্বপ্ন দেখে।

অঙ্কুর উঠে নাই,—মরা মন লইয়া বেচারী উঠিয়া দাঁড়ায়, একটা দীর্ঘ শ্বাসও পড়ে ; আপন মনেই বলে—"মোটেত আজ তিন দিন, আর দু তিন দিনে বেরুতেই হবে। আর ও কটা যদি নাই হয়—তাই বা কি, ধানেই এবার ছয়লাপ।"

আল-পথের পরে দাঁড়াইয়া ধানি জমির পানে তাকায়, চোখ যেন জুড়াইয়া যায়, সে বলে—"বলিহারি,—বলিহারি, কি রং মাইরী, কালো, আঁধার, যেন আষিঢ়ে মেঘ নেমেচে জমিতে।"

সে মনের আনন্দে গান ধরে,—"ও কাল কালিন্দী কূলে দেখ সখি কাল মেঘ নেমেচে।"

ওদিকের রাস্তা হইতে কে হাঁকে—"গোষ্ঠ—গোষ্ঠ !"

ও গাঁয়ের সতীশ সরকার, জেলার সদরে থাকে,—পাঁচজনের মামলার তদ্বির করে ; বেঁটে খাটো চেহারা, পেটটা মোটা ; কবিরাজ বলে—"পাঁচ সেরী পিলে ওটা।" সতীশ তবু ওষুধ খায় না ; কহে,—"কচু জান তুমি ও আমার বুদ্ধির গেঁড়ো, ওরি জোরে ক'রে খাই বাবা।"

লোকে বলে—"ও একরকম ভুঁড়ি, বদহজমের ভুঁড়ি, বেটার টাকা হজম হয় না—তাই ভুঁড়িটা অমনি।"

গোষ্ঠ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া কহে—"সরকার মশায়—তা সব কুশল ত?" সরকার কুশলের ধার দিয়া যায় না, সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ে,—"মামলাকে এত ভয় করলে চলবে কেন গোষ্ঠ?"

গোঁফ তাহার ঘন ঘন এপাশে ওপাশে নাচে; ওটা তাহার মুদ্রাদোষ। গোষ্ঠ কথাটার মাঝে গুরুত্ব খুঁজিয়া পায় না, সে হাসিয়া কহে, "মামলাকে কি আর ডরাই সরকার মশায়, ডরাই যত আমলাকে—খাঁই আর মেটে না—।"

কথাটা সরকারের গায়ে বাজে, সেও ঐ শ্রেণীভুক্ত যে; সে তীব্রকণ্ঠে কহে—"শুধু পয়সা কেউ চায় না রে, শুধু পয়সা কেউ চায় না, তারা তো ভিখেরী নয়। এই তো বাবা, নিলে বেটা দত্ত নীলেম করে তোর জোতকে জোত। সে মামলা করলে, ডিগ্রি করলে, নীলেম করলে, জানতে পারলি? আমলারা পয়সা খেয়ে নেমখারামী করে না, যার পয়সা খায় তার কাজ বজায় বুঝলি।"

গোষ্ঠর মাথায় যেন কে মুগুরের ঘা মারে, সব যেন গোলমাল হইয়া যায়—তাহার জমি, তাহার অন্নদাত্রী মা ভূমিলক্ষ্মী,—তবু সে স্বস্তির আশায় কথাটা অবিশ্বাস করিতে চায়, কহে—"আজ্ঞে না, তাই কি হয়—আজই সে দু-টাকা সুদ নিয়ে গেল।"

সরকার হাসিয়া ওই সরল বিশ্বাসের জন্য গোষ্ঠকে গালি দেয়,—"চাষা কি সাধে বলে রে—বুদ্ধিগুণেই চাষা বলে; হুঁঃ—তোমার দোষ কি বল—ন চাষা সজ্জনায়তে—এ যে শাস্ত্রবাণী। বলি নাই আমি একবার—ওরে গোষ্ঠ দত্ত নালিশ করেচে,—একটা জবাব দে। তুই বল্লি টাকা নিয়ে আর জবাব কি'দোব সরকার মশায়, তবে ধরে'পেড়ে দেখি দত্তকে এখন থামাই;

তুই ধরলি পাড়লি, দত্তকে মুখে রাজীও করলি—কিন্তু আদালত তো ছাঁটলি না,—মামলাটা তুলে নিলে কি না নিলে তা দেখলি না—ভয় হল—আপনার হাঁ দেখে, নে এখন তার দশা দেখ।”

গোষ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল—চোখে তার দৃষ্টি জাগ্রত ছিল, কিন্তু দৃশ্য সমস্ত যেন অর্থশূন্য বোধ হয়।

সরকার কহে—“তুই নীলেম রদের মামলা কর, দেখ বেটা চামারকে কেমন ফাঁসাই—তদ্বিরের ভার আমার—সে তোকে ভাবতে হবে না—। ও বেটা বেণে—আমিও কায়েত।”

কথা গোষ্ঠর কানে যায় না,—তাহার বুকের মাঝে ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে একটা ঘূর্ণী জাগিয়া উঠে ;—

একটী বিধিবদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারে নিষ্পেষিতপ্রাণ মনুষ্যত্বের যে টুকু অবশেষ ওই নিরীহের বুকে ছিল——সে বুঝি বিদ্রোহ করিয়া উঠে ;—বাহিরের দেহেও তাহার বিকাশ হয়,—দীর্ঘ মোটা মোটা হাড় বাহির-করা দেহখানার শিথিল পেশীগুলার মাঝে একটা চাঞ্চল্য বহিয়া যায়, কাঠিন্য ফুটিয়া উঠে, শিরাগুলা মোটা হয়,—বোঝা যায় রক্তের স্রোতে জোর ধরিয়াছে।

মানুষকে সে আর বিশ্বাস করিতে চায় না, তার ঘৃণাভরা সন্দিগ্ধ চোখে সরকারের মতলব আজ ধরা পড়ে, সে হাসিয়া কয়—“মামলার খরচ কে দেবে সরকার,—বুদ্ধি তো তোমার কায়েতের বটে, কিন্তু যাতে রস, ওই জমি—আমার লক্ষ্মী মা, ও গেলে খরচ জোগাবে কে ? তুমি দেবে ?”

সরকার কহে—“ওরে কায়েতের বুদ্ধিতে সব আছে, জমিতে তুই দখল দিবি না ; জমি তো তোর দখলে,—বাঁশগাড়ী করতে যায়, তুলে ফেলে দিবি।”

কথাটা ক্রোধতপ্ত কানে লাগে ভাল, গোষ্ঠ কহে—“দখল আমি ছাড়ব না সরকার,—যা হয় হবে, আমার জমিতে গেলে ওকে আমি গোটা রাখব না ;—মামলা ফামলা যা করতে হয় ও করুক।”

সরকার শিহরিয়া কয়—"সব্বনাশ সব্বনাশ, জেল হয়ে যাবে ; মামলায় বল না নিয়ে কি ফৌজদারী করা হয় ; অর্থ না হলে শুধু সামর্থ্যে কি হয় ?"

গোষ্ঠ কহে,—"তা অর্থ নাই যখন তখন সামর্থ্য ছাড়া উপায় কি ?"

সরকার চোখ দুইটা বড় করিয়া কহে,—"বেটা ডাকাত রে—বলে কি ?—খবরদার,—মরবি, মরবি। ওরও লাঠি আছে, ও শালা ... ধূর্ত,—শালা ধূর্ত শেয়াল—টাকায় জমিদারকে বশ করেছে, দেখছিস তো—জমিদারের চাপরাশীর পেতলে বাঁধা লাঠি—?"

যুগ যুগান্তের, পিতৃ পিতামহের পুষিয়া-রাখা জমিদার ভীতির সংস্কার বুকের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ;—

বুকের ঘূর্ণীটার বল, বেগ ক্ষীণ হইয়া পড়ে—;

এই সেদিনই সে যে কথাটা বলিয়াছিল সেই কথাটা তাহার মনে পড়ে,—"বাঘে ধান খায় তো তাড়ায় কে—?"

সরকার বলিয়াই যায়—"তার চেয়ে শোন, খরচ বেশী হবে না,—পাঁপরের মকদ্দমা করে দোব হাকিমকে এক দরখাস্ত দেব, ... অধীন গরীব—মামলা-খরচের সামর্থ্য নাই,—"

গোষ্ঠ যেন কূল পায়, সে ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠে—"তা হয় ... মশায়,—হয়,—এঁ্যা ?—"

সরকারের গোঁফ নাচান মুদ্রা-দোষটা প্রবল হইয়া উঠে,—সে ... কহে—"হয় না হয় সে আমার ভার—, তার ভাবনা তোর নাই—; ... সোমবার ক'রে তুই গোটা দশেক টাকা নিয়ে সদরে যাস—। আমার বাসা জানিসতো—; বাসা—? আচ্ছা না জানিস, নাই, ওই হোটেলে নেমে তুই আগে খেয়ে নিবি—তারপর ওইখানেই থাকবি, আমি খুঁজে নোব—বুঝলি ?"

গোষ্ঠ হতাশ হইয়া পড়ে,—দশ টাকা যে তাহার পক্ষে দু' শো—, দু' হাজার বলিলেও ক্ষতি নাই—; সে ম্লান কণ্ঠে কহে—"দশ টাকা যে আমাকে কাটলে বেরুবে না সরকার মশাই ;—ধারও মিলবে না—"

সরকার এবার খিঁচাইয়া উঠেঃ—"তবে কি মামলা তোমার অমনি হবে,—তোমার চাঁদ বদন দেখে না কি ?"

—"ওই যে বল্লেন—পাঁপরে দরখাস্ত দিলেই হবে—"

"—খরচ হবে না বলে কি একেবারে তিন শূন্যতে চলে বাবা ?—দরখাস্ত দিতে খরচ নাই ?—এই ধর না—হিসেব তোর মুখে মুখেই হবে—উকীল পাঁচ টাকা—; মহুরী সেও পাঁচসিকের কম ছাড়বে না, কোর্ট ফি এক টাকা, ডেমি দুপয়সা, ম্যাদ আট আনা, বিত্তি চার আনা, আর ইদিক ওদিক বাজে খরচ সেও তোর দুটাকার কমে ত হয় না,—এই তো তোর দশ টাকা দু পয়সা, তা ডেমির দুপয়সা তোকে লাগবে না—, ডেমি আমি দোব।"

গোষ্ঠর চোখ দিয়া জল পড়ে, সে ঘাড় ফিরাইয়া জমিগুলার পানে চায়, দূর হইতে ঘন সবুজ ধান গুলি—সত্য সত্যই কাল মেঘের মত দেখায় !

সরকার কহে—"আচ্ছা এক কাজ কর, তোর ওই নাখরাজ গড়েটা ওইটে বাঁধা দে, টাকার বন্দোবস্ত আমি ক'রে দোব। যাস্ সোমবারে, বুঝলি, সবই হ'বে সেইদিন, বন্ধকী দলিলও হ'বে, দরখাস্তও দেওয়া হ'বে—কি বল ?"

তখনও গোষ্ঠের চোখ ফেরে নাই, মমতায় সারা বুক টন্ টন্ করিয়া উঠে, সে কহে—

"তাই যাব সরকার মশাই, কিন্তু দেখ্‌বেন যেন ফির্‌তে না হয় ; এ বিপদে আপনাকে রাখতেই হ'বে।"

সরকারের পা দু'টা সে চাপিয়া ধরে—

মন বিশ্বাস করিতে চায় না, ভরসা হয় না ;

কিন্তু মাটীর ’পরে চাষীর মমতার মোহ কহে, “তবু,—যদি !”

সরকার ভরসা দিয়া আপন পথ ধরে, গোষ্ঠ ফিরিয়া আপন জমির আইলের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ধানের পাতা নাড়ে চাড়ে,—

কচি কচি সতেজ ধানগুলি হাওয়ায় লুটোপুটি খেলে, গোষ্ঠর গায়ে পড়ে, গায়ে পড়ে। যেন দুরন্ত চঞ্চল শিশুর দল।

সহসা গোষ্ঠ নারীর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

পথে যোগী মোড়লের বৈঠক ; সেথায় গোষ্ঠ আসিয়া বসে।

মাইনার-পাশ ছোকরা রমাপতি মাষ্টার সেখানে পাঠশালা করে। মোড়ল-কর্ত্তার সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পড়ে, আগে পড়ে নারী-হরণের কলম—

“দিবা দ্বিপ্রহরে, নারী হরণ, পাশবিক অত্যাচার,—বাড়ীতে পুরুষ কেহ ছিল না, চারিজন বদমাইস ঘরে প্রবেশ করিয়া”—

মোড়ল কর্ত্তা চেঁচাইয়া উঠে—“ওরে মদনা, মদনা, ওরে—শালা, ভোম !”

মদনা বাড়ীর রাখাল, সে উত্তর দেয়, কিন্তু মোড়ল কর্ত্তার কাণে যায় না।

মদনা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়,—

মোড়ল কর্ত্তা খিঁচাইয়া উঠে—“বলি নবাব ছিলেন কোথা—রা দাও না হে।”

মদনা বলে—“বলি রা মানুষকে ক’বার কাড়ে, রা তো দিলাম।”

“আবার মুখের উপর মুখ !” কর্ত্তা ঠেঙা গাছটা হাতড়ায়,—হাতে ঠেকিতেই সে গাছটা ফাবড়াইয়া দেয়—। মদনার লাগে না, তবু সে বলে—

"মেলে তুমি আমাকে ?"

কর্ত্তা কহে—"বেশ করেছি।" বলিয়া হুঁকা টানে, ক্ষণেক পরে আবার কহে—"বুড়ো মানুষের রাগ তো জানিস্ ; তুই সরে গেলি না কেন ? তা বিকেলে এক সের চাল নিস্, মদ খেলেই গায়ের বেথা সেরে যাবে। যা দেখি রতে ছুতোরকে ডেকে আন্, বল, 'খিল আঁটতে হবে দুয়োরের।' আর হরিশ বাড়ীতে বলে দাও চব্বিশ ঘণ্টা দুয়োরে খিল। শালারা দিবা দ্বিপ্রহরে, আয় শালারা—"

আবার লড়াইয়ের সময় মাষ্টার লড়াইয়ের খবর পড়ে, ম্যাপ আঁকিয়া লাইন বুঝায়, বলে "এই দেখ কত্তা—এই হ'ল ফ্রান্স, এই তোমার জার্মানী আর এই রুশ—"

বুড়ো বলে—"এতো শুধু দাগ হে মাষ্টার, নক্সা এঁকে লড়াই বোঝা যায় ? এখন কে হারলে তাই বল, এ সায়েবরা না উ সায়েবরা ?"

মাষ্টারের বয়সী বাগাল রায় বলে—"বুঝতে কেনে নারবে খুড়ো, এই দেখ, এই হ'ল ফেরান্স।"

বুড়া বিরক্ত হইয়া কহে—"রাখ বাপু তোর ফেরাঙ টেরাঙ, ও সব তোরা বোঝ গিয়ে ; এখন কাপড় সস্তা কখন হ'বে তাই বল হে মাষ্টার !"

মাষ্টার বলে—"যে ডুবো জাহাজের ঠেলা কত্তা, মাল নিয়ে ভাসা জাহাজের কি পার আছে ? মাল নিয়ে জলে ভেসেচেন কি দুই তিন কোশ দূর থেকে তাল মেরে—চোল—চোল—মারা—টু, আর এক টু তো—বাস—চিচিং ফাঁক্—জলের তলায় ভর—ভর—ভস্।"

বাগাল বলে—"তবে ডুবো জাহাজের টিরিক্ ফিরিক্ ম'ল এইবার, আকাশে ফর ফর উড়বে আর ক'লকাতায় এসে নামবে—তোমার ; কাতিক শালা ডুবো জাহাজ জলের তলে বুট্‌বুটি—।"

বিস্ময়ে বুড়ার চোখ দুইটা ভাঁটার মত পাকাইয়া উঠে, সে কহে,—"উড়বে কি করে বাপু,—গরুড় পাখীর বাচ্চা ধরেচে না কি—এ্যাঁ—!"

মাষ্টার হাসিয়া বলে—"না কর্ত্তা, কল, কল, কলে উড়বে এ্যারোপ্ল্যান!"

কাগজে এরোপ্লেনের ছবি আঁকে, ছবিটা দাগে দাগে হয় একটা বৃত্ত ⌞

বুড়া বলে—"দূর এ কি হল, রসগোল্লা, আবার ওড়ে?"

মাষ্টার বল্লে—"কেন কত্তা, রাহুর ছবি, চাঁদের চেহারা দেখনি? ওই সব থেকেইতো ওরা এই সব কল্লে; সব আমাদের নিয়ে, আমাদের পুষ্পক রথ—।"

বুড়া চটিয়া কহে—"সবই তো শুনি তোদের তোদের, ও ছিল কিল বুঝি না, করতে পারিস তো বুঝি—পারিস তো বুঝি—, পারিস বানাতে ওই কি বলচিস এলাংপেলাং না কি—?"

বর্ত্তমানের নগ্ন রিক্ততায়, দারিদ্র্যে, মরণ দ্বারের বৃদ্ধের পর্য্যন্ত অতীতের পানে চাহিবার অবকাশ নাই।

তরুণ চাহে ভবিষ্যতের পানে. সে স্বপ্ন হয় তো—;

বাগাল কহে—"হবে বৈকি খুড়ো আমাদেরও হবে—।"

সে সব পুরাণো কথা—;

আজ মাষ্টার পড়িতেছিল—অসহযোগ আন্দোলন,—বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল—

"মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর।"

—"বুঝলে কত্তা স্বরাজ হলেই আর চাই কি—"

—"স্বরাজ মানেটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, তবে তো বুঝি ব্যাপারটা কি?"

—"মানে বুঝলে না কত্তা? আমরাই আমাদের মালিক, রাজা—ওই ওতেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে কত্তা।"

—"তাই কি হয় মাষ্টার,—রাজা থাকবে না,—"

বহুযুগ নিরক্ষরের ক[illegible]ণ কথাটা বিস্ময়ের মত ঠেকে !

তরুণ রক্ত, যুগের হাওয়ায় উষ্ণ চঞ্চল ; বাগাল কহে, "কেন হবে না খুড়ো—এই তো ফেরান্স, এমেরিকা—"

কত্তা চটিয়া যায়—"তুই থাম বাপু, তুই আর পাকামী করিস না, মাষ্টার বলচে তাই বলুক, না খানি ফেরান্, ফেরান্—হলি কিরে বাপু, বাপ খুড়োর খাতিরও করবি না ?"

ও পাড়ার গণেশ দেবাংশী কহে—"যা বলেছ ভাই, আমাদের আমল পাল্টিয়ে গেল—; সে সব আর কিছু রইল না।"

মাষ্টার বলে, "তফাৎ তো হবেই কত্তা, তোমরা হ'লে পুরাণো—আমরা নতুন—"

গোষ্ঠর দুঃখার্ত্ত মন দুঃখদূরের কথাটা ভোলে না—সে কয়—"জমিদার, মহাজন উঠবে বলতে পার—?"

অন্তর-ফাটা বাণী, আন্তরিকতার গাম্ভীর্য্যে এত গভীর যে মজলিসের চটুল ভাবটুকু উপিয়া গেল।

মরুর বুক-চেরা ঝঞ্ঝা বায়ুস্তরের রস পর্য্যন্ত যেমন শুষিয়া লয় ; বুক চিরিয়াই দীর্ঘশ্বাস বহে।

সবার বুক চিরিয়াই দীর্ঘশ্বাস বহে।

যোগী বলে—"ওই যা বলেচে গোষ্ঠ, স্বরাজ ফরাজ বুঝি না আমরা, যমের হাত হ'তে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক। হ্যাঁ,—চাচা আপন জান বাঁচা—।"

এত কালের অত্যাচারে, অনাহারে অতীতের সব—দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, সমস্ত ইহাদের কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে ; শুধু জীবজগতের একমাত্র জন্মগত প্রেরণা—বাঁচিবার চেষ্টায় কঙ্কালগুলা পাগল—;

কিন্তু ক্লান্ত মস্তিষ্কে—উপায় আসে না—; শ্রান্ত দেহ এলাইয়া পড়ে।

কে যে ইহাদের জীবন অদৃশ্যভাবে যুগযুগান্ত ধরিয়া শোষণ করিয়া লইতেছে—তাও ইহারা জানে না ; বিধাতা না—মানুষ— ?

আর সে জীবন ফিরিয়া চাহিতে চীৎকার করিতেও বুঝি ক্লান্তি আসে—; তবে তা' চায় তারা ; মাটীর তলের অঙ্কুর যে সুরে যে ভাষায় আলো বাতাস চায়,—সেই সুরে, সেই ভাষায় এদের সে চাওয়ার বাণী বুকের মাঝে অহরহ বাজে।

কয় দিন পর—

গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়া বাড়ীর ভেজান দুয়ারটা খুলিতেই মনে হইল ওদিকের দুয়ার দিয়া কে বাহির হইয়া গেল ; আবছা দেখা,—ঠিক চেনা গেল না—কিন্তু মনে হইল সুবল—!

গোষ্ঠ ত্বরিত পদে অনুসরণ করিয়া খিড়কীর দুয়ারে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না ; ঠিক পাশেই সুবলের দুয়ার বন্ধ, শিকলটা পর্যন্ত নড়ে না— !

গোষ্ঠ বাড়ী ফিরিয়া হাঁকিল—"ওগো—!"

কেহ সাড়া দিল না।

ভিতর ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, রুগ্ন ছেলেটা অকাতরে ঘুমাইতেছে,—দামিনী নাই। দাওয়ার পরে কোদালিটা রাখিয়া হুঁকা হাতে চলিল মোড়ল কত্তার দলিজার পানে ; কিন্তু মনের কোনে একটা অস্বস্তি জাগিয়া রহিল, কে গেল ?—

দামিনী জল আনিতে গিয়াছিল ;

ঘড়া কাঁখে বাড়ী ফিরিয়া দুয়ারের পাশে কোদালি দেখিয়া বুঝিল গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়াছে।

কিন্তু গেল কোথায়—? হয় তো নেশার আড্ডায় গিয়াছে !

মনটা কেমন হইয়া উঠিল ,—

এমনি করিয়াই কি মানুষ নেশায় মজে ?

ঘরে রোগা ছেলে, তার খোঁজ লওয়া নাই,—মুখে কিছু দেওয়া নাই— আর এ কদিন আবার সবই বেশী বেশী !

আর মাঠেই বা এত কাজ কি ? নিড়েন তো হইয়া গেল !

বিরক্তিভরে দামিনী ঘড়াটা রাখিয়া আপন মনেই বকিতে বকিতে কোদালিখানা ঘরে ঢুকাইতে সেখানা তুলিয়া সোজা হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের কুলুঙ্গীর পরে ;

রঙীন কাগজে মোড়া কি ওটা—?

দামিনী কোদালি ছাড়িয়া মোড়ক খুলিয়া দেখে—একজোড়া শাঁখা !

লাল রঙের উপর সূক্ষ্ম তুলি-রেখায় হলুদ রঙের নক্সা,—দামিনীর চোখ ফিরিল না !

রূপার পৈঁছার চেয়ে শাঁখার রূপখানি যেন শতগুণে অপরূপ !

এতো শাঁখের শাঁখা নয়—এ তাহার সোণার কাঁকণ !

শাঁখা জোড়াটীর রক্ত-রাগটুকু মুহূর্ত্তে অনুরাগ হইয়া তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল !

আশ্চর্য্য মানুষের মন, আবার দুফোটা জলও চোখে ঝরিয়া পড়িল ; অধরে অতি মৃদু ম্লান হাসি—!

ওই নিরূপায় মানুষটীর অক্ষমতার বেদনা শতগুণ হইয়া মনে বাজিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি সাতু ঠাকুরঝির বাড়ী শাঁখা পরিতে ছুটিল।

"ঠাকুরঝি, শাঁখা জোড়াটী পরিয়ে দাও ভাই—!"

বলিয়া কাপড়ের পাড়-জড়ানো হাত দুখানি নিঃসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল।

সাতু কহিল,—"পৈছে কি হ'ল লো,—হাতে পাড় জড়ানো—?"

দীর্ঘ অনশনের পর অন্নাশনের তৃপ্তিতেই মানুষ ক্ষুধার দুঃখ ভোলে;—শাঁখা দিয়াছে এই সুখে পৌঁছা গিয়াছে এ দুঃখ দামিনীর মনে ঠাঁই পাইল না, সে অম্লান বদনে মিথ্যা বলিয়া গেল—"খিল ছেড়েচে তাই খুলেচি—!"

সাতু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"যাই বলিস ভাই বৌ,—গোষ্ঠ দাদা বড় মেগো—।"

—"কেন লা ?"

"এই দেখ্ না পৌঁছে খুলতে না খুলতে রাঙা শাঁখা—আন হ'লে পাচদিন লাগতো—।"

বসিয়া সাতু ছড়া কাটিয়া উঠিল—

"রাঙা হাতে রাঙা শাখা দেখতে ভালো বাসি তে—।"

দামিনী আনন্দ-কৌতুকে কোপ করিয়া উঠিল—"মর, মর ভাই-স'গী—!"

সাতু আবার ছড়া কাটিয়া লইল—

"ভাই-এর সোহাগ বৌ নিয়েচে, বোন হয়েচে সুখের কাঁটা।"

বৌ-এর বেলা শাঁখা সাড়ী বোনের পিঠে মুড়ো ঝাঁটা।

—"মর,—এতও জানিস—!"

—"না জানলে বৌ জব্দ হয় কি করে ? কই হাত দেখি দে, বেলা থাকতে পরিয়ে দি ; ল্যাম্পোর আলোতে রাঙা হাতের শোভা দেখে দাদার আশ মিটবে কেন ?"

দামিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল—"ভারী দুষ্টু হয়েচিস, দাঁড়া, এবার নন্দাই আসুক,—ব'লে দোব—।"

সাতু শাঁখা পরাইতে পরাইতে কহিল—"কি বলবি—?"

"বলব,—উঃ—আস্তে, আস্তে লো,—বলে দেব সাবধান হ'য়ো ভাই, তোমার গিন্নীর ভারী নজর ভাই-এর ওপর,—দেখবি আর পাঠাবে না—উঃ উঃ—না—না আর ব'লবো না—ব'লবো না—উঃ—;"

কথার মাঝেই সাতু বলিতেছিল—"বলবি—বল্‌বি—আর, বল—নইলে আরও জোরে—এ—এ—এই হয়েচে—নে চোখ মোছ,—"

শাঁখার চাপে দামিনীর চোখে জল আসিয়াছিল।

সাতু কহিল—"মাইরী বৌ তোকে যা লাগচে ভাই, কি বলব!—মুখখানা সিঁদুর-মাখা চোখের পাতা ভারী—; যা যা ছুটে যা এই রূপ নিয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়া; আর শাঁখাপরা রাঙা হাত ছুতো-নাতা ক'রে মুখের কাছে নেড়ে দিগে—;—উঃ—"

দামিনী সাতুর পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল—।

সাতু কহিল—"বটে, এই বুঝি শাঁখা পরাণোর বানী!"—

গোষ্ঠ দাওয়ায় বসিয়া ধার-করা তামাকটুকু টানিতেছিল আর ভাবিতেছিল—"লোকটা কে?"

সুবল—?

কিন্তু সুবলের দুয়ার তো বন্ধ, শিকল পর্য্যন্ত নড়ে না।

সে হইলে দুয়ার বন্ধ করার শব্দ তো হইত,—অন্ততঃ শিকলটাও নড়িত!

তবে কে?

দামিনী সাতুর বাড়ী হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াই গোষ্ঠকে দেখিয়া সানন্দ কৌতুকে থমকিয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল,—"দূৎ সাড়া দেয় না,—এমন লোক!"

গোষ্ঠ উঠিয়া দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখে—দামিনীর পিছনে কে—?

দামিনী কিন্তু ওদিকে খেয়াল করে না,—

মনে তাহার তখন রসের মাতামাতি;—

রূপের উপচারে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে সাধ হয়,—শাঁখা-পরা হাত দুখানি মেলিয়া দিয়া কহিল—

"দেখ দেখি কেমন হয়েচে—"

বীণার আ-বাঁধা তার ঘা খাইলে বেসুরা ঝঙ্কারই তুলিয়া থাকে,—গোষ্ঠর সন্ধান-ব্যগ্র সন্দিগ্ধ মন শাঁখা দেখিয়া শোভায় মুগ্ধ হইল না, বাঁকা চোখে তীব্র দৃষ্টিতেই চাহিল—।

পাইল কোথা ? সম্বল তো সবই জানা !

চট করিয়া মনে পড়িল আবছা-দেখা লোকটাকে সুবল বলিয়াই মনে হইয়াছিল ; তবে শাঁখার গায়ে এখনও অস্পষ্ট হাতের ছাপ—ও সুবলের হাতের ছাপ বলিয়াই গোষ্ঠর প্রত্যয় জন্মিয়া গেল !

সে দামিনীর হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

দামিনীর লাজ-রক্তিম আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্ত্তে শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভিতরে রুগ্ন ছেলেটা একটা গভীর যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করিয়া উঠিল,—"উঃ—মা—গো—!"

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দিকে চলিল।

উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে চলিতে দুয়ারের চৌকাঠে হুঁচোট খাইল, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবার তাহার অবসর ছিল না ;—

সে আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল,—"কি হল, কি হল—ধন,—আজ যে ভাল ছিলে বাবা !"

—ছেলেটা ওই যে মা, মা বলিয়া ডাকিল,—ওই শেষ ডাক,—তারপর আর ডাকিল না !—

এমন একটা প্রবল জ্বর আসিল—যে কঙ্কালসার দেহ খানা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—নাভি হইতে বুক পর্যান্ত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া উঠে ;

—শীর্ণ হাতখানায় বুঝি অবশিষ্ট সব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেহের সকল আবরণ ঘুচাইতে চাহিল ;—যেন ওই তুলার আবরণ পাষাণের ভারে বুকে চাপিয়া বসিয়াছে।

.. বসিয়াছিল সে মরণ— ;

তিলে তিলে বিন্দুর পর বিন্দু ভার বাড়াইয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় দেহখানার সকল স্পন্দন নীরব করিয়া দিল।

দামিনী বুক চাপড়াইয়া মেঝের পরে আছাড় খাইয়া পড়িল : আর্ত্ত মাতৃ-কণ্ঠে মরণের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষিত হইয়া গেল :—নিশীথে নিস্তব্ধ পল্লীটার আকাশ বাতাস শিহরিয়া উঠিল।

গোষ্ঠ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী, তুই আমার ছেলে খেলি ; তোর পাপেই আমার ছেলে গেল :—সর্ব্বনাশী, ছেলের চেয়ে তোর সুবল বড় হ'ল, একজোড়া শাঁখা বেশী হল ?"

ওই একটা কথায় নারীর সন্তানের শোক পর্য্যন্ত মূক হইয়া গেল, —কে যেন বুকের 'পরে পাহাড় চাপাইয়া দিল !

অসাড় নিস্পন্দ পাষাণপিণ্ডের মত যেখানে পড়িয়া ছিল—সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল, মৃত সন্তানটাকে বুকে টানিয়া লইতে পর্য্যন্ত পারিল না !

রাঙা শাঁখা জোড়াটা অন্ধকারের মাঝেও আগুণের মত জ্বলিতেছিল,—না দামিনী মনের মাঝে জ্বলিতেছিল কে জানে—সহসা শাঁখা জোড়াটা আপন কপালে সজোরে ঠুকিয়া সে ভাঙিয়া দিল।

তারপর আবার অসাড় নিস্পন্দ !

শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসমাখানো—একটি মৃদু কথা বুঝি জোর করিয়াই বাহিরে আসিতেছিল—'মা,—উঃ—মাঃ—'

বাহিরে ঝরিতেছিল জল। বর্ষণমুখর শ্রাবণরজনীর ওই মৃদু কণ্ঠ ঘরের

দাওয়ায় গোষ্ঠর কাণ পর্য্যন্তই পৌছিতেছিল না,—তা পাড়া প্রতিবেশীর নিদ্রা-ভঙ্গ হয় কি করিয়া!

আসিল শুধু সাতু। দামিনীর প্রথম বুকভাঙ্গা আর্ত্তস্বর তাহার কাণে গিয়াছিল,—সে যখন আসিল তখন দামিনীর কান্না থামিয়া গিয়াছে—সে পাথরের মত পড়িয়া আছে।

আরও একজন আসিল,—সে সুবল।

সে সাতুরও আগে আসিয়াছিল—কিন্তু প্রবেশমুখেই উন্মত্ত গোষ্ঠর কথা কয়টা শুনিয়া আর ঘরে পশিতে সাহস করে নাই, ঘরের পিছনে ছাঁচতলায় দাড়াইয়া ছিল।

সাতু কহিল—"বৌ একটু কাঁদ্ কেন ভাই।"

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না ঠাকুরঝি,—আমিই খোকাকে মেরে ফেলেছি।"

বলিয়াই হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—নীরব রোদন—অশ্রুরই ধারা শুধু!

সাতু সান্ত্বনা দিল না,—দিবার প্রয়াসও করিল না।

কতক্ষণ পরে আবার দামিনী কহিল—"ঠাকুর ঝি,—জল হচ্চে বুঝি!"

সাতু কহিল—"আড়া-বিষ্টি জল,—মাঠ ঘাট ভেসে গেল। পুকুর গড়ে সব ভরে উঠেছে।"

দামিনী ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—"আমাদের গড়েও তবে ভরেচে!"

শঙ্কিত কণ্ঠে সাতু তিরস্কার করিল—"পোড়ারমুখী,—দাদার হাতে শেষে কি দড়ি পরাবি না কি—? ছি!"

তারপর সব চুপ, কথা যেন সব হারাইয়া গেল।

শুধু ক'টী প্রাণীর দুঃখদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস,—সে যেন শ্মশানের বুকে কঙ্কালের মালার মাঝ দিয়া বায়ুপ্রবাহ!

জীর্ণ কাঁথার 'পরে ছেলেটার শব !

শ্মশানখানা যেন ঘরের বুকেই প্রকট হইয়া উঠিল !

জীবন তাহা সহিতে পারে না,—দূরে সরাইয়া দিতেই হইবে !

আগে কহিল সাতু—"দাদা ছেলেটার তো একটা গতি করতে হবে—"

গোষ্ঠ কহে—"হ্যাঁ,—কিন্তু যে জল—;"

দামিনী কথা কহে না,—মা—হয়তো সন্তানের শব সবার শেষ পর্যন্ত বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে—কিন্তু অবশেষে তাহাকেও—তাহা ত্যাগ করিতে হইবেই—;

জীবন মরণের ভয়েই অস্থির, তার সান্নিধ্য সহিবে কেমনে ?

সাতু কহে—'পাড়ার ডাক,'—

বর্ষণের পানে আঙ্গুল দেখাইয়া গোষ্ঠ বলে—"বাইরেও কি হচ্ছে দেখছিস— ?"

—"তা ব'লে তো বাসী করে ফেলে রাখে না। দাঁড়াও আমি ডাকি—।"

সাতু উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল—"মহান্ত— !"

দামিনী ধীর দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"না—।"

গোষ্ঠ কহিল, "দাঁড়া আমি পাড়ায় ডাকি—"

সাতু কহিল,—"ডাকলেই আসবে ?—"

দামিনী কহিল—"আর কেউ আসবে না ?"

সাতু কহিল, "এলে ঐ আসবে ; এ জলে আর কেউ আসবে না"—

ততক্ষণে লোকটী আসিয়া পড়িয়াছে ; ভিজিতে ভিজিতে সুবল আসিয়া কহিল—"আমাকে ডাকছিলে—?"

ছেলেটা নষ্ট হয়েছে, তার গতিটা ক'রে দাও ভাই।"

—"আর কে যাবে ?"

—"দাদাই যাবে, আর কে যাবে বল— ? এস—নাও তুলে নাও— আর দেরী ক'র না— ।"

সুবল বিব্রত হইয়া কহিল—"তুমি এনে দাও—মায়ের কোল থেকে—"

সাতু কহিল—"এস তুমি ;—বৌ মরার মত প'ড়ে আছে এক পাশে— "

সুবল ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সত্য সত্যই দামিনী মরার মত পড়িয়া ।

তাহার চোখে জল আসিল ; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বিছানা শুদ্ধ ছেলেটিকে তুলিতেই চোখে পড়িল—কয়টা শাঁখাভাঙ্গা টুক্‌রা,—রাঙ্গা টক্‌টকে,—আগুনের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে যেন !

ধক্‌ধকে টুকরা কয়টা অঙ্গারের মত দাহে বিছানাটা ভেদ করিয়া তাহার অঙ্গ যেন পোড়াইয়া দিল !

ইচ্ছা করিল ওই মরা ছেলেটাকে দামিনীর বুকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়,—

বলে—"উপেক্ষার বিনিময়ে কি উপকার পাওয়া যায় !"

সাতু পিছন হইতে বলে—"নিয়ে যাও মহান্ত নিয়ে যাও,—মা কি ওই দেখ্‌তে পারে ?—বৌ কেমন করচে—"

সুবলের আর চিন্তার অবসর থাকে না—অন্ধকার বর্ষণমুখর শাঙণ রাতির—সেই তাণ্ডবের মাঝে শববুকে—সে ঝাঁপাইয়া পড়িল—

সাতু কহিল—"দাদা !"

গোষ্ঠ সুবলের পিছন ধরিয়া কহিল,—"চল মহান্ত !"

সাতু—দামিনীকে ঠেলা দিয়া কহিল—"বৌ,—বৌ,—বৌ,—"

উত্তর নাই ।

মুখে চোখে জলের ছাঁট দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সাতু কহিল— "জাগিস্ নে হতভাগী—আর জাগিস্ নে ।"

ভাগ্য নিষ্ঠুর, দামিনীর জুড়ান হয় না—সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া—জাগে ।

গোষ্ঠ ও সুবল রাস্তার জল ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে শ্মশানের দিকে চলিয়াছিল ;—

মাথার 'পরে অবিরাম বর্ষণ,—আর দুরন্ত বাতাস ;—হাড়ের ভিতর অব্ধি কণ কণ করিতেছিল।

খান বিশেক মাঠ পার হইয়াই আর পথ নাই,—মাঠ নাই—জল—শুধু জল,—আর জলপ্রবাহের একটা কল-কল্লোল !

সুবল কহিল—বাণ !

পায়ে কাঠকুটার মত কি সব ঠেকিতেছিল,—বিদ্যুৎচমকে সে গুলা চেনা যায় পোড়া কাঠ, আঙরার রাশি,—ওই যে একটা কঙ্কালও !

গোষ্ঠ কহিল—"শ্মশানে এসেচি না—কি মহান্ত ?"—

"না বাণের ঠেলে শশ্মানটা এগিয়ে এসেছে"—

কথাটা শেষ হয় না—ওইটুকু বলিয়া বক্তাও শিহরে—শ্রোতাও শিহরে।

সুবল আবার বলে—"তা হলে—"

স্বর বুঝিয়া গোষ্ঠ উত্তর দিল, "হ্যাঁ দাও—তা হ'লে এইখানেই ;—"

সুবল—নামিয়া গিয়া—বন্যার প্রবাহের মুখে শবটা ছাড়িয়া দেয়।

গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে—"যা—চলে যা,—তুই তো জুড়োলি ;—আমার বুকে জ্বলে চিতে জ্বলুক।"

ভাবুক বাউল উদাস সুরে গান ধরিল—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।"

গোষ্ঠ ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে কহে—

"শ্মশান তো বুকে বুকে, ঘরে ঘরে, কিন্তু মা আসে কই, নাচে কই মহান্ত ? ফাঁকি ওসব ফাঁকি—ও—স—ব মানুষের মন গড়া-কথা।"

দুঃখের দিনে চরম নগ্ন বাস্তবতার মাঝে মানুষের আশা প্রত্যাশা—আকাঙ্খা—সর্ব্বরিক্ত মন—পরম প্রত্যক্ষ সত্যের সন্ধান চায় ;—

যুগে যুগে—পিষ্ট দারিদ্র্য দেবতার সন্ধান পায় না—সে কয়—

"সব ফাঁকি—মানুষের রচা কথা ওসব।"

গোষ্ঠ আবার বলে—"এ—এইবার সবাই বুঝেছে,—সবাই বলবে দেখো"

ওই উপলব্ধিই হয় তো সত্য;—ওই বাণী বলিবার তরেই যেন বিশ্ব-মানবের অন্তর প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে!

মানুষ জন্মায় ক্ষুধা লইয়া, সে ক্ষুধা তার মরণ অবধি মেটে না; মরণেও তার লয় নাই; মানুষ মরে, অতৃপ্ত ক্ষুধা তার ধরণীর বুকে হা হা করিয়া বেড়ায়, তাহার পরপুরুষের বুকে আশ্রয় লয়—, এমনি করিয়া মানুষের ক্ষুধার আজ অন্ত নাই—!

দিনে দিনে সে অসহ, লোলুপ, তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে,—

আদি যুগে উদরের ক্ষুধার মানুষে মানুষের মাংস খাইয়াছে—আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটা জাতি অপর জাতির বুকের রক্ত অদৃশ্য শোষণে হরণ করে—আজ একটা মানুষেরই ক্ষুধা বোধ করি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করিয়াও মেটে না—; ক্ষুধার তাড়নায় একের অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নাই—; মানুষের ক্ষুধার তাড়নায়—যীশুর সাধনা আজ ধর্ম্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুশে নিস্পন্দ, ব্যর্থ;—বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক!

দিন দুই পর,—তখনও গোষ্ঠর চোখের কোল হইতে অশ্রুর রেখা মুছে নাই, তাহার দুয়ারের সম্মুখ দিয়া ঢোল পিটিয়া দত্ত গোষ্ঠর জমি দখল করিতে চলিল।

অপরিসীম শোকের রূক্ষতায় বুকটা হু হু করিতেছিল,—

তাহার উপর বঞ্চনার, প্রতারণার ক্ষোভে সেথা জাগিয়া উঠে বিপুল ক্রোধ,—সে যেন একটা ঘূর্ণী—;

আগুনের শিখা যেন পাক খাইয়া মাথার দিকে ছুটে ;—জ্ঞান বিবেচনার অবসর থাকে না ! গা ঝাড়া দিয়া গোষ্ঠ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, ত্রস্ত পদক্ষেপে এদিক ওদিক কি সন্ধান করিয়া ফেরে ·

চায় সে লাঠি—: —মেলে না।

সে ছুটিয়া গিয়া উঠে ঠিক পাশের গাঁয়ের ভল্লাপাড়ায়—রাম ভল্লার বাড়ী—।

রাম লাঠি খেলার ওস্তাদ ; সে জেল-খাটা দাগী, ভাল লোকে বলে সে—'ডাকাত' !

রাম বলে—"বলুক—, ভদ্দল্লোককে না মানলেই সে ডাকাত—! তা ডাকাত আমি।"

ঝড়ের মত গোষ্ঠ আসিয়া কহে—"ওস্তাদ, একগাছা লাঠি—"

কথা শেষ করিতে পারে না—বুকের মোটা মোটা পাঁজরাগুল দোপে—।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষটা, দেহে ভোগাল মাংস নাই, সব যেন হাড়—কিন্ত সেগুলা বাঁশের মত মোটা, বোধ করি লোহার মত শক্ত ; রাম বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

রাম জিজ্ঞাসাও করে না—কেন, কি বৃত্তান্ত ; নির্ব্বিকার ভাবে আঙ্গুল দেখাইয়া বলে—ওই মাচায় দেখ—।"

গোষ্ঠ মাচায় উঠিয়া লাঠি লইতে লইতে কহে—"শালা দত্ত ফাঁকি দিয় ডিক্রী ক'রে আমার জমি দখল করচে ওস্তাদ—"

রাম সেই নির্ব্বিকার ভাবে কহে—"দুনিয়াশুদ্ধ ওই হাল গোষ্ট স—ব—যে যার পারে কেড়ে নেয় ; স—ব ওই। একা আর ওর দো কি,—আর দোষই বা কার—; তুই আমি সবাই তো ওই চাই, তবে- নিই না—পয়সা নাই ব'লে। পারি'না ব'লে।"

সত্যই বুঝি এর তরে মানুষকে দায়ী করা যায় না—;

এ বুভুক্ষা যে তার সহজাত, এ ক্ষুধা তার জীবনের ধর্ম্ম—! তবে
য়ী কে ?

রাম বলে—"আমি দোষ দিই ভগমানের, চন্দ্রসূর্যিার মত বড় বড়
গখ নিয়ে সে দেখচে কি—; তার রাজ্যিতে এমন হয় কেন ?"

সত্য কথা, এর তরে দায়ী জীব-জগতের জীব-ধর্ম্মের স্রষ্টা যদি কেহ
াকে—সে ! শিল্পের খুঁতের তরে শিল্পী দায়ী,—শিল্প নয়; সে শুধু
ঙ্গহীন !

রামের মেয়ে হিমি গোষ্ঠর সমবয়সী, সে পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া
ন হইতে কহে—"লাঠি হাতে যে ? লাঠি কি করবে মোড়ল দা ?"

তিক্তস্বরে রাম কহে—"তোর মাথায় মারবে—লাঠি নিয়ে নাকি
টাছেলে কি করবে !"

কৌতুকে খিল খিল শব্দে হাসির কলরোল হিমির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল,—
ন্তু মুহূর্ত্তেই সে হাসি নীরব হইয়া গেল, যেন ঝর্ণা ঝরিতে ঝরিতে শুকাইয়া
ল।

গোষ্ঠ হিমির পানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—, তাহার সে রুক্ষ
,—চোখের কোলের ওই কাল রেখা দেখিয়া হিমির হাসির ঝর্ণা
াইয়া গেল; সে শিহরিয়া কহিল—"ও-কি মোড়ল-ভাই, এ-কি
ারা—!"

গোষ্ঠ লাঠিগাছটা মাটীতে ঠুকিয়া দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে করিতে
গ—"ছেলেটা পরশু রেতে গেল—।"

হিমি আর্ত্ত-স্বরে কহিল—"এঁ্যা—খোকা—!"

রাম ধমক দিয়া কহিল—"হিমি, প্যান্ প্যান্ এখন নয়,—পরে করবি;
৷ লাঠি হাতে করলে কাঁদতে নাই—। যা গোষ্ঠ বেরিয়ে-পড়্,—দেখ্—
'—যাব ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোষ্ঠ কহিল—"ওস্তাদ—বড় ভাল হয়—"

আর একগাছা লাঠি টানিয়া লইয়া রাম দাঁড়াইয়া কহিল—"চল্।"

রসিক দত্ত বাঁশের লগির মাথায় লাল পতাকা বাঁধিয়া গোষ্ঠর জমিতে পুঁতিয়া দখল লইতেছিল—'বাঁশগাড়ি' করিতেছিল! সঙ্গে জমিদারের নগদী, আদালতের পেয়াদা, নিজের রাখাল আর ঢুলী।

দত্ত মনে করে এই বাহিনীই তাহার বিশ্বজয় করিবে; সে বলেও—"জোর কি আমার রে—জোর আদালতের—।"

খাতকে কিছু বলে না—; কিন্তু ছেলের দল ছাড়ে না—উত্তর দেয়—"আর আদালত টাকার, তবে আর দত্তকে ঠেকায় কে—"

—'শুধু টাকায় হয় না ধন, মামলায় মাথা চাই—।' সঙ্গে সঙ্গে তাহার বকের মত লম্বা গলার 'পরে ছোট্ট টেকো মাথাটী টিক্‌টিকির মত নড়ে।

—"তা তোমার খুব আছে, বেরালের মত চোরা বুদ্ধি তোমার খুব;—'কাঁকুড় চুরি করা' ক'রে চাকলার জমিটা নিলে বাবা!. ম'রে যে কি হবে তুমি,—"

আর একজন বলে—"বেণে ম'রে জোনাক পোকা করে টিপির টিপ্—!"

কেউ বলে—"যখ্,—যখ্ হয়ে মাটীর তলায় বসে বসে টাকা গুণ্‌বে—।"

কেউ বলে—"বাদুড়, বাদুড়—উল্টোমুখ ক'রে গাছে ঝুলবে—।"

কেউ বলে—"সে তো ফিরে জন্মালে; যমপুরীর কথা বল—সেই গরম তেলে—ছ্যাঁক কল্-কল্; তবে তো চামড়া উঠবে—"

দত্তর ভয় এইখানে—; গরম তেলের নামে লম্বা লিক্ লিকে শরীরখানা আহত সরীসৃপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে,—গায়ে কাঁটা দেয়,—সে তাড়াতাড়ি বলে—"ও হাসি তাম্‌সা নয় বাবা, হাসি তাম্‌সা নয়,—ছাড়ান্ দাও, ছাড়ান দাও—।"

কেউ বলে—"নয়ই তো—এতো শাস্ত্রের কথা, খোদ বেদব্যাস—"

দত্ত তাড়াতাড়ি পথ ধরিয়া কহে—"যাস্, যাস্, তামাক খাওয়াব, ভাল তামাক খাওয়াব, কাষ্টগড়ার—আট আনা সের—আট আনা সের—।"

একটা ছেলে পিছন হইতে এক আঁজলা জল দত্তর গায়ে ছিটাইয়া দিয়া কহে—"ছ্যাঁক—কল্-কল্।"

দত্ত আতঙ্কে লাফাইয়া উঠে—"ইরেঃ—বা—বা!"

দত্তর মন দমে,—কিন্তু ক্ষুধা কমে না,—সে বাড়িয়াই চলে।

আদালতের পেয়াদা কহে—"কই দত্ত নিশেন দেবে কে—?"

—"খোদ জমিদারের নগদী। কইরে কতদূর আর?"

নগদী কহে—"হুই—ওঃ, বেঁকী লম্বা ফালি খানার উতোর মাথায়—হুই—আঠারো কাঠা বাকুড়ি—কস্ কসে কাল ধান—;"

ঢুলিটা ঢোল পিটিয়া উঠে—ডুগ্—ডুগ্!

দত্ত তাড়া দেয়—"মলোরে বেটা মুচির ডিম্—, ঢোল পিটতে লাগলি যে? ঢোল গলায় ঝুলিয়ে এসেছিস ঝুলিয়ে চল, আসবার সময় গাঁয়ে একবার পিটেছিস্—যাবার সময় একবার দুঘা, বাস্ আইন রক্ষে—।"

গোপনের একটা অজ্ঞাত প্রয়াস কেমন আপনি আসে; মানুষের মনতো, বুকে একটু অপহরণের লজ্জাও জাগে, তারই তরে উচ্চধ্বনিতে অধিকার ঘোষণা করিতে বোধ করি কেমন কেমন লাগে।

দত্ত বলে—"হাঁ রে গোবিন্দে, জোলের সেই চার বিঘে বাকুড়ি—সেথায় চল না আগে—"

নগদী বলে—"চার বিঘে বাকুড়ি তো গোষ্ঠর নয়, ও তো দেবেন্দ্র পালের,—তারই ওপরে-গোষ্ঠর বারো কাঠা একখানা।"

—"এ্যাঁ ওটা গোষ্ঠর নয়? ওই বাকুড়ির তরেই তো তোমার এত আটু বাটু; বলিস্ কি? না না তুই জানিস্ না, ও গোষ্ঠরই বটে।

—"তবে দাওগা তুমি ওই জমিতেই বাঁশ গেড়ে; তোমার তো কাজই ওই—"

দত্ত খিঁচাইয়া উঠে—"উঃ বেটা আমার ধর্ম্মপুত্তু যুধিষ্ঠির রে—।"

—সহসা একটা ভীষণ রুদ্র গর্জ্জনে সব কয়টা লোক চমকিয়া উঠে; উঠিবারই কথা, এমন হাঁক মানুষের কণ্ঠনালী দিয়া বাহির হয় না।

সব চারিদিকে তাকায়, দুইটা লোক তীরের মত মাঠের পথে ছুটিয়া আসিতেছে, হাতে লাঠী, আর কণ্ঠে ওই হাঁক। ঢোলটা বগলে চাপিয়া মুচিটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে, সঙ্গে সঙ্গে দত্তর রাখালটা, তাহার পিছনে পিছনে জমিদারের নগদী;—

সে বলিয়া যায়—"পালাও দত্ত পালাও, গোষ্ঠ আর রাম ভল্লা, দাগী ডাকাত—পালাও—"

আর সে কি বলে, শুনিতে পাওয়া যায় না।

দত্তর সম্মুখের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—আদালতের পেয়াদা, ঝপ্ করিয়া পাশের জমিতে লাফাইয়া পড়িয়া দত্ত কাদায় কাদায় ছুটে। বকের মত লম্বা পায়ে ধানের পাতা জড়াইয়া জমির কাদায় জলে দত্ত পড়িয়া গেল; উঠিবার অবকাশ হইল না, পাঁকে জলে পাঁকাল মাছের মতই বেচারী হাঁপাল মারিয়া চলিতে চায়। বহু ব্যগ্রতায় উঠিয়া আবার ছুটে; মুখের একপাশে কাদা লেপিয়া গিয়াছে, চোখে কাদা দেখিতেও পায় না, মুখে কাদা থু—থু করিয়া ফেলিতে ফেলিতে ছুটে—"দেখব শালাকে থু—, এমন কাণ্ড —থু—আদালতের হুকুম,—এ্যাঃ থু—থু—, গোবর—না—কি—আর কিছু—এ্যা—হ্যা—হ্যা—থু—থু।—যাঃ শালা ছোট খুলে গেল।"

বিপদের উপর বিপদ। জলে কাদায় ভারী কাপড় লিকলিকে কোমরে থাকে না, কাছা খুলিয়া যায়—বেচারী দুই হাতে কোমরের কাপড় চাপিয়া ধরিয়া ছুটে, ওদিকে ভিজে কাপড়ে পায়ে পা জড়ায়, শেষে দত্ত কাপড় বগলে পুরিয়া ছুটে।

রাম ভল্লা হা হা করিয়া হাসিয়া সারা; পুত্রশোকের মাঝেও গোষ্ঠর হাসি পায়।

ওস্তাদ কহিল—"তারপর, এইবার জমিদারের পালা, পারবি সামলাতে? না পারিস তো সরে যা কোথাও।"

গোষ্ঠ কহে—"তুমি—!"

—"আমার কথা ছাড়, আমি ভিন্ গাঁয়ের; তার ওপর লোকে শুধু তো আমাদিগে ঘেন্নাই করে না—ভয়ও করে। তা হলেও আমিও দুদিন সরব, হিমিকে নিয়ে জামাই-এর বাড়ী যাব।"

—"তাই দেখি—।" কণ্ঠটা কেমন হতাশায় হিম, তাহার উত্তেজনা শীতল হইয়া আসে।

আকাশপাতাল ভাবে—যাইবে কোথায়?

রাম কহে—"ভাবচিস কি? না হয় গাঁ থেকে চলে যাবি। বলে না—সেই, 'সমুদ্দে পাতিয়া শয্যা শিশিরে হল ভয়'; তোর হ'ল সেই বিত্তান্ত।"

গোষ্ঠ তবু নীরব,—সে ভাবে।

রাম কহে—"আর কি নিয়েই বা থাকবি গাঁয়ে, মেমোতাই বা কিসের তোর? জমিত তোর যাবেই, যমে ছুঁলে আঠারো ঘা,—তা এ-তো মহাযম।"

—"তবু ওস্তাদ, গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।"

—"তা হ'লে বাবা আমার মত হতে হবে, বুকের পাটা, আর হাতের লাঠি এই আশ্রয়, এই ছাড়া উপায় নাই।"

—"তাই—তাই হবে ওস্তাদ।"

গ্রামপ্রবেশমুখে ও পাড়ার নবীন মোড়ল কহে—"গোষ্ঠ—পঞ্চাশ টাকা।"

—"কি ?"

—"জরিমানা, গোমস্তা করেচে—। আবার শেয়াল বেটা জমিদারের বাড়ী ডাকাত যাবে। তা দিলি দিলি বেটার বগের মত ঠ্যাং দুটো সেরে দিতে নারলি ? উই—উই যে বেটা, আড়ে আড়ে সরচে। ও—দত্ত—দত্ত—দত্ত—।"

আবার বুকটা কেমন দমিয়া যায়, গোষ্ঠ বাড়ী আসিয়া সদর দরজায় খিল আঁটে।

—চৈত্রের ঘূর্ণী ক্ষীণজীবী যে ; আকাশ বাতাস ধরণী সব আগুন না হইলে ঝড় পরমায়ু পাইবে কোথা ?

শ্রাবণ গগনে মেঘ যেন পাগল হইয়া উঠিল।

বর্ষণ-মুখর মেঘলা দিনে মন আরও উদাস হইয়া উঠে, শোকাহত দুইটী প্রাণীর দিন নীরবে অতি দীর্ঘ হইয়া কাটে।

দামিনী ঘরের মাঝে, গোষ্ঠ দাওয়ায় ; খাওয়ার উদ্যোগ পর্য্যন্ত নাই—বুভুক্ষা পর্য্যন্ত যেন মূক হইয়া গিয়াছে।

তারাহীন মেঘাচ্ছন্ন তামসী রাতি, দীপহীন গৃহ, সেও অমনি ধারায় কাটে।

তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাঝে মেঘ ডাকে, গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে—

দুয়ারে কে ঘা মারে না ? ভ্রম ভাঙিলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দুয়ারে ঘা পড়িল ; প্রভাত না হইতে জীর্ণ দ্বার সবল দন্ত-ভরা আঘাতে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, মোটা গলায় হাঁক আসে—"গোট্যা,—আরে এ গোট্যা—হারামজাদা, বদমাস—।"

প্রভাতের তন্দ্রা, সদ্য-যাওয়া ছেলেটার স্মৃতি—স্বপ্নে-দেখা তার কচি মুখ, শোক—শক্তি সব যেন ঝড়ো হাওয়ায় ফুলঝরার মত ঝরিয়া পড়িল, গোষ্ঠ বিহ্বলের মত বলিয়া উঠিল—"জমিদারের প্যায়দা; আমাকে ধরতে এসেছে।"

দামিনী নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না, ছেলে যাওয়ার চেয়েও যেন বড় বিপদের আশঙ্কায় বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল।

দুয়ারে আরও জোরে ঘা পড়িল—"শূয়ারকি বাচ্চা,—খোল কেঁয়াড়ী—।"

গোষ্ঠ অস্থির হইয়া উঠিল, মনে পড়িল হাতের 'পরে ইঁট, নাল-মারা জুতা, বুকের 'পরে কাঠ—ওঃ নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে যে!

আবার খাজনা, তাও বাকী, মনে পড়ে খাজনা, গামলী চাঁদা, সেস, সুদ, চেকের দাম, নজরাণা, তলবানা, তহুরী, আমলা খরচ, থিয়েটার-বৃত্তি!

বাবের আর অন্ত নাই, সে বাবের এক কাণাকড়িরও মাপ নাই। সব লোলুপ গ্রাসে হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, অনন্ত ক্ষুধায় শ্মশানের কুকুরগুলার মতই জিভগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, লালসায় উষ্ণবিষের মত লালা গড়াইতেছে!

গোষ্ঠর দেহের হাড়গুলা অবধি কন্ কন্ করিয়া উঠিল, উঃ! এতগুলা তীক্ষ্ণ হিংস্র দন্তপাটীতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে!

সে ত্বরিত পদে খিড়কীর দুয়ারপানে ছুটিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ব'লো ঘরে নাই, কোথা জানি না।"

মায়ের বুকেও সন্তান যাওয়ার বিপুল বেদনা উপিয়া গিয়া আশঙ্কার মেঘ—গুর গুর করিয়া ডাকিয়া উঠিল!—

দামিনী ধড়-ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ততক্ষণে অতি সন্তর্পণে খিড়কীর দুয়ার খোলার শব্দ উঠিল।

দামিনী চীৎকার করিয়া ডাকিতে যাইতেছিল—"ওগো!"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জীর্ণ দুয়ার খানা মড় মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে দরজা মাড়াইয়া ঘরে ঢুকিল জমিদারের খোট্টা চাপড়াশী।

বিভীষণ হিংস্র চেহারা,—মুখ খানা হইতে দেহের কাঠামো পর্য্যন্ত হিংস্র বুলডগের মতো—মুখ খানা থ্যাবলা, দেহখানা বেঁটে বেঁটে, গিঁঠ গিঁঠ পায়ের বাঁশী দুপাশে বাঁকা বাঁকা।

গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত ওই কুকুর গুলার মত মোটা বীভৎস !

সে বলিতেছিল—"লুকইয়ে রহবি, লুকইয়ে বাঁচবি শালা—হাঁড়ি পাকড়কে লুকইয়ে বাঁচবি—মতলব—; তেরি···।"

বলিতে বলিতে সে সটান ঘরে ঢুকিয়া চারিদিক দেখে—

কাঁথা, বিছানা, বালিশ উল্টাইয়া দেয়,—মাচার জিনিষগুলা টানিয়া নীচে ফেলে,—লাঠীর ডগায় হাঁড়ি উল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া ঘরখানাকে তছ্‌নছ্ করিয়া ফেলে।

—"আরে—এ শালা তব্ গেইলো—কু-থা ; ভাগলো—না কা— ?"

কণ্ঠে তাহার যেন লুকোচুরী খেলার কৌতুক ঝরিতেছিল।

দামিনী এই অবসরে উঠানে নামিয়া কোথায় যাইবে ভাবিতেছিল, সহসা পিছন হইতে খোট্টাটা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল—

"···তুহ—ভি ভাগবি মতলব,—তোকৃরাকে হামি লিয়ে যাবে কচহারী, —চল্— ।"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে জিভ বাহির করিয়া আগাইয়া আসে,— শ্মশানের কুকুরগুলা ঠিক অমনি ভাবেই লোল জিহ্বায় কোলাহল করিতে করিতে শবগুলার পানে আগাইয়া যায়—।

কঙ্কালের মধ্যে যেটুকু জীবনের অবশেষ অশেষ কষ্টে বাঁচিয়া থাকে,—সেই টুকুই চীৎকার করিয়া উঠে,—যতটুকু শক্তি তাহার থাকে, নিঃশেষে প্রয়োগ করিয়া ছুটে।

কোথায় ?—কোনদিকে ?

পথ-হারা নারী—গোষ্ঠর পদরেখা ধরিয়া খিড়কীর পানেই ছুটিল।

দুর্ব্বলা—অন্নহারা নারী—তাহার গতি—কতটুক্, ওই হিংস্র জানোয়ারটার সলম্ফ অনুসরণের কাছে কতক্ষণ ?

খিড়কীর ঘাটের কাছেই খোট্টার বীভৎস হাসিটা ঠিক কাণের কাছেই বাজিয়া উঠিল ; উপায়হীনা দামিনী সুবলের ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল ;—

প্রাণের দায়ে মানের জ্ঞান হাজারকরা একটা লোকেরও থাকে কিনা সন্দেহ ;—

সকল সংসার ডুবিয়া যায় ;—জীব জীবধর্ম্ম লইয়া জাগে সেখানে। খোট্টার ভয়ে—দামিনী মানমর্য্যাদা সব ভুলিয়া সুবলকে সবলে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"মহান্ত, আমাকে বাঁচাও।—"

সুবল—সকল হিয়া উজাড় করিয়া দিল—

"ভয়—কি, ভয় কি ?"

ওদিকে খোট্টাটা দাঁড়াইয়া—হিহি করিয়া হাসিতেছিল, আর কহিতেছিল—

"হামরাকে ধরগো, হামরাকে ধর—ঐ সিন করকে হামরাকে ছাতি পর আ যাও,—ডর কুছ রহবে না—।"

ওই একটা কথায় স্থান কাল পাত্র সমস্তটার রূপ পাল্টাইয়া যায় ;— শুধু বাহিরের নয়—অন্তরের মাঝেও আর একটা পর্দ্দা খুলিয়া যায়— হৃদয়ের সমস্ত কদর্য্যতা অস্থির হইয়া উঠে !

দামিনী সুবলকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায় ; সুবলের বুকের ভিতরটা একটা উদ্দাম ক্ষুধায় তোলপাড় করিয়া উঠে ;—

দামিনীর অঙ্গের ওই কোমল স্পর্শ শিরায় শিরায় আগুন ধরাইয়া দেয় !

সে খোট্টাকে কহে—"মেয়ে মানুষকে···।"

—"আর মেইয়া মানুষ,—ওক্‌রাকে হামি জরুর লিয়ে যাবে—ওক্‌রা ভাতারকে জর্‌মানা—কৌন দিবে ?—উ শালা ভাগিয়েসে—তো একরাকে হামি লিয়ে যাবে—।"

"দামিনী অস্থির হইয়া উঠে—।

সুবলও জরিমানার টাকা কয়টা দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে—

এ যেন দামিনীকে কিনিবার একটা সুযোগ—

খোট্টাকে একটা টাকা দিয়া সে কহিল—"চলো সিংজী—ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি দিয়ে আসচি ; কত জরিমানা—?"

টাকাটা বাজাইতে বাজাইতে খোট্টা কহে—"পচাশ, পচাশ রূপইয়া, কৌড়ি না কম। আরও খাজনা—উ অভি—পচিশ তিশ্ হোগা—।"

আর সে তাগিদ করে না,—হাসিমুখে চলিয়া যায়।

ঠিক যেমন চীৎকার-রত কুকুরকে—এক টুকরা হাড় ছুড়িয়া দিলে সকল রব বন্ধ করিয়া হাড়মুখে রাস্তা ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে।

দামিনী কহিল "টাকা তো নাই মহান্ত—!"

সুবল সলজ্জ অস্থির ভাবে কহিল—"তার জন্যে তু—তুমি ভেবো না,—"

"তা—তা সে কথা কি কাউকে বলে ?" বলিয়া সে লজ্জায় রাঙা হইয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পাপ,—সাপের মতই তার প্রকৃতি, গোপনতার মধ্যে তার বাস, তাই মানুষ গোপনতার আড়ালে যে ক্রিয়া দেখে তাহাকেই পাপ বলিয়া সন্দেহ করে ;—

দামিনীও সুবলের এই টাকা দেওয়ার সত্য গোপনের প্রয়াসে পাপের ছাপই দেখিতে পাইল ;—দুনিয়ার দয়াধর্ম্ম সব যেন বীভৎস কুৎসিত কালিতে কালো হইয়া গেল।

বুকখানা কেমন অস্থির হইয়া উঠে, বিনিময়ে সে যে দিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না!—

তবে?—!

নিরুপায় মন বলিয়া উঠে, তবে আর কি—এতো ঋণ লওয়া হইল না, সেদিনের মত তুইটী টাকার দাদনও এ নয়—এ দাম, দাম, তোমার দাম—বিকাইলে, তুমি বিকাইলে!

দামিনী যেন উন্মাদ হইয়া উঠিল,—সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"না—না—না—মহান্ত—না।"

কিন্তু কোথায় মহান্ত,—সে তখন চলিয়া গিয়াছে।

দামিনী ছুটিল—"না—না—মহান্ত—না—!" খিড়কির ঘাটে আসিয়াও দেখিল সুবল নাই;—দামিনীর ইচ্ছা হইল…ওই আকণ্ঠ ভরা ডোবাটার বুকে লুকায়—!

কিন্তু কে-যেন পিছন হইতে টান দিয়া কহিল,—"বিকাইয়াছ যে!"

দামিনী বিহ্বলার মত ফিরিতেই দেখিল আঁচল টানিয়া সাতু—!

—"ছিঃ—বৌ!"

দামিনীর বুকখানা গুর গুর করিয়া উঠিল;—

সাতু ছি ছিকার করে কেন? তবে কি এই বিকিকিনির কাহিনী—,

দামিনীর বাক্য ফুটিল না,—সাতুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল,—বিহ্বল দৃষ্টি।

সাতু কহিল—"ছি—বৌ, দাদার কি সর্ব্বনাশই করবি, হাতে দড়িই দিবি? গাছের সব ফল কটাই কি থাকে? ভাগ্যে আমি গলা শুনে এসেছিলাম, নইলে কি হ'ত বল দেখি? ভগবান রক্ষে করেন, কাল থেকে আমি ও-পাড়ার মাসীর বাড়ীতে ছিলাম,—এসে কেবল বাড়ীতে পা দিয়েছি

আর শুনি মা—মা—বলে তুই চেঁচাচ্ছিস্। সব্বনাশ,—সব্বনাশ! আয় ঘর আয়,—বুক বাঁধ সব হবে, আবার হবে ;—”

দামিনী সাতুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল—“কি—হবে ঠাকুর-ঝি—?”

মাথায় হাত বুলাইয়া সাতু কহিল—“হবে আবার কি,—সব হবে, একবার যখন কোঁক্ ফলেচে—তখন আবার হবে, খোকা তোর বেড়াতে গিয়েচে—। নে, বুক বাঁধ সব হবে। ও—মা,—চুলে যে জট পড়েচে—লো, আয় দেখি চুল কুঁড়ুলে দি,—ব’স্—।”

চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া ফাঁস ভাঙিতে ভাঙিতে সাতু গল্প করে, দামিনীর কিন্তু কানে যায় না,—সে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে।

সাতু যাইবার সময় কহে—“এই নে, এ দুগাছা রাখ, ভাল কাজে দিস্, তার ভাল হবে, না হয় মা ষষ্ঠীকে নোটন গড়িয়ে দিস্, সেদিন আমি নিয়ে রেখেছিলাম।” ছেলেটার সেই জীর্ণ বালা দুইগাছা! সাতু দামিনীর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া যায়।

এদিকে আকাশে বুঝি ভাঙন ধরে,—ঝর ঝর অবিরাম ধারা—!

দামিনী আশ্বাসে বুক বাঁধিতে চায়,—কিন্তু বাঁধা যায় না! উপায়ের বাঁধ পাইলে তো নিরুপায়ের ভাঙন বাঁধা যায়,—কিন্তু উপায় যে দামিনী পায় না। মনে হয় স্বামী শোধ দিবে—!

পরক্ষণেই মনে পড়ে, কাবুলীর ভয়ে ঘরে খিল দেওয়া, সন্তানের চিকিৎসার সম্বল মহাজনের হাতে সঁপিয়া দেওয়া, জমিদারের ভয়ে পালানো,—হতাশের ভাঙন দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়—!

মনে হয়, সুবল আসিয়া হয় তো···,—দামিনীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে চায়,—কিন্তু সে শক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া গেছে।—

খুট্—খট্—!

বুকের স্পন্দন বুঝি নিস্পন্দ হইয়া গেল,—বুঝি সে আসিল—!

অতিকষ্টে ফিরিয়া দেখে, কাকটা ঘর-নিকানো পেলেটার কানায় বসিয়া সেটা উল্টাইয়া দিল—!

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বুকখানাকে হাল্কা করিয়া দেয়!—আঃ—! চিন্তায় চিন্তায় চিন্তার বস্তু হারাইয়া যায়,—লক্ষ্যশূন্য একাগ্রদৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকে।

আবার শব্দ হয়,—দামিনী চমকিয়া যেন জাগিয়া উঠে, এবার রোঁয়া ওঠা শীর্ণ কুকুরটা ঘরে ঢুকিয়া গিন্নিপনা করিতেছে দেখা যায়! মর্ম্মদাহী চিন্তার গুমোটের মাঝে স্বস্তির বাধা পাইয়া দামিনী যেন বাঁচিয়া যায়, যতক্ষণ পারে অবসরটুকু ধরিয়া রাখিতে চায়,—

কুকুরটাকে তাড়ায়—"দূর্ দূর্!"

পরমুহূর্ত্তেই আবার চিন্তায় ডুবিয়া যায়, কুকুরটা বাহির হইল কি না— সে খেয়াল আর থাকে না—।

ওই বাধার ক্ষণটুকু জলমগ্নের প্রাণপণে মাথা তুলিয়া নিঃশ্বাস নওয়ার মতই ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণের পাখায় সময় চলে, সে বোধও নারীটীর থাকে না!

আবার শব্দ হয়,—এবার সত্য সত্যই সুবল আসিয়া দাঁড়ায়; অস্থির ভঙ্গী, দৃষ্টি—কেমন!

সমস্ত শরীর দামিনীর কেমন করিয়া উঠে—।

সুবল কহিল—"দিয়ে এলাম—।"

উত্তর জুয়ায় না, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ, একটা কাজ পাইবার তরে দামিনী ব্যাকুল হইয়া উঠে—!

—"এই রসিদ।"—একখানা কাগজ সুবল নামাইয়া দেয়!

দামিনীর হাত যেন অবশ, কাগজখানা পড়িয়াই রহিল।

তবুও যে সুবল যায় না?

তবে— ?

বিনিময়— চাহিবে,— দাম দিয়াছে—দেহ চাহিবে।

"—বৌ,—।" সুবলেরও কথা জুয়ায় না,—কানের পাশ দিয়া আগুন ছুটে, বুকের ভিতরটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটে।

"বৌ,"—এবার সুবল দামিনীর হাতখানা চাপিয়া ধরে, সুবলের হাতে যেন আগুন ছুটিতেছে, আর এ যেন হিম, অহল্যার দেহ বুঝি পাষাণ হইতে সুরু করিয়াছে।

তবু দামিনী অস্থির চঞ্চল কণ্ঠে কহিল—

"তোমার পায় পড়ি—এখন যাও।"

সুবল বেত্রাহতের মত পলাইয়া গেল—।

সুবল গেল কিন্তু সুবলের অস্তিত্বের আভাষ গেল না ; ওবাড়ীতে খুট শব্দ হয়, অস্থির পদশব্দে তাহার বুকের কথা দামিনীর কানে বাজে।

সে শব্দ খিড়কীর দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া আসে—, কখনও গোষ্ঠর বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত—আবার ফিরিয়া যায়।

এমনি সারাটা দিন—, সন্ধ্যায়ও তাহার বিরাম নাই।

গ্রাম নিশুতি হইয়া আসিল—, পদশব্দ আরও আগাইয়া আসে, রাত্রি অন্ধকার—, দামিনী কাঠের মত বসিয়া,—

নীরবে দুইখানা হাত দামিনীর হিমানী-শীতল দেহখানা জড়াইয়া ধরিল, সর্ব্ব শরীরে সে যেন ক্লেদাক্ত সরীসৃপের স্পর্শ,—নারী-দেহখানা আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিল—!

* * * *

রাত্রি শেষ হইয়া আসে, দামিনী তেমনি নিঃস্পন্দ বসিয়া।

কিন্তু অন্ধকার যত তরল হইয়া আসে, দামিনী তত অস্থির হইয়া উঠে, মাটীর বুকে লুকাইতে সাপের গর্ত্তের মত একটা গর্ত্ত খোঁজে, স্যাঁত্‌সেঁতে,

ময়লা, ছোট,—কিম্বা এই রাত্রিটা যদি প্রভাত না হয়, এই অন্ধকার যদি বৎসর, যুগ, না—প্রলয়ান্তব্যাপী হয়!

আঃ—তাহা হইলে বাঁচে সে—! .

সম্মুখেই সেই কাগজখানা পড়িয়া, সুবলের দেওয়া সেই রসিদটা, সেটা সে স্পর্শ করিতে পারে না। একদৃষ্টে দেখে ;—

মনে হয় ওই কাল কাল গুটী গুটী দাগের মধ্যে তাহার ওই ইতিহাস লেখা আছে ;—

শরীর মন শিহরিয়া উঠে—!

আবার কাহার টিপিয়া টিপিয়া পা ফেলার শব্দ হয় ; দামিনীর বুকে আর উদ্বেগ জাগে না—।

"বাবা—যে—বান্। কে ?—"

শ্বেত বস্ত্রাবৃতা দামিনীকে দেখিয়া গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে ; তারপর চিনিয়া কয়—"ও—তুমি—! খোট্টা আর আসে নাই ?"

দামিনী কথা কয় না ;

একবার মনে হয় ওই রসিদখানা আগাইয়া দেয়,—চীৎকার করিয়া অভয় দেয়—ভয় নাই ভীরু—ভয় নাই!

আবার নিজেরই ভয় হয়,—অতি যত্নে কাগজখানাও লুকাইয়া ফেলিতে ব্যগ্রতা জাগে ; কিন্তু দুইটার একটাও হয় না, কাগজখানা স্পর্শ করিতে পারে না ;—অন্তরের অহল্যা বুঝি পাষাণই হইয়াই গেছে!

গোষ্ঠ কয়, "যে বান্,—গাঁ ঢুকল ব'লে।"

ক্ষণপরে আবার কহে—"আর গাঁয়ের পিতুল নাই, বানের আগে শ্মশান এসে গাঁয়ে ঢুকচে—।"

ব্যগ্রভাবে দামিনী প্রশ্ন করে,—"আর কত দেরী ?"

প্রশ্নটার তাৎপর্য্য গোষ্ঠ বুঝিতে পারে না,—দামিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকে।

আবার বর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে এলো মেলো ক্ষ্যাপা হাওয়া।

পশ্চিমের দিগন্তে বুঝি কোন ঘুমন্ত সুবিশাল অজগর সদ্য জাগিয়া ধরণীগ্রাসে আগাইয়া আসিতেছে ;—

কাল মেঘের বুক চিরিয়া তার রক্ত জিহ্বা ঘন ঘন লক্ লক্ করে ; সমস্ত সৃষ্টিটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে ;—আকাশ-স্পর্শী বৃক্ষশীর্ষ, তার বিষ নিঃশ্বাসে মাথা আছড়াইয়া মরে ;—উচ্চ গৃহচুড়ের পাশ দিয়া সে নিঃশ্বাস গর্জ্জিয়া যায়—গোঁ—গোঁ,—পাষাণ পুরীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত চাড় খাইয়া চড় চড় করিয়া উঠে! বৃষ্টির ছাঁট—হাওয়ার দাপটে অসহ তীক্ষ্ণ, সে যেন বিষের ছিটা,—মৃত্যুর হিমানী মাখা!

দাওয়ার উপর এমনি একটা দাপটে গোষ্ঠ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে—"ঘরে এসগো, ঘরে এস।"

দামিনীর এ প্রলয় তাণ্ডবে কেমন একটা উল্লাস জাগে—সে কথা কহিল না,—শুধু সমস্ত অন্তর উন্মুখ করিয়া ওই প্রলয় লীলার উন্মত্ত আলিঙ্গনের মাঝে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিতেছিল।

ঘরখানার চালের পাশ দিয়া আবার একটা প্রবাহ বহিয়া যায়,—সে বিষ নিঃশ্বাসে ঘরখানার হাড় পাঁজরা মড় মড় করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে,—চাল করিয়া উঠে মচ্ মচ্।

গোষ্ঠ শিহরিয়া ত্রস্তভাবে কহে—"পিঁড়েখানটা কই গো, পিঁড়েখানটা পবন দেবতাকে বসতে পেতে দি উঠোনে।"

পিঁড়িখানা গোষ্ঠ উঠানে পাতিয়া দেয়,—"শান্ত হয়ে ব'স ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স!

দেবতা শান্ত হয় না ;—আবার ঝড় গোঙায়,—দামিনীর পাশ হইতে রসিদখানা ঝড়ে উড়িয়া যায় ;—

দামিনীর বুকখানা কত হাল্কা হইয়া উঠে— !

গোষ্ঠ আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে—

"হে ভগবান—রক্ষে কর প্রভু, রক্ষে কর ।—"

আবার কহে—

"ডাকগো—ভগবানকে—ডাকো এ সঙ্কটে— ।"

—"না ।" অতি স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠস্বর ।

গোষ্ঠ হতভম্বের মত দামিনীর পানে তাকাইয়া কহে—

"ক্যানে—?"

—"কি হবে ডেকে— ?"

প্রশ্নের উত্তর নাই, নির্ব্বাক বিস্মিত নেত্রে গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায় ; বৃষ্টির দাপট স্বামী স্ত্রীকে ভিজাইয়া, দাওয়ার দেওয়াল পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দেয়, গোষ্ঠ ত্রস্ত শিশুর মত ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসে,—দামিনীকেও ডাকে—

"এসো—এসো—ঘরকে এসগো—।"

দামিনী কথাও কহিল না, উঠিলও না, বসিয়াই রহিল ।

গোষ্ঠ এবার বিরক্ত হইয়া কহিল—"তোমার হ'ল কি বল দেখি ? দুঃখ কি আমার হয় নাই—না—কি— ? তোমার একারই হয়েচে ?"

দামিনী উন্মাদের মত কহে—"কত দুখ, কত দুখ তোমার হয়েচে, মরতে মন হয় তোমার, হয়—?"

হা—হা—করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে তাহার ; ওপাশ হইতে একটা বিপুল আর্ত্তনাদ—সাথে সাথে মানুষের ভয়ার্ত্ত চীৎকার ; ওই চীৎকারে তাহার সম্বিত আবার ফিরিয়া আসে ।

বুকের মানুষটী একেবারে মরে না ;—

দেহের কষ্টে, মরণের ভয়ে যে গোষ্ঠ শিশুর মত চারিখানা দেওয়ালের ভিতর মাটী-মায়ের কোল খুঁজিতেছিল,– সেও ওই বিপুল্ আর্ত্তনাদে ছুটিয়া গিয়া বাহির দুয়ারে দাঁড়ায়।

বৃষ্টির আবরণ ভেদিয়া সকল শক্তিপ্রয়োগে তীব্র বিস্ফারিত দৃষ্টি হানে ; সব আবরিত করিয়া বর্ষার শুভ্র ধারা, কিছু দেখা যায় না—।

আন্দাজ করিয়া কয়—"কার ঘর উড়ল,—টীনের শব্দ—টীনের ঘর—!" কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গীতে আর সে কাতরতা নাই, পরের অবস্থা দেখিয়া সেও যেন প্রস্তুত হইয়া উঠিল—;

সে নিজের ঘরের পানে তাকায়,—ঘরখানা একবার একবার ঝড়ের বেগে দেওয়াল ছাড়িয়া উঠে।

বাহির পথ হইতে হাঁক আসে—

"এ গুষ্টা—গুষ্টা—।"

জমিদারের খোট্টা চাপড়াশী।

মুহূর্ত্ত পরেই ভাঙা দুয়ার দিয়া খোট্টা আসিয়া গোষ্ঠর হাতে ধরিয়া টানে—

"আ—য়ো– কোদারী লে-কে আয়ো—, কচহারী মে বান উঠিয়েসে—"

জমিদারের ভয়ের চেয়ে ভীষণতর ভয় গোষ্ঠর সম্মুখে, সে তাহারই তরে বুক বাঁধিতেছিল—;

আজ খোট্টার রক্ত আঁখি তাহার তুচ্ছ ঠেকিল,—সে হাত টানিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল—"আর আমার ঘর উড়ুক,—ঘর সংসার ডুবে মরুক ; —পারবনা যেতে আমি—।"

গালি দিয়া খোট্টা—দরিদ্রের ঘাড়ে ধাক্কা মারে—

"চল্—শালা···চল্—।"

রিক্ততা শুধু বঞ্চনাই করে না,—সর্ব্ব প্রকার সঙ্কোচ হইতে মুক্তও করে মানুষকে ;—উলঙ্গ শক্তি লইয়া রিক্ত জন মরিয়া হইয়া জাগে।

—বুকের মাঝে আবার ঘূর্ণী জাগে—সমস্ত শরীরের রক্ত ঝাঁঝিয়া উঠে—গোষ্ঠ ঘুরিয়া খোট্টাকে নিঃসঙ্কোচ সজোরে ধাক্কা মারে ;—পিছল মাটিতে ধাক্কার বেগে সে মাটীতে আছাড় খাইয়া পড়ে।

বিপুল ক্রোধে খোট্টা উঠিয়া বসিতে না বসিতেই হাতের লাঠি হানিল। বেকায়দায় হানা দুর্ব্বল লাঠি গোষ্ঠ সহজেই ধরিয়া লইল, বিদ্রোহী ঝড়ের ছোঁয়াচে মরিয়া মস্তিষ্কে তাহার যেন খুন চাপিয়া যায়,—সজোরে সেই লাঠি খোট্টার মাথায় বসাইয়া দিল।

বৃষ্টির জল লালচে হইয়া গেল,—ফিনকি-দেওয়া রক্তের ধারায় মাটীর খানিকটা উপরের বৃষ্টির ফোঁটা কয়টা পর্য্যন্ত।

রক্ত দেখিয়া গোষ্ঠ শিহরে না, স্থির দৃষ্টিতে দেখে—, দামিনীরও ভয় হয় না,—মনে তৃপ্তি যেন জাগে—লাঞ্ছিতা নারীর বুকে দুঃশাসনের রক্তে পাঞ্চালীর উল্লাস জাগিয়া উঠে।

আইনে অত্যাচারীকে হত্যার অধিকার নাই ;—

গোষ্ঠ বসিয়া ভাবে—।

ক্ষণপরে আপন মনেই বলে—"সেই ভাল, কিসের তরে থাকব,—জমি গেল, ছেলে গেল ;—দুটো পেট যেখানে খাটব সেইখানে ভাত ;—এখানেও খাটা বাইরেও খাটা—। ঘর—? গাছতলা তো আছে।"—

আবার ঝড় গোঙায়,—

উঠানের ওপাশের বড় আমগাছটী শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া পড়িল, সে কি শব্দ ;—গাছটার মরণের আর্ত্তনাদ যেন !

তলার আগাছার দল—হাওয়ার জলে, মেঘলা দিনের ম্লান আলোকে উন্মত্ত পুলকে লুটোপুটী খাইয়া মরে।

উঠানে জল ঢোকে—গোষ্ঠ কহে—"বান।"

খোট্টার দেহটা টানিয়া ওপাশের সার-ডোবায় ফেলিয়া দিয়া দামিনীর হাত ধরিয়া কহে—"এস!"

নিঃসঙ্কোচে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া দামিনী উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রশ্ন পর্য্যন্ত করে না—কেন—কোথায়?

পাতানো ঘরসংসারের পানে ফিরিয়া তাকায় না পর্যান্ত; গোষ্ঠও না।

মুক্তির কামনায় মায়া টুটে।

দামিনী আগে পা বাড়াইয়া কহে—"চল।"

উন্মত্ত ঝড়বৃষ্টির মাঝে ওই আগাছাগুলার মত লুটোপুটী খাইতে খাইতে পথে বাহির হয়—নূতন আশ্রয়ের তরে—।

কোথায় সে আশ্রয়? বন জঙ্গল হয় তো।

চলিতে চলিতে গোষ্ঠ বলে—"এসো ওই বটতলাতে দাঁড়াই, এমন করে ঝড়ে জলে মরার চেয়ে গাছ চাপা একবারে সে ভাল।"

আবার ক্ষণপরে কহে—"ঠিক বলেচ, কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকেয় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?"

দামিনী কথা কয় না,—দাঁতে দাঁতে তাহার একটা শব্দ হয়; সে শীতের কম্পন না আক্রোশের ঘর্ষণ—কে জানে!

আধা সহর;—

কাল কাল পাথরের কুচি দেওয়া চওড়া রাস্তা। দুপাশে দোকান, পান-বিড়ি, মিষ্টি, মণিহারী, চকচকে ঠুণকো জিনিষে ভরা, সবারই মাঝে একটা বহির্সৌন্দর্য্যের আস্ফালন!

ওপাশে রেলষ্টেশনের ধারে স্তূপ বাঁধা কয়লার ডিপো, কালিতে রাস্তা ঘাট কালিমাখা, সব যেন রুক্ষ, রৌদ্রে কয়লার স্তূপ ঝাঁঝে ভরা। আশ পাশ পর্য্যন্ত ওই উত্তাপে তপ্ত।

লোহার দোকান, শুধু ঝন্ ঝন্ শব্দ, মাটীর বুক ফালি ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত অস্ত্র—টামনা, গাইতি, সাবল, সব যেন তীক্ষ্ণ হিংস্র, রৌদ্রের আলোয় চক্ চক্ করে।

ধারে ধারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা ঘিরিয়া ধানের কল, বয়লারের আঁচে, গরম গরম জলের ভাপে সব যেন আগুণ।

দুটো বাজারের মাঝে ষ্টেশন, মস্ত জংসন!

সারি সারি কালো কালো সুকঠিন লোহার লাইন, মাটির বুক চিরিয়া পাতা; লোহার বাঁধনে দুনিয়াটাকে বাঁধিবার কি সে উদগ্র চেষ্টা, দূর সুদূর পর্য্যন্ত কালো কালো লাইনের দাগের রেশ চোখে বাজে, মনের চোখে আরও, আরও দূর পর্য্যন্ত দুনিয়ার সীমারেখা পর্য্যন্ত ওই রেশ আগাইয়া যায়।

মাঝে মাঝে সিগনালের স্তম্ভগুলা যেন লোহার বিশ্বজয়ের বিজয়-নিশান!

রাত্রের অন্ধকারে ওগুলার মাথায় আবার রক্ত-রাঙা জ্বল জ্বলে আলোর সারি ধ্বক্ ধ্বক্ করে।

ও যেন মানুষের উদগ্র বুভুক্ষার উগ্রতা, রাত্রে ঘুমন্ত বিশ্বেও সে জাগিয়া আছে; আপন উগ্রতার জ্বালায় ও আপনি জ্বলে। দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ও আপন তৃপ্তি হেতু আপন গ্রাসের কাজ চালাইয়াছেই: রেল চলে, টেলিগ্রাম চলে, মানুষ কাজ করে—বিশ্রামের হুকুম দেয় না—ও! চব্বিশ ঘণ্টাই সহরটা ধ্বনিয়া রেলের বাঁশীর অশ্রান্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার, তন্দ্রা টুটিয়া যায়, অন্যমনস্ক চমকিয়া উঠে, মস্তিষ্কের শিরা উপশিরাগুলা পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করে; সকল শান্তি, তৃপ্তি যেন শিহরিয়া উঠে! গাড়ী কাটে, গাড়ী টানে, সান্টিং হয়, গাড়ীতে ধাক্কা মারে—ঘড়াং, ঘড়াং;

আশে পাশের মাটি কাঁপে, ধরণী-মায়েরও বুঝি ভার লাগে—হাড়পাঁজরা মড় মড় করে যেন!

দারুণ বুভুক্ষায় মাতৃস্তন্যে তৃপ্তি হয় না ওদের, মায়ের বুক চিরিয়া নিঃসঙ্কোচে রক্ত শোষণ করে।

মালের গাড়ী সব বোঝাই হয়, ধানে চালে আহারের সামগ্রীতে বোঝাই করে—আহার যাহাদের জোটে না তাহারাই।

মাটিতে মাথা বুঝি ঠেকিয়া যায়, কাঁধ বাঁকাইয়া গরুর গাড়ী হইতে দু'মণে বস্তাগুলা গাড়ীতে বোঝাই করে, অর্দ্ধাহারী মজুরের দল।

পাশের গাড়ীর গরুগুলার মুখে ফেনা ভাঙে, শ্রান্তিতে হাঁপায়, গায়ে সোঁটা সোঁটা চাবুকের দাগ, বিশপঁচিশমণ বোঝাই গাড়ী গুলা ওই পাথরের রাস্তার উপর দিয়া জিভ বাহির করিয়া টানিয়া আনিতে কষ্ট হয়, তাই মানুষ এদের চাবকায়। নির্ম্মম ভাবে গুতা মারে, তাহাতে মাথা নাড়ে পাছে তাই নাকে দড়ি দিয়া টানে।

মজুরগুলারও গা' হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম পড়ে, দাঁড়াইয়া দম লইতে গেলে মাড়োয়ারী মহাজন গালি দিয়া তাড়া দেয়।

"এ শালা লোক্ বদমাস,—চালাও চালাও; দের হোনেসে গাড্ডীমে ড্যাম্‌রেজ লাগেগা, চালাও চালাও—।"

মারিতে তাড়াও করে।

পশুর পরে মানুষ যে অত্যাচার করে, মানুষের পরেও তার চেয়ে কম অত্যাচার করে না; আট আনা, দশ আনা মজুরীতে এদের সাত আট ঘণ্টার আয়ু বিকায়—এই সাত আট ঘণ্টার মাঝে এদের বাঁচিবার প্রয়াসে নিঃশ্বাস লইবার অধিকার নাই।

মজুরগুলার বাস ওই উত্তাপ, ওই লৌহ-বন্ধনের মাঝে, লাইনের ধারেই ছোট ছোট পায়রা-খুপীর মত ঘর, ওই মজুরের বস্তী—সমাজের আস্তাকুঁড়,

অর্থশালীর ডাষ্টবিন্। পূবে কলের সারি, কাল কাল লম্বা লম্বা চিমনী, সারাদিন ধোঁয়া উদ্গীরণ করে, উত্তরেও তাই, পশ্চিমে রেলের মালগুদাম। মহাজনকে টাকা আনিয়া দেয়, আর এদের আলো-বাতাসের পথ রোধ করে, রেলইঞ্জিনও ধোঁয়া উগারে, ওদিকে দক্ষিণে মদের ভাঁটী; হতভাগ্যদের আয়ুবিক্রয়-করা পয়সাগুলা লুঠ করে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ পর্য্যন্ত কেমন ঘোলাটে, দীপ্ত রৌদ্র পর্য্যন্ত এখানে ম্লান।

কেমন একটা অভিভূতি আসে, মদের গন্ধে ম্লান আলোয় সব যেন কেমন—নেশায় বিকারগ্রস্ত।

তবু এখানকার মানুষগুলি তন্দ্রালু নয়—জীবনের দুরন্তপনার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরন্তপনা বিচিত্র।

এতকালের বিশ্বের সঙ্গে মেলে না—

হয় ত বা প্রেত ইহারা, কিন্তু প্রেত জীবনে জীবন্ত!

*　　*　　*　　*

পড়ন্ত বেলা— ;

গোষ্ঠ আর দামিনী ওই ষ্টেশনটার ধারে একটা বটতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। গোষ্ঠ পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। সে যেন নিশ্চিন্ত আর দামিনী বটগাছের একটা শিকড়ে হেলান দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, অন্তহীন অর্থহীন চিন্তা। কুলী-মজুরের দল—ঘরের দিকে ফিরিতেছিল— ;

কর্ম্মক্লান্তির অবসাদের মাঝে থলথল—উচ্ছৃঙ্খল হাসি, ইহাদের বেতালা পায়ের মলের মতই বাজিতেছিল।—

মেয়েরা গান ধরিয়াছিল—

"ধ্বক্ধ্বকিয়ে আগুন জ্বলে ভকভকিয়ে ধূমা—
মিস্ত্রী বলে বয়লার আড়ে দে লো একটা চুমা—।"

একজন পুরুষ বলিতেছিল "দোব মাইরী, এইবার শালার মাথাটা ফেড়ে, এক শাবলের ঘা আর বাস্—ডিমফাটা হয়ে যাবে; বাব্ হ'ল তো হ'ল কি!"

অপর জন কহে, "শালা রোজ আমাদের হাজরী চুরী করে; উঃ—আমরা শালারা খেটে মরব আর হাজরী বাবুর পরিবারের শাঁখের শাঁখা সোণার হবে, ইঃ—রে—!"

নারীকণ্ঠের সমবেত তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে গোষ্ট জাগিয়া উঠে—বিস্মিতের মত ইহাদের পানে চাহিয়া থাকে,—

ওই বেতালা চাল কেমন নূতন ঠেকে,—মনে খট্ করিয়া বাজে:—আবার ঐ বিচিত্র নূতন ধারার কোন সূক্ষ্মতম সুর—তাহাকে আকর্ষণও করে—!

সহসা পিছনের পানে একটা কোলাহল উঠে,—দুটী সমান উত্তেজিত কণ্ঠ,—মজুরের দল ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গোষ্ঠও ফিরিয়া তাকায়।

উত্তর দিকের কলের ফটকে—দুজন লোক,—একজন জামা কাপড় জুতায় বাবু, আর একজন মজুর—গায়ে হাতকাটা কামিজ, হাফপ্যাণ্ট, সারা অঙ্গে তেল-কালী মাখা, হাতে একটা হ্যাম্মর, সে কহিতেছে—

"আমার খুসী আমি 'ওপরটায়েন' খা-ট-বো-না—।"

মজুরের দল কহে—"ছোট মিস্ত্রি আর ক্যাশ বাবু,—শালা ভুঁড়েও কম নয়,—সবেই শালা পাক মারে—।"

ওখানে ক্যাশ বাবুটা কহে—"অঙ্গ জল করে দিলে আর কি আমার; —পাম্প না সারলে কল যে কাল বন্ধ থাকবে, তার—কি—? সে লোকসান দেবে কে—? তুমি,—সিরাজউদ্দৌলার নাতি নবাব সরফরাজ খাঁ! বলি—মালিকের মাইনে খাও না,—কল বন্ধ হবে আর নবাব ঘরে ব'সে আরাম করবেন?—"

—"মাগ্‌না মাইনে দেয় আমায় নয়? দাতাকর্ণ রে আমার! গতর খাটাই,—পয়সা নিই—; বাঁধা টায়েনের কাজ না করি—বলতে পার; ওপরটায়েন খাটা, আমার গতরে পোষাবে না—আমি খাটব না,—সিধা বাত—।"

সে দু'পা আগায়—;

পিছন হইতে ক্যাশ বাবু ক্রোধে ভুঁড়ি নাচাইয়া—হিন্দী বাত ঝাড়িয়া দেয়—"আলবৎ—খাটনে হোগা,—তোমার ঘাড়কে খাটনে হোগা উল্লুক—গিধ্বড় কাঁহাকা—।"

হাতের হ্যাম্মর উচাইয়া ছোট মিস্ত্রী কহিল—

"খবরদার, মু-সামাল করো—"

বাবু দশ পা পিছু হটিয়া যায় আর কহে—

"মারবি নাকি, মারবি নাকিরে বাপু—।"

ওদিকে পিছনে হাত বাড়াইয়া কলের ফটক খোঁজে।

মজুরদের একজন শূন্যে হাত হানিয়া কহে—

"লাগাও হ্যাম্মর, ফটাং ভস্ আণ্ডা তোড় যায়।"

জনক'য় হাত তালি দিয়া উঠে, যেন এ রুদ্র সঙ্গীতে তাল দিয়া যাইতেছে।

একজন প্রৌঢ় সেও তেলকালিমাখা, সে আসিয়া ছোট মিস্ত্রীর উদ্যত হাতখানা ধরিয়া নামাইয়া লয়, নামাইয়াও লয়।

মজুরের একজন কহে—"বড় মিস্ত্রী।"

ওদিকে বাবু ফটক বন্ধ করিয়া শাসায়—

"কাল যদি হামারা কল্‌মে মাথা গলায়ে গা তো জুত্তি লাগায়ে গা, পুলিশ মে দেগা। জবাব তোমারা—।"

বড় মিস্ত্রীর আকর্ষণের মাঝেও ঈষৎ পাশ ফিরিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ছোট মিস্ত্রী কহে—

"নেহি মাংতা হ্যায় তুমহারা—নোক্‌রী,—কিস্মৎ থাকে, আমার—কাল আবার তোরাই ডাকবি— ।"

আপন বুকে ঘা মারে ,—দম্ভের'ঘা— !

গোষ্ঠ দাঁড়াইয়া উঠে,—তাহার মনের দ্বিধা টুটিয়া যায়,—সকল অন্তর তাহার যেন ওই ভাবধারা বুক পুরিয়া লইতে চায়— !

দামিনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠে, জ্বলে কিন্তু ওই জ্বলনের মাঝেও প্রসন্নতার আভাস পাওয়া যায় ।

ঘাড়ে পাষাণ চাপানো নতদৃষ্টি বন্দী যেন ঊর্দ্ধে নীলাকাশের পানে, আলোর পানে চাহিবার উপায় দেখিতে পায় !

গোষ্ঠ কহে—"বেশ ঠাঁই,—হেথাই থাকা যাক,—কি বল ?"

দামিনীর মুখপানে সম্মতির তরে তাকায় ।

দামিনীরও বেশ লাগে, হউক এ জীবন প্রেতের, কিন্তু বন্ধনহীন, হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিতে পারা যায় ;—সেও ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেয় "বেশ !"

গোষ্ঠ আগাইয়া চলে—মিস্ত্রী দুজনের দিকে— ।

ওদিকের ঝগড়া মিটিয়া গেল দেখিয়া মজুরের দল বস্তীর পানে পথ ধরে ।

দামিনী বসিয়া রহিল, অবসন্ন দেহ,—শ্রান্তিতে, ক্ষুধায় বেশী ; কাল হইতে একটা দানাও পেটে পড়ে নাই, মানুষের ভয়ে লোকালয় দিয়া পথ দিয়া হাঁটে নাই,—আসিয়াছে প্রান্তরে প্রান্তরে রেখা-চিহ্নহীন বিপথ ধরিয়া ।

হাওয়ায় ঘোমটা খসিয়া পড়ে, সেটা তুলিয়া দিতেও হাত উঠে না,—অবসাদ আসে ;—অবসন্ন দৃষ্টিতে সম্মুখের ছবি বেশ ধরা পড়ে না,—যেন ক্ষণে ক্ষণে মুছিয়া যায়—আবছায়ার মত কাঁপে ।

সমস্ত অন্তরাত্মা তাহার একটা দানার জন্য কাঁদে :

তন্দ্রার মত একটা আচ্ছন্নতা সর্ব্ব দেহ ব্যাপিয়া ফেলে, মাথাটা ঝুঁকিয়া পড়ে—ইচ্ছা করে ঘুমায়।

"বৌ!"

দামিনীর ওই তন্দ্রা টুটিয়া যায়,—পিছন হইতে কে ডাকে—"বৌ!" ফিরিয়া দেখে সুবল—।

তেমনি সলাজ নত দৃষ্টি, কুণ্ঠিত ভঙ্গী!

দামিনীর সর্ব্বদেহে একটা উত্তেজনা বহিয়া যায়;—ঋণমুক্ত খাতক যে উগ্রতায় মহাজনের সম্মুখে দাঁড়ায় সেই উগ্রতায়, সেই ভঙ্গীতে কহে—"কি— ?"

ওই একটী কথায় সুবল কাঁপিয়া উঠে,—সে কথা কহিতে পারে না, —শুধু হাতটী বাড়াইয়া সম্মুখে ধরে,—সে হাতও থর থর করিয়া কাঁপে! হাতে একটী ঠোঙা—তার মাঝে খাবার,—সে কত কি,—যত ভাল, যত রকম মেলে—তত ভাল—তত রকম উপচারে সাজান!

দামিনীর কথা ফুটে না,—

তাহার সকল ক্ষুধা উন্মুখ হইয়া ওই উপচার ধরিতে চায়,—ইচ্ছা করে, একই লোলুপ বিপুল গ্রাসে ওই গুলা গ্রাস করিয়া ফেলে।

তবু যেন কিসে বাধে— ; সে একাগ্র বিস্মিত দৃষ্টিতে সুবলের পানে চাহিয়া থাকে ;—ক্ষুধার তাড়নায় সে দৃপ্ত মহিমা আর থাকে না!

দামিনীর ওই একাগ্র দৃষ্টি, ওই নীরবতার মাঝে কি যেন সাহস পায়, —সে কথা কয়—

"ছেলে বেলায় কুল খাওয়ার কথা মনে পড়ে না—?"

দামিনী হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটী ধরে,—সে যেন বারো বছরের অনভ্যস্তা বধূটীর বয়সে ফিরিয়া যায়!

তারপর সে কি বুভুক্ষার গ্রাস, সে যেন গিলিয়া খাওয়া!

সুবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কহে—

"বৌ আমিও হেথায় থাকব,—আমার আর সেথায় কে আছে; আমি তোমাদের সাথেই এসেচি—।"

দামিনীর অবসর হয় না—সে—খায়।

সুবল সাহস পাইয়া কত বকিয়া যায়—

"আমার ত যেখানে থাকব সেইখানেই ঘর—এইখানেই ভিক্ষে করব—

দামিনী এতক্ষণে কহে—"ছিঃ—ভিক্ষে—!"

সুবল কহে—"তবে মুড়ি মুড়কীর দোকান করব—এ্যাঁ কি বল বৌ? তুমি মুড়ি ভেজে দিয়ো।"

দামিনী কহে—"বানী দিয়ো—।"

হাসিয়া দামিনী মাথায় কাপড় টানিতে খুট খসিয়া পড়ে, হাতে বাজে সেই সাতুর বাঁধিয়া দেওয়া বালা দুইগাছা—

সুবলের ইচ্ছা করে—মুখে—তুবড়ীর মত কথার ফুলঝুরি ছুটাইয়া দেয়; কিন্তু পারে না, কথা জোগায় না; শুধু অনেক চেষ্টায় বলে—"সবই তোমাকে দোব বৌ—।"

ক্ষুধার নিবৃত্তিতে দামিনীর সহজ বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তাহার মনে পড়ে সে দিনের কথা;

সে যেন পাগল হইয়া উঠে, হাতে অর্দ্ধভুক্ত ঠোঙাটা মাটীতে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে—

"আবার?"

—"একদিনের ভুল ভুলে যাও ভাই বৌ।"

সুবলের চোখ ছল ছল করিয়া উঠে, সে দামিনীর পা ধরিতে যায়; সর্পস্পৃষ্টার মত দামিনী পিছাইয়া যায়, কহে—

"ছুঁয়ো না—তুমি আমাকে।"

চোখে তাহার আগুণ জ্বলিয়া উঠে !

সুবল নত নেত্রে চলিয়া যায়।

দামিনী হাঁফ ছাড়ে,—মনে বল পায়,—অপরাধ যেন তাহার লঘু হইয়া গিয়াছে কিন্তু উত্তেজনাটা কাটিয়া যাইতেই—মন কেমন ম্লান হইয়া পড়ে ;—

সে বসিয়া ভাবে, ঠিক ভাবা নয়—কথাগুলা মনের মাঝে ঘোরাফেরা করে।

সুবলের যাওয়া পথের পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকায়,—দেখা মেলে না— ; মনে পড়ে—"আমার আর সেথায় কে আছে, আমি তোমাদের সাথেই এসেচি— ।"

দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

অনেকক্ষণ পর গোষ্ঠ ফেরে,—চোখ দুইটা লাল, হাত পা নাড়ে একটু বেশী, কথা কয় বেশী।

দামিনী বুঝিল নেশা মিলিয়াছে।

গোষ্ঠ সোল্লাসে কয়—"উঠাও তল্পী !"

দামিনী মুখের পানে চায়, গোষ্ঠ বলে,—

"ঘর দোর কাজ কম্ম—সব ঠিক। কলে কাজ,—কিটার মিস্ত্রির কাছে ;—ছমাস পরে—পঞ্চাশ, ষাট দিয়ে পায়ে ধরবে লোকে ! তার ওপর মহান্তকে পেলাম,—ভালই হ'ল, গাঁয়ের লোক—গাঁয়ে মায়ে সমান কথা, কি বল— ? কই গেল কোথা— ? ওই যে কিটার বুড়োর সঙ্গে কথা কইচে। মহান্ত—ও—মহান্ত, এস—এস, এই হেথা বৌ রয়েচে।"

আজ এই নিরাশ্রয়ের মাঝে আশ্রয়প্রাপ্তিতে মেজাজটা গোষ্ঠর দিল দরিয়া ;—ঈর্ষা দ্বেষের কথা মনে জাগে না ; আর বিদেশে এই স্বদেশের—অপ্রিয় জনটীও পরম প্রিয় আত্মীয় হইয়া উঠে !

গোষ্ঠ হাতছানি দিয়া সুবলকে ডাকে ; সুবল ভয়ে আগাইয়া আসে।

দামিনী ঘোমটা টানিয়া দিয়া—তাহার পানে তাকায়, আবার সেই উগ্র দৃষ্টি, সুবলকে দেখিয়া আবার দামিনীর অন্তর বিরূপ হইয়া উঠে ;—

গোষ্ঠ আবার বলে—

"মহান্তও আর গাঁয়ে ফিরবে না গো,—হেথা মুড়ি মুড়কীর দোকান করবে, তা বেশ হবে—কি বল? তুমি মুড়ি ভেজে দেবে—বানী পাবে ; দু'জনার রোজকার, আমাদের ভাত ভূতে খাবে—এইবার।—"

দামিনী মুখ ফিরাইয়া লয়।

—"মহান্ত বৌকে নিয়ে এস ভাই.—ঘরটা আমি দেখে নি—মাসে দু—দু'টাকা ভাড়াই নেবে।"

বলিয়া গোষ্ঠ আগাইয়া চলে।

দামিনীও গোষ্ঠের পিছন ধরিয়া চলে—, সুবলের পানে ফিরিয়া চায় না পর্য্যন্ত ; লাজুক লোকটী সঙ্গ ধরিতে সাহস করে না, তেমনি দাঁড়াইয়াই থাকে—।

অনেকক্ষণ পর বলে—"যা—চলে, বয়েই গেল ; এবার মলেও চেয়ে দেখব না। আমিও মরব না সব চেয়ে দেখব। কত হবে—এই তো কলির সন্ধ্যে বেলা।—"

কতকদূর গিয়া গোষ্ঠ পিছনে দামিনীকে দেখিয়া কহে—'ওই,'—

কথার শব্দে ফিটার বুড়া চোখ ফিরায়, ঘোলাটে চোখের নিস্প্রভ দৃষ্টি ; ছোট মিস্ত্রীর রক্তবরণ চোখের দৃষ্টি ধ্বক ধ্বক করে—!

দামিনী মুখ ফিরায়।

ফিটার বুড়া চোখ ফিরাইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলে ; ছোট মিস্ত্রীর চোখ ফেরে না,—গোষ্ঠর সম্মুখেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সঙ্কোচও নাই।

গোষ্ঠ কহে—"মহান্ত কই?"

—"জানিনা !" দামিনীর কথার সুরে স্বরে একটা ঝাঁঝ। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের একটা পিচ কাটিয়া ছোট মিস্ত্রী সোল্লাসে কহে—

"ভারী ঝাঁঝালো—বৌ—হে—বাঃ—।"

চলিতে চলিতে মাথা নাড়িয়া যেন উপভোগ করিতে করিতে সে আবার কহে—

"ঝাঁঝালো মেয়েলোকই ভালো হে—; তা—না—প্যান প্যান—চোখের কোণে নোনা পাণি,—দূর। ঝাড়ু মার, ছ' চক্ষে দেখতে পারি না আমি—।"

দামিনীর পানে আবার সেই রক্তবরণ লোলুপ দৃষ্টি হানে।

দামিনীর ইচ্ছা করে চোখ ছ'টী টিপিয়া গালিয়া দেয়।

বড় মিস্ত্রী শুধু বলে—"আঃ—"

ছোট মিস্ত্রী হি হি করিয়া হাসে, বলে—

"বাবা—মাছ সব পাখীতেই খায়, মাছরাঙাই ধরা পড়েছে,—দোষ আমাদের ঢাকু ঢাকু করি না, পেটেও যা মুখেও তাই।"

দামিনী থমকিয়া দাঁড়ায়—।

গোষ্ঠ বলে—"এস—।"

—"না—আমি যাব না—।"

—"কি ?—হ'ল—কি—?"

—"আর কোথাও চল।"

গোষ্ঠ বিষম চটিয়া কহে—"ট্যাঁকে আমার ট্যাঁকশাল ঝম্ ঝম্ করছে—আর কোথাও—চল ! ব্যার ব্যার করতে হবে না—এস। ওদের কথাই অমনি—।"

ছোট মিস্ত্রী তবু হাসে—!

মজুরের বস্তী, কুলী-হাট সব।

ছিটে বেড়ায় ঘেরা, উলু খড়ের ছাউনি; ছোট ছোট ঘর, শুইলে এ দেওয়ালে মাথা ঠেকে—ওদিকের দেওয়ালে পা ঠেকে—; দাঁড়াইলে চালে ঠেকে মাথা, একেবারে মাপা;—যে লোক বেশী লম্বা সে নাকি অনাসৃষ্টির সৃষ্টি—সৃষ্টিছাড়া!

এক এক আঙিনা ঘেরিয়া তিন চারি ঘরের বাস; এক একজনের দুটী কুঠরী, একটী বারান্দা তাই ঘেরিয়া রান্না হয়।

উহারই ভাড়া মাসে দু'টাকা; কলের মালিক মাস মাস বেতন হইতে কাটিয়া লয়।

এ আঙিনায় থাকে তিন জন; পূর্ব্ব দিকে ফিটার বুড়া, দক্ষিণের ভাগটায় ছোট মিস্ত্রী, পশ্চিমের খালি ভাগটা মিলিল দামিনী আর গোষ্ঠর অদৃষ্টে।

দামিনী কহে—"এ যে অন্ধকূপ, আলো নাই, বাতাস নাই, ভিজে জ্যাব জ্যাব করচে—"

—"এরই ভাড়া মাসে দু'টাকা, বত্রিশ আনা—একশো আটাশ পয়সা! যেখানকার যা,—সহরের এই বটে।"

—ঝাঁটা মার সহরের মুখে, এযে বুক চেপে ধরচে!"

—"তাও ভাল, ঘাড়ে তো ধরচে না কেউ।"

ওপাশ হইতে ছোট মিস্ত্রী নেশার ঝোঁকে মাটীতে চাপড় মারিয়া কহে—

"কভি—নেহি, কোই কো এক্তিয়ার নেহি হ্যায়!"

"গোছগাছ কর তুমি।"

দামিনী সংসার পাতিতে বসে;

ঘরের মাঝে সে শুধু বসিয়া ভাবে—অভাব যে ষোল আনার—চাল, ডাল, জল, হাড়ি, কলসী, থালা, বাটী, সব কিছুরই—।

শুধু সে খুঁটে বাঁধা সেই বালা দুইগাছা নাড়ে চাড়ে আর কাঁদে!

ওপাশে গোষ্ঠ ছোট মিস্ত্রীর সাথে বসিয়া গল্প করে, ওই সেই কথা।

ছোট মিস্ত্রী বলে—"মালিক কোই নেহি";

উত্তেজনায় বাঙালী হিন্দী বাত ঝাড়ে।

গোষ্ঠ বলে—"মালিক ভগমান";

—"নেহি ভগমান কৌন হ্যায়, ভগমান রহনেসে দুনিয়াকা এইসা হাল হোতা, কেউ দুধে ভাতে খেতো, কেউ এঁটো পাত চাটতো!"

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, মন যেন সায় দেয়, কিন্তু স্বীকার করিতে ভয় হয়, সংস্কার চোখ রাঙায়।

বস্তীর প্রতিবেশীর দল আসিয়া জুটে, ফায়ারম্যান, রেলের পয়েন্টসম্যান, জমাদার, পদস্থ কুলীর দল সব।

ছোট মিস্ত্রী পরিচয় করাইয়া দেয় এ ফয়রমন্, এ পাইণ্টমন ই—

'পইণ্টস্ম্যান' গান ধরিয়া দেয়—

বৃন্দাবনের কিষণলাল মথুরার রাজা,
সেথায় খেতেন লঙ্কা ছাতু, হেথায় খান গাঁজা।

'ফায়ারম্যান' ঢোলকটা পাড়িয়া ধনাধম্ বেতালা বাজনা জুড়িয়া দেয়।

আর একজন মাথায় হাত দিয়া নাচে।

এমনি তাণ্ডবের মাঝে পরিচয় হয়; গোষ্ঠর অন্তর কেমন হাঁপাইয়া উঠে। জমাদার চেঁচায় "এ বইঠ যাও—, বইঠ যাও—।"

শেষে নৃত্যপর ব্যক্তিটীর হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিয়া কহে—"গাঁজা তৈয়ার করো—।"

'পইণ্টম্যান' সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করিয়া হাত পাতে, গাঁজা টিপিতে টিপিতে টেপার সঙ্গে জোর দিয়া কহে—"সা—ত কাট্—নয় টি—প, ত—বে হ—বে গাঁজা ঠি-ক।"

'ফায়ারম্যান' এতক্ষণে গোষ্ঠর সাথে আলাপ করে—"বাড়ী কোথা ভাই ?"

—"সে অনেকদূর—,খাটতে এসেচি খাটব, থাকব—ব্যস্।"

—"তবু কি নাম—গাঁয়ের ?"

—"সে কথা আর ছেড়ে দাও,—সেথার সাথে সম্বন্ধ চুকিয়ে এসেচি আমি।"

—"তবু—"

এবার চটিয়া গোষ্ঠ কহে—"বাড়ী আমার নাই—।"

—"ও-বাঃ বাঃ—চটছ কেন হে, আঃ আঃ উকি কল্লি, কাট, গাঁজাটা কাট, তবেত ঠিক হবে। তা নামটী কি তোমার ?"

গোষ্ঠ নামটা গোপন করিতে চায়—মনে মনে একটা নাম খোঁজে—।

গাঁজার কলিকা চলে—

টানিতে টানিতে গোষ্ঠ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে—"কাঙালী—আমার নাম কাঙালী—;—হাম কাঙালী তো হ্যায়—হামারা নাম কাঙালী ঘোষ—। বাড়ী হ্যায় নিশ্চিন্দিপুর,—নিশ্চিন্দিপুর—।"

বলিয়া আপন মনেই হা হা করিয়া হাসে—।

ফায়ারম্যান বলে—"সচ বাত নেহি হ্যায়—; কাঙালী ভি ঝুটা, নিশ্চিন্দিপুর ভি ঝুটা—"

পয়েণ্টম্যান বলে—"ফেরারী না—কি—হে—!"

—"খবরদার"—গোষ্ঠ মারিতে উঠে—।

গাঁজায় দম দিতে দিতে পয়েণ্টস্‌ম্যান কহে—"ঠারো, ঠারো,—ইষ্টিম হামকো লেনে দাও—। আও—আব চলা আও—।"

ফায়ারম্যান হাত তালি দিয়া উঠে—"লাগে পালোয়ান লাগে—।"

মিস্ত্রী হাত ধরিয়া গোষ্ঠকে মানাইয়া লয়—"ব'স, ব'স ; ভাই বেয়াদারের সাথে ঝগড়া করে না—।"

জমাদার বলে—"হ্যাঁ হ্যাঁ মান যাও ভাই, মান যাও।"

ফায়ারম্যান দাঁত মেলিয়া হাসে—পয়েণ্টস্‌ম্যানও হাসে—যেন কিছুই হয় নাই।

চীৎকার শুনিয়া দামিনী বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় ;—

ফায়ারম্যানের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে,—চোখ দুটা জ্বল জ্বল করিয়া উঠে, সে শুধু আঙুল দেখাইয়া কহে—"আরে—।"

জমাদার কহে—"এ ভেইয়া—'ই—কাঁহাকা আমদানী।"

একজন গান ধরিয়া দেয়—"গোবর বনে কোন কারণে
ফুটল কমল ফুল।"

পয়েণ্টস্‌ম্যানটা চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলে—"জান গিয়া মেরা জান গিয়া"—কথাগুলা প্রায়ই সব একসঙ্গে উপরে উপরে পড়ে।

গোষ্ঠ আবার লাফাইয়া উঠে, পয়েণ্টস্‌ম্যানটাকে বিশেষ করিয়া শাসায়—"জিভ ছিঁড়ে নেব—।"

ওদের ভয়ও হয় না—লজ্জাও হয় না, হি হি করিয়া হাসে ; যুগান্তব্যাপী তমসার মাঝে ওই নির্লজ্জ হাসির কুৎসিত রূপ যে উহাদের চোখে কখনও পড়ে নাই।

পয়েণ্টস্‌ম্যান আবার বলে—"এ তুমি খাঁটী কারও কপালে তেঁতুল গুলেচ বাবা—"।

গোষ্ঠ আর সেখানে দাঁড়ায় না—দামিনীকে টানিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবে—; দামিনী নির্ব্বাক।

তখনও ওঘরের কথা শোনা যাইতেছিল—"পঞ্চাশ টাকা বাজী, ফেরারা না হয় তো—কি—বলে—চি—!"

এত কোলাহলেও বাহির হয় না বড় মিস্ত্রী।

লোকটা যেন কেমন, কাজের শেষে ঘরে আসিয়া ঢুকে—আবার বাহির হয় কাজের সময়—; বাঁধাধরা কাজ কটী ছাড়া আর যেন তুনিয়ায় কিছু নাই,—লোহার মত শরীর,—লোহা পেটা কাজ—যেন একটা যন্ত্র, ও যেন এ বস্তীর অতীতের ধারা, বর্ত্তমানকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া ক্ষীণ যোগসূত্রের মত পড়িয়া আছে।

তবু যেন লোকটার মাঝে কি আছে,—ওই নিস্পন্দতার মাঝখানে যেন বিপুল উদ্দাম কিছু আছে।—দেখিলে ভয় হয়।

সহসা গোষ্ঠ কহে—"নাঃ—হেথা আর থাকব না—"

দামিনী অকূল চিন্তার মাঝ হইতে কহে—"কোথায় যাবে?" যেন সে কূল পায় না।

গোষ্ঠও হতাশ হইয়া কহে—"কোথায় বা যাব ; সবারই গতিক যে ওই ; রাস্তায়, ঘাটে, সবখানে, দেখলে না ভদ্দর লোকদের চাউনি ?—"

নিরাশ্রয় তুটী নরনারী ব্যাকুল অন্তরে অন্তর্দ্দৃষ্টি হানিয়া একটা নিরুপদ্রব নিরাপদ আশ্রয়ের তরে বিশ্বসংসার খুঁজিয়া ফেরে!

হঠাৎ গোষ্ঠ আগুন হইয়া কহে—"ফের যদি তুই বাইরে বেরুবি, তো—খুন ক'রে ফেলব বল্লাম—" বলিয়া সে তুয়ারটায় শিকল দিয়া বাহির হইয়া যায়।

ঈষৎ ম্লান হাসি ক্ষীণ রেখায় দামিনীর অধরপ্রান্তে আসিয়া আবার মিলাইয়া যায়।

নিরুপায়ে ওই আশ্রয়টুকুই আঁকড়াইয়া ধরে—।

আধার ভেদে আধেয়ের রূপ পাল্টাইয়া যায়—;

এই দুইটী নর নারীর জীবনধারা যেন কাঁদনভরা করুণ কীর্ত্তনের সুরে চলিতে চলিতে—সহসা খেয়ালের সুরে চলিতে সুরু করিল।

অন্ধকার ঘরে বসিয়া দামিনী তাহা অনুভব করিল কিন্তু গোষ্ঠর কোন ভ্রুক্ষেপ হইল না ;—

সে কলে খাটে—বয়লারে কয়লা ঠেলে,—বাঁকানো হাঁটুর পরে কনুইয়ের চাপ দিয়া হাতলভরা কয়লা তোলে—আর বয়লারের অগ্নি-গহ্বরে ঝপাঝপ্ মারে,—শেষ হইলে ঘড়াং করিয়া মুখের ঢাক্নিটা বন্ধ করিয়া—মাথায় জড়ানো—গামছাটায় কপালের স্বেদ মুছে, পা দুটী ছড়াইয়া বিড়ি টানে—।

জ্বলন্ত আগুণের সাথে লড়াই,—ভ্রুক্ষেপও নাই আক্ষেপও নাই।

গোষ্ঠ বলে—"আমার বেশ লাগে।"

গাঁজাটা যেদিন বেশী টানে—সেদিন বুকের তাণ্ডব যেন বাড়িয়া উঠে, কহে—

"বহুৎ আচ্ছা—ই তো আগকে সাথ ফাগ খেলা রে ভাই। আমি দিই কয়লা ও ছিটোয় আঁচ। মারো ফাগ—হেঁই রে—।"

সে কয়লা মারে,—হুহু করিয়া আগুণের আঁচ আগাইয়া আসে ;—গোষ্ঠর কৌতুক লাগে—সে—হাসে!

ওই উত্তাপে সব যেন আগুণ হইয়া উঠে, বক্ষে রক্ত, চক্ষে ধরা সরাখানার মতই তুচ্ছ ঠেকে—।

ওদিকে—হাউজের ধারে মেয়েরা সব কাজ করে,—ষ্টীম পাইপের গোল হাতলটা ঘুরাইয়া হাউজের মুখে গরম ভাপ ছাড়িয়া দেয়—; মেয়ের দল—ছুটিয়া পলায়—উ—উ—বাবাঃ—লো—!

গোষ্ঠ হাসে,—ছোট মিস্ত্রী হাসে—।

মেয়েরা গালি দেয়—"মর—মুখ পোড়া,—উ—কি—আমোদ না—কি ?" উহাদের আমোদ বাড়ে।

কাজের শেষে—কয়লায় কাল,—আগুণে ঝলসানো দেহ,—শুষ্ক বক্ষে মরুর তৃষ্ণা লইয়া সে যখন মদের দোকানের পানে ছুটে—তখন সে যেন একটা অর্দ্ধদগ্ধ শব প্রেতত্ব লইয়া চিতা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারা—এ মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ করি শিহরিয়া উঠে—; এযে—তাহারই—আর একটা—অন্য দিকের—রূপ !

ওই উন্মত্ত আচরণ বুঝি—বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষুদ্রতার কাহিনী কয় ;—

ওই সুপ্রকট কঙ্কালের মালার আখরে বুঝি তাহার ব্যর্থতার ইতিহাস লেখা !

সে কপট ঘৃণায়—মুখ ফিরাইয়া ওই দৃশ্য দেখিতে বাঁচিয়া থাকে !—কলের ঘরে তখন তহবিল মিল—হয় ;—টাকা বাজে ঝমাঝম্।

গোষ্ঠর মজুরী মেলে বারো আনা,—

অর্দ্ধেক তার নেশায় যায়,—বাকী ছয় আনা দামিনীর দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহে—"ওই নে—।"

আর 'তুমি তোমার' নয়, এখন 'তুই—তোর' ;—বুকে মুখে—সবেই আগুণ ধরিয়াছে,—ভাষা পর্য্যন্ত ওই আগুণের আঁচেই বুঝি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যায় এ রূপ আরও বিকট ভয়াল হইয়া উঠে ;—এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষগুলার বুকের নগ্ন পশুত্ব বিপুল তাণ্ডবে জাগিয়া উঠে ; জাগে ত অবিরাম,—কিন্তু অন্ধকারে বুঝি আবরণের সুযোগ পায় ; উন্মুক্ত আলোকে লজ্জা হয়—। এতটুকু লজ্জার রেশ আজও আছে ;—ওইটুকুই বুকের মানুষটীর অতি ক্ষীণ অবশেষের পরিচয় দেয়,—ওই এতটুকুই আজও আছে যে—!

ওপাশে বাউরী পাড়ায় সে কি কোলাহল!—ঢোল বাজে এক তালে,—গান হয় অন্য তালে—এক সঙ্গে চার পাঁচ জন গায়,—রাখ্‌না গায়—"ইস্কাতনের টেক্কা রে প্রাণ রুপিতনের টেক্কা,—"

নিতাই ধরে—"বনের ফল খাওরে কানাই ফল এনেচি চেকে চেকে—" শশন ওরফে শশধরের আজ আধবাটী মদ পড়িয়া গিয়াছিল, সে সেই তখন হইতেই করুণ সুরে গাহিতেছে—

"আধ বাটী—মদ পো—ড়ে গে—লো—
আধ বাটী—পো—ড়ে গে—লো, হায় গো,—"

ওই তাহার গান, তাহার—বিরাম নাই। মেয়েরা রাস্তার ধারে বসিয়া জটলা পাকায়,—পরণে এখন চওড়াপাড় মিহি সাড়ী, অল্প চুলে—জোগান দিয়া খোঁপা বাঁধা, দীপ্তিহীন চক্ষে—অন্ধকারের মাঝেও বক্ষের উদগ্র ক্ষুধা জ্বল জ্বল করে—। কিন্তু ওই জ্বল জ্বল চক্ষু শুধু ত মানুষের পথপানে চায় না,—চায়—সে রজতের ঔজ্জ্বল্যের পানে; চক্ষের ওই জ্বল জ্বল দৃষ্টির মাঝে শুধু বুকের ক্ষুধাই নাই—পেটের জ্বালায় ভোগের লিপ্সাও জ্বলে!

ওরা বলে—"কত ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম—পেটে খাব না,—গায়ে পরব না—ত করব কি—?"

লক্ষ্য যে ওদের অন্ধকারে ঢাকা—; ওদের পাপের ভয় শুধু দেবতার ঘরে উঠিতে, পূজাকরা ফুল পায়ে ঠেকিলে!

আর কোন পাপ—ওদের মনে ছাপ মারে না—; জীবনের ধারার তরে দুঃখ নাই—অনুশোচনা নাই,— আসলে পাপ পুণ্য মানে না।

সাবি কপালে হাত বুলাইয়া বলে—"উঃ—কপালটা ফুলে উঠেচে ভাই—" পাশের বাড়ীর মেজ বৌ—'মাইতুরী' চিবাইয়া চিবাইয়া বলে—

"কার পায়ে মাথা ঠুঁকে লো—!"

সাবি ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যের পিচ্ কাটে ;—"এত নেকন্, বলে যে সেই—পায়ে—ধরতে পারলে সখি—ঘুঁটে কুড়োতে পড়ে থাকি—।"

—"তবে—?"

—"ওই মুখপোড়া বুড়ো ভালুক—খাতাঞ্চী লো,—" বলিয়া হাসিয়া সারা, কৌতুকে কথা আর শেষ করিতে পারে না ;—"ঠুই করে ঠেলিয়ে দিলে, আর চোখের সে কি ইসেরা—স্যি মামা ডুবু—ডুবু—।" আবার হি হি হাসি—।

—"তুই কি বল্লি—?" কৌতুকব্যগ্র প্রশ্ন হয়।

—"সন্ধ্যে বেলার টাকা ভরা বাক্সটা দেবে ?—অমনি মুখখানা চুন, বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল—"

পাড়ার ভিতর পাঁচীর ঘরে কোলাহল উঠে,—জমাদার আর ফায়ারম্যানের গলা শোনা যায়—

—"খবরদার—!"

—"খবরদার—!"

সব ছুটিয়া যায় ;—তখন যুদ্ধ বাধিয়া গেছে—জমাদারের হাতে ঝাঁটা, ফায়ারম্যান একখানা বাখারী লইয়া পরস্পরকে মারে।

সকলে হাততালি দেয়,—হাসে—; পাঁচী গালি দেয়—"নেমে যা বলচি —আমার ঘর হতে,—বাঁশমুখো,—কালামুখো—! কি বিপদ মা,—ঝাঁটা গাছটা শুদ্ধ নিয়েচে,—দে তো ভাই পরী তোর ঝাঁটা গাছটা—"

কে শুনিবে—?

পশ্চিম পাড়ায় উচ্চতর শ্রেণীর বাস,—সেখানে আড্ডা বসে,—কোন দিন ছোট মিস্ত্রীর ঘরে,—কোন দিন ষ্টেশনের ধারের সেই বট তলায়—। গল্প করে—বুড়া ড্রাইভার—; খালি গা,—পরণে চৌকোনা ঘরকাটা লুঙ্গী, গলায় কাল কারে বাঁধা রূপার তক্তি ;—বাহুতে একটা, দক্ষিণ মণিবন্ধে

শুধু কার চার ফেরা করিয়া বাঁধা ;—প্রত্যেক পেশীটী সুপ্রকট, বুকখানা বোধকরি চল্লিশ, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি।

—"দেখো ভাই, হামারা উমর হুয়া বহত, দেখা হায় বহত ;—কেত্‌না ধরম-ঘট হুয়া, পঁহেলে কেতো আদমী ভুঁখাসে মর গিয়া,—দানা নেহি মিলা, পানি শুধু পানি পিয়ে—ধরম-ঘট চালায়া ;—আখের মে হুয়া কি কোই কো নোকরী গিয়া, কোই কে জেহেল হুয়া, যিসকো নোকরী নেহি গিয়া উসকা তলব কম হো গিয়া—"

ছোট মিস্ত্রী বলে—"সে ত বটেই, প্রথম যারা কষ্ট ক'রে গিয়েচে, তাদের দৌলতেই আজ যে টুক্ হয়েচে ;—

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—সাথে সাথে ফেলে সবাই,—সে দীর্ঘশ্বাস বোধ করি অতীতের সহকর্ম্মী নির্য্যাতিত বন্ধুদের প্রতি ওদের শ্রদ্ধাঞ্জলি—।

ফায়ারম্যান বলে—"আরে আজ কালতো—বহুত সুবিধা,—ধরমঘট বল্লেই হ'ল—।"

ছোট মিস্ত্রী বলে—"হ্যাঁ এখন আর—"

কথার উপর কথা দিয়া গোষ্ঠ বলে—"এখন আর তখন-এ তফাৎ বড় কিছু হয় নি ভাই। তখন ধমক দিয়ে কাজ সারত আর এখন ফন্দী ক'রে—

—"ফন্দী টন্দীতে বড় কিছু হবে না—আর, সে গুড়ে বালি—;"

—"বালি দিলে ওরা জলে গুলে গুড়ের পানা করে নিতে জানে ;—আচ্ছা মুখে ত বল—হীরে আর জিরের দামের তফাৎ মানুষের করা—"

—"আরে সেত বটেই, জানের দাম ত সবারই সমান ;—তবে সমান দামে আমরা বিকুতে পারি না—, সে দোষ কার বলব—?"

—"নসীবের—"

—"কে জানে—!" ছোট মিস্ত্রী বসিয়া ভাবে—, কথাটা ওর মনে ধরে না, দুর্ব্বল রিক্ত মস্তিষ্কও এর সমাধান করিতে পারে না, এর পর সমস্ত সংস্কারের তমসায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টি আর যায় না—।

গোষ্ঠ বলে—"দাদারে বুদ্ধি যার, বল তার, আর তুনিয়ার মালিক সে চিরদিন —।"

ড্রাইভার বলে—"জরুর, বুদ্ধিকে মারে সব হোতা হ্যায়—;—একদফে—কেয়া হুয়া শুনো—;—হুয়া কি এক দরখাস হামলোক দিয়া—কি,—দেশোয়াল ড্রাইবর, ফয়ারম্যান কো গ্রেড বাঢ় যায়,—ডিপার্টমেণ্টকো সব কোইকো সাথ সমান হো যায় ;—নেহিতো হামলোক কাম ছোড় দেবে—

—"ধর্ম্ম-ঘট হ'ল তাহলে'—"

—"নেই হোল,—দরখাসকে আচ্ছা হুকুম নেই, হোনেসে হোবে এই ঠিক হোল—হাঁ উসকে বাদ তিন ডিবিসবন সে তিন ডি. টি, এস—বাহাল হ'ল—দরখাস কে হাল মালুম করনেকে লিয়ে,—"

—"হ্যাঁ—হ'লত ঘোড়ার—ডিম—"

—"না ভেইয়া বহুত বাত আছে ;—হাঁ—হুয়া কি—ওহি তিন সাব লোক হুকুম দিয়া কি—সব ডিবিসন্ সে—দেশোয়াল আদমীর তিন তিন সর্দ্দার হাবড়ে মে ভেজ দেনা, হুঁয়া—সাব-লোককা সাথ বাত হোগা—। হ্যাঁ দেশোয়াল লোক ত গেইলো. থাট্ কিলাস মে—; ময়লে ওদের লুগা, বিড়ি পি-তা—উ লোক জরুর থাট কিলাস—মে যাবে—। হাঁ হাবড়ে মে মুলকাত তো হুয়া—। দেশোয়াল লোক বোলা, সাব দেখো,—ভুঁখা মে ময়লোক মর যাতা, লুগা না মিলতা ; মে-লোগন কা তিয়াষ কো পানি না মিলি—দেশোয়াল মাটী, পাথল তোড়কে লাইন বানাতা, উসকে শিরমে লোহে গিরতা, কাঠ গিরতা—জান দেতা,—আওর···; সাব বোলা—ই তো ঠিক বাত, জরুর তুমহারা তলব বাড় যায়ে গা—।"

গোষ্ঠ বলে—"ব্যাস—ওই বলে ভুল্কি দিয়ে চলে গেল,—"

—"নেহি উস বখত টিফিনকা টায়েম হুয়া রহা,—সাব বোলা বহুত

আচ্ছা টিফিন কো বাদ ইয়ে বাত হোগা, যাও বাবালোক তুম্ লোগ ভি টিফিন করকে আও; সাব সব কই কো এক এক রূপেয়া দিহিস—। টিফিনকে বাদ সব পহিলে পুছা—কি—তুম কেয়া খায়া, কেতনে কো খায়া ;—কোই খায়া—চার পয়সে কা সত্তু, এ পয়সে কা নিমক,—পয়সে ভর মরচাই ;—কোই খায়া চার পয়সে কা চানা,—লেকেন দো আনে কা জাস্তি কোই নেই খায়া,—আওর চৌদ্দা আনা—কই জেবমে, কোই লুগামে বাঁন্ লিয়া—। সাব বোলা—ময় কেতনে কো খায়া জান তা ;—চার রূপেয়া কো—ও—হি মে বস্ সব মাট্টী হো গিয়া—তলব কুছ যাস্তি মিলা, লেকেন সমান না মিলা।"

"—বা—রে! আমার মেহন্নত—তার দাম আমি পাব,—সে পয়সা খরচ করি না করি আমার খুসী—।"

—"বেশী খেতে, ভাল খেতে কেউ জানে না, ভাল বাড়ীতে থাকতে কেউ ভাল বাসে না—।"

—"ওহি তো ভেইয়া, খায়া নেহি কাহে, রূপেয়া ভোর খানে সে তো জরুর—বহুত জাস্তি তলব মিল যাতা—।"

—"নেহি মিল তা,—টাকা ভর খেলে কি ব'লত জান, ব'লত, যত পাবে ততই খাবে,—পয়সা তোমরা রাখতে জান না—দিয়ে কি হবে ?—"

—"আরে বাপু এতদিন না খেয়ে যে পেট মরে আছে, আজ যে খেতে ভয় লাগে,—হজম হবে না,—মনে যে হয়ই না এমনি ভাল চিরদিনই খেতে পাব।"

—"ভেইয়া হুয়া তো লেকিন এহি ;—আর ইয়ে হাল উলট্ যাগা কব, কৌন জানতা…।"

ছোট মিস্ত্রী কহে,—"আবার তোমরা বলো—;"

—"বাত চলতা হায়,—মালুম হোতা ধরমঘট চলেগা—তামা—ম

দেশোয়াল এক সাথ মে কাম ছোড় দেগা ।– চার বাবু আয়া থা—উ রোজ, —মুস্কিল কে বাত ইয়ে হ্যায় কি গরীব আদমী তামাম,—ধরমঘটকে বখ্ত খানে নেহি মিলতা– ! বাবু লোক– কুছ্ কুছ্ দেতা হ্যায়,—হাম লোককা তরফ সে বাত ভি করতা– হ্যায় ;—আওর কোই কোই ঘুষভি খা লেতা হ্যায় ।”

—“উ—লোক জরুর ঘুষ খায়ে গা ভাই ;—বিনা গরজে ওরা এক পা হাঁটে না—।” গোষ্ঠর মনে জাগে জমিদারের কথা,—মহাজনের কথা সকলেরই মনে জাগে !

দোষ নাই ; যুগ যুগান্তর যাহারা ইহাদের লুটিয়া খাইয়াছে তাহাদের বিশ্বাস করিবার মত শক্তি এদের নাই ; কথাটা এত খোলা ভাবে এরা বুঝে না, কিন্তু জন্মগত সংস্কার—এ অহি নকুলের জন্মগত বিরোধের মত !

হঠাৎ ছোট মিস্ত্রী বলে—“তোমরাও লাগাও, আমরাও লাগাব, ধর্ম্মঘট করন– জরুর করব ;—সারাদিন খেটে এক টাকা, বার আনা, আট আনা পয়সা,—নেহি চলে গা । জরুর ধর্ম্মঘট করব ।”

গোষ্ঠ কহে—“মুস্কিল ওই বাউড়ী বেটাদের নিয়ে ;—কিছুতেই থামবে না,—ওরা বলবে বে—শ চলচে ভাই, কে হাঙ্গামা করে ।”

—“না করে ত মজা দেখাব !”

রাত্রের কথা—রাত্রের অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকে, না অভাবের তাড়নায় বুকের মাঝে কর্ম্মের সময়ে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে কে জানে—;

প্রভাতে আবার সব কাজে ছোটে—।

সারাটা দিন আবার গা দিয়া ঘাম ঝরে,—দুরন্ত রৌদ্রে দেহ তাতিয়া উঠে—, আগুণের আঁচে ঝলসায়, বুকের রক্ত শুকায়—।

কাজের শেষে—বেলা চারটায়– আবার অবসন্ন দেহে আসিয়া আপিস ঘরে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়–।

খাজাঞ্চীর তবু অবকাশ হয় না, বলে,—

"দাঁড়ারে বাপু, যোড়ায় চড়ে এলি যে সব—! তিন পয়সা আর দু পয়সা পাঁচ পয়সা ; আরে গেল, এই চাপরাশী—ই লোককে—ভাগা দেও তো—।"

আফিস ঘরের ঘড়িটা অবিরাম চলে টুক্‌টাক্ টুক্‌টাক্—সে হিসাব দেয়—দিনের এগার ঘণ্টা—বারো মিনিট—ছত্রিশ সেকেণ্ড গেল—;—

গোষ্ঠ বলে—"চারটে বেজে বারো মিনিট,—গোটা দিনটাই গেল"—

ছোট মিস্ত্রী বলে—"একটা দিন যায়—আর আমাদের পেরনাই যায় কদিন তার হিসেব ও ঘড়িতে মিলবে না—।"

সত্য কথা—, ইহাদের জীবনের যে কত ঘণ্টা গেল—তার হিসাব—ওই ঘড়িটা দিতে পারে না,—সে গতিতে ছুটিতেও পারে না—।

সে দিন তখন দশটা বাজে,—

বয়লারের গর্ভে আগুণ জ্বলে,—উৎপাদিত বিপুল শক্তি গুম্ গুম্ শব্দ করে—;

শ্রমিকের দল আপন আপন কাজে লাগিয়া যায়—;

কলের ছোট্ট বড় চাকাগুলা ঘুরিতে সুরু করে, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত,—দ্রুততর—;

দাঁতওয়ালা চাকাগুলা দাঁতে দাঁতে মিলিয়া অবহেলে ওই বিরাট লোহার রাজ্য চালাইয়া চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই,—বিরক্তি নাই,—অবসাদ নাই—!

গোষ্ঠ বয়লারটার পানে তাকাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলে,—

"ঠিক ওই ভুঁড়ে মালিকদের মত,—দুনিয়াটা—দাঁতে দাঁতে টেনে গিলেই চলেচে, গিলেই চলেচে ;—অরুচি নাই,—বিরাম নাই—, অবিরাম—।"

একটা ছেলে আসিয়া ক'খানা কাগজ দিয়া যায়,—গোষ্ঠ কহে—"কি—রে—!"

ছেলেটা সরিয়া যাইতে যাইতে কহে—

"চুপ্—; ম্যানেজার দেখতে পাবে, পড়ে দেখ না,—"

গোষ্ঠ কাগজটা পড়ে—

"শ্রমিক মিলিত হও,—"

গোষ্ঠ তাচ্ছিল্যভরে কাগজখানা বয়লারের মুখে ফেলিয়া দিল,—সেখানা অগ্নিগর্ভ লৌহপুরীটার আঁচেই হইয়া গেল তামাটে,—সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়াইয়াও গেল—। এমন কাগজ প্রায়ই পাওয়া যায়—ঐ বাবুরা দেয়।—

অন্য একজন ফায়ারম্যান কিন্তু ওটা মন দিয়া পড়ে ;—

এমন সময় সেখানে আসিয়া পড়িল মান্দ্রাজী ম্যানেজার,—

ম্যানেজার আসিয়াই কহে—

"সব ঠিক হ্যায়—টিণ্ডাল ?"

হেড ফায়ারম্যান,—টিণ্ডাল,—সে সেলাম বাজাইয়া কহে—

"হ্যাঁ হুজুর,—সব ঠিক হ্যায়—।"

"ষ্টীম্ কেত্না—?" বলিয়া ম্যানেজার নিজেই উপরের মিটারটার পানে চাহিয়া দেখে—।

সহসা ম্যানেজারের নজরে পড়ে—ঐ ফায়ারম্যানের হাতের কাগজখানা, —উত্তপ্তকণ্ঠে সে কহে—

"উ—কেয়া হ্যায়—?"

ফায়ারম্যানটী কহে—"একঠো কাগজ—হুজুর—।"

—"কেয়া লিখ্খা হ্যায় উসমে—?—মিল তোড় দেও,—**Strike**—চালাও।"

—"নেহি হুজুর,—এক সাথ মিলনেকো লিয়ে—লিখ্খা হুয়া হ্যায়,—"

—"হ্যাঁ—হাঁ—ওহি বাত হ্যায়,—ইউনিয়ন করনেকে লিয়ে—লিখ্খা হ্যায়।—কোন দিয়া—হ্যায়—?"

—"রাস্তমে -- মিল গিয়া হজুর—"

—"Liar—, ঝুটা বাত ,—সচ্ কহো,—"

এবার ও—মাটীতে পা ঠোকে—,

অগ্ন্যুত্তপ্ত শ্রমিক,—তারও প্রাণে—এ—আঘাত—সয় না,—তার মনে হয়—ও—লাথি মাটীর বুকে ত নয়—, ওদেরই বুকে—পড়িল ;—গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে—

"গারি মৎ দেনা হজুর,—"

ছোট মুখে বড় কথায় ম্যানেজারেরও মেজাজ গরম হইয়া উঠে,—সে হাতের বেতটা সপাং করিয়া গোষ্ঠর পিঠে বসাইয়া চলিয়া যায় ;—

যাইতে যাইতে সহসা কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটা টাকা গোষ্ঠর দিকে ছুড়িয়া দিয়া আবার চলিয়া যায়,—যাইবার সময় মোলায়েম সুরে বলিয়া যায়—

"ওইসিন কাগজ মিলনেসে বয়লার কো অন্দর ফেক্ দেনা,—মগজ বিগড় যায়ে গা—।"

বেতের জ্বালায়,—অপমানের দাহে গোষ্ঠ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে—ওই বয়লারটার শব্দ যেন ওর আহত বুকের মাঝে বাজে—; ক্ষণ পরে সহসা বয়লারটার ঢাক্‌নিটা খুলিয়া, অপমানের দাম,—ওই তাচ্ছিল্যভরে ছুড়িয়া-দেওয়া টাকাটা বিরাট অগ্নিতাণ্ডবের ভিতর ফেলিয়া দেয়।

রূপাটা গলিয়া গলিয়া গড়াইয়া জ্বলন্ত বয়লার চাপের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যায়,—গোষ্ঠ একদৃষ্টে তাই দেখে ;—

টাকাটার ওই গতিতে তবু ওর মনে সান্ত্বনা আসে !

মুক্ত দ্বারপথে বয়লারের আগুন যেন বিকট শব্দে বিশ্বগ্রাসে আগাইয়া আসিতে চায় -।

রক্ত চক্ষে গোষ্ঠ আপন মনেই কহে—"পারবি, বাইরে এসে সারা

সৃষ্টিটা অমনি করে গলিয়ে ফেলতে পারবি!—দূর দূর, লোহার ঢাক্‌নিটাই কাটাতে পারিস না, তা সারা সৃষ্টি—; মানুষের গোলাম তুই—; আবার বলে 'আগুণ দেবতা'—।"

অসম্ভব জোরে সে লোহার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বলে "মর, ওরই ভেতর গুম্‌রে গুম্‌রে মর।"

অন্য সঙ্গী কটা ওরই পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে, একটা সহানুভূতির দৃষ্টি সকলেরই চক্ষে, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার ভাষা যেন পায় না,—অক্ষমতার দোহাই দিয়া সান্ত্বনা দিতে মনও বুঝি ওদের আর উঠে না, গোষ্ঠ আপন মনেই বুকের উষ্ণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া যায়—

"ঠিক, আমাদেরই মত,—বুকের আগুণ বুকের মাঝে অমনি গুম্ গুম্ করে, বেরিয়ে আসতে পারে না—।"

এইবার টিণ্ডাল একটা কথা খুঁজিয়া পায়, সে কহে,—

"আসবে রে আসবে একদিন; বাবুরা বলে শুনিস নি—?" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে গোষ্ঠ বলে—

"হ্যাঁঃ—বেরুবে যেদিন সেদিন আর এই হাড় পাঁজরা গুলো থাকবে না—। আমাদের পোড়াতে আর আগুন লাগবে না,—আর পোঁড়াবেই বা কে—?—টেনে ফেলে দেবে, মাটীতে হাড়গুলো মিশে যাবে, মাংস খাবে শেয়াল শকুনি—;"—

টিণ্ডাল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে—

"নাঃ—এর বিধান করতেই হবে—"

গোষ্ঠ হাসে, অবিশ্বাসের হাসি—।

টিণ্ডাল বলে, "চল আজ বাবুদের কাছে যাব, ওরা বলে সভা করলেই এর উপায় হবে; সব কেঁচো হয়ে যাবে—।"

অন্য একজন ফায়ারম্যান বলে—

"হ্যাঁ,—ওদের কাছে যাবি, ওরা তোদের বুকের ওপর বসে খাবে,—আমি দু'দুবার দেখেছি, আমাদের দিয়ে ধর্ম্মঘট করালে, আর শেষে ওরাই ঘুষ খেয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করলে—। ও বাবা—এক সাপের দু'টো মুখ,—যেমন মালিক—তেমনি ওই বাবুরা—।"

টিণ্ডাল ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া কহে—

"না—না—না, ওই যে শিবকালী আর সুরেন বাবু—ওই যে রে খদ্দর পরে, আমাদের পাড়ায় যায় মাঝে মাঝে, ওরা তা' নয়। পাপী আদমীর চেহারাই আলাদা হয় রে,—আর মহাত্মাজীর শিষ্য ওরা—। এই—ছোকরা এই—!"

ও পাশের কর্ম্মরত ছোকরাটা এ পাশ ও পাশ চাহিয়া দেখিয়া ছুটিয়া আসে; হেড ফায়ারম্যান বলে—

"যা ত' বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী, আর রামকিষণ এদের বলে আর যেন টিফিনে সব এইখানে আসে,—কাজ আছে, বাড়ী না যায়—।"

ছোকরাটা বলে—"সায়েব যদি দেখে—"

টিণ্ডাল, কলে দিবার তেলের চুঙ্গীটা ওর হাতে দিয়া কহে, "এইটে হাতে করে যা—।"

ছোঁড়াটা চুঙ্গী হাতে চলিয়া যায়।—

'বারোটায় ভোঁ বাজে, টিফিনের ছুটীর সিটী,—সিটীটা আজ হয় অনাবশ্যক দীর্ঘ,—আর ঘন, ঘন,—; ফায়ারম্যান গুলির মন যেমন উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে—'সাথীরা আয়—আয়',—বয়লারের বাঁশীর সুরে তেমনি ভাবা ওরা ফোটাতে চায়,—মনে করে এই অভিনবত্বের মাঝে আহ্বানের ইঙ্গিতটা সাথীরা বুঝিবে।

বড় মিস্ত্রী আসে,—তেমনি নিষ্প্রভ দৃষ্টি,—যন্ত্রচালিতের মত ভাব :—ছোট মিস্ত্রী আসে—গান ধরিয়া—

"আর বাঁশী বাজায়ো না শ্যাম।"

"কি, সব খবর কি ?—কিছু পেয়েছিস না কি,—খাওয়াবি ?"

গোষ্ঠ বলে—"ভাগ নিবি—? এই দেখ্—;" বলিয়া পিঠটা খুলিয়া দেখায়, রক্তমুখী দড়ির মত দাগ—! কথায়, চোখে, ওর ব্যথার জ্বালা ফুটিয়া বাহির হয় ;—যেন বয়লারের মুখের ঢাকনিটা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

তার আঁচটা ওদেরও উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

বড় মিস্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে কহে—"কে—মেলে ?"

"—ছোট ম্যানেজার—"

"—চল বড় সায়েবের কাছে যাব—"

টিণ্ডাল বলে—"হ্যাঁ—ওদের কাছে গিয়ে ত সব হবে—, সব মুখ শোঁথাশুঁথি হয়ে যাবে,—ও হবে না—।"

—"তবে—?"

—"আমি বলছিলাম—চল বাবুদের কাছে চল—"

ছোট মিস্ত্রী ঘৃণার ভঙ্গীতে কহে—"দূর, ওরা আমাদের চেয়েও ভেড়া—"

হেড ফায়ারম্যান বলে—"তবু ওরা আমাদের দিক তাকাবে, ওরাও চাকর, আমরাও চাকর, বুঝলি—! আর যদি ঠকায়ই ওরা, তা হ'লে ওদের উপকারও তো হবে—"

অসহিষ্ণু ভাবে ছোট মিস্ত্রী কহে—"তা হবে না বাবা, ও সব আমি বুঝি না,—যদি ঠকায় আমাদের, তবে জান নেব—স্পষ্ট কথা আমার—; —রাজী হয় তবে আমরা ওদের কাছে যাব।"

টিণ্ডাল বলে—"না রে, শিবকালী বাবু, সুরেন বাবু ঠকাবার আদমী নয়, ওরা মহাত্মাজীর চেলা—",

ছোট মিস্ত্রী বলে,—"বিশ্বাস আমি কাউকে করিনে, সে চেলাই হোক

আর ফেলাই হোক—; আমাদের ভাতে মারে, আমরা হাতে মার্‌ব—, এই বোঝা পড়া হয়,—রাজী আছি।”

—“তোর মনের দোষ, বুঝলি—”

—“ঠকে’ আর ঠেকেই মানুষ শেখে; মুখ দেখে মন বোঝা যায় না—বুঝলি। বিশ্বাসের কাল নাই আর, যাকে বিশ্বাস করবি—সেই ঠকাবে; খাঁটী কথা—। আর দোষ দিস আমার!”

কথাটা সত্যই খাঁটী;—দোষ কার?

বঞ্চিতের—, না বঞ্চকের?—

যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই ক্ষুধাতুরের দল শুধু যে স্বার্থেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে তা তো নয়;—যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের একটা পরম আশ্বাস, শান্তি—,—সে টুকুতেও দুনিয়া এদের নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।—

তাই এই রত্নভরা সারা বসুন্ধরা ওদের চোখে—আজ শুধু মেকী, আর ফাঁকি ছাড়া কিছুই নয়।

যুগযুগান্তরের বঞ্চনায় আজ ওরা অন্তরে বাহিরে রিক্ত;—হাহাকার আজ ওদের বাণী;—

বঞ্চনার ভয়ে ওরা ত্রস্ত;—

অবিশ্বাস—আজ ওদের সংস্কার!

বড় মিস্ত্রী বলে—‘ওরে এতটা অবিশ্বাস ভাল নয়;—’

ওর সংস্কারগত বিশ্বাস আজও মরেনি,—বড় মিস্ত্রী আবার বলে—“দুনিয়াকে আর বিশ্বাস রইল না,—এরপর বাপও আর ছেলেকে বিশ্বাস করবে না।—”

ছোট মিস্ত্রী বলে,—“করবে নাই ত; তোমাদের সে এক কাল গিয়েচে, লোকে বিশ্বাস করে ঘরের কোণে লুকিয়ে টাকা ধার দিয়ে এসেচে;—পাওনা-দার মরে গিয়েচে, দেনদার তাঁর ওয়ারিশকে টাকা দিয়ে এসেচে;

আর আজ,—ঘোরো দেখি সারা বাজারটা, একটা লোক সত্যি কথা কয় ? দোকানী দাম বলে চার ডবল,—খদ্দের তাতেই রাজী, মতলব হচ্ছে তার ফাঁকি দেবার, মিথ্যে বই সারা বাজারটায় কিছুই নাই। আর আমরা—, —আমাদের গলাত' সবাই কাটে, মালিক কাটে, খাজাঞ্চী কাটে, দোকানী কাটে,—তুমি আমার কাট, আমি তোমার কাটি—;—অবিশ্বাসের দোষ আছে—?"

বড় মিস্ত্রী ভাবে,—সমস্ত শ্রোতার দলও নির্ব্বাক হইয়া ভাবে।

হেড ফায়ারম্যান নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহে—"তা বেশ তো, আমাদের ওদের সঙ্গে মিলে কাজ কি আছে;—ওদের পরামর্শ নিতে তো দোষ নাই—ওদের একটু খাটিয়ে নে না।"

বড় মিস্ত্রী বলে—"সেই ভাল—চল ওদের দুজনকে সন্ধ্যেতে আমাদের ওখানে যেতে বলে আসি—।" দল বাঁধিয়া সব বাবুদের বাসার দিকে যায়।

শিবকালী কেরাণী, আর সুরেন টাইপিষ্ট।

পাঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স;—শতকরা আশীজন বাঙালীর ছেলের মতই দুর্ব্বল দেহ; কিন্তু চোখে স্বপ্ন,—বুকে আশা।—চোখ হইতে মাঝে মাঝে আগুণের ঝলকও বাহির হয়;—সহকর্ম্মীরা শিহরিয়া উঠে কিন্তু আড়ালে ব্যঙ্গ করিয়া বলে—"ভারত উদ্ধারের দল—"

সুরেন বলে—"আমরাই তার ভিত্তি গেড়ে যাব—।" সুগভীর বিশ্বাস ওর বাক্যের প্রতি অক্ষরের মধ্যে রণ রণ করিয়া বাজে, সে ঝঙ্কারে সহকর্ম্মীদের ব্যঙ্গ মূক হইয়া যায়।

শিবকালী বলে—"সে শুভ প্রভাতের আলোর রেশ আকাশে লেগেচে,

আকাশ লাল্‌চে হয়ে উঠেচে। এত বড় দুর্দ্দশা—একটা এমনি বড় উন্নতির ইঙ্গিত নিশ্চয় করচে।"

ওর কথার বেশ অর্থ হয় না, তবু সহকর্ম্মীদের কেমন ভয় করে, অদূর ভবিষ্যতে একটা জীবন মরণের যুদ্ধের ছবি মনে জাগিয়া উঠে—;—

আবার বুকের এক কোণ হইতে লুপ্তপ্রায় একটা উত্তাপও যেন জাগিয়া উঠে, খানিকটা উত্তেজনাও যেন লাগে, তারাও ভারত উদ্ধারের কথা কয়—

—"নাঃ—আর বেশী দেরী নাই—।"

একজন বৃদ্ধ কহে—"তাও আমাদের নাতির আমলের আগে নয়।"

—"দেশবন্ধু থাকলে কিন্তু আরও আগে হ'ত— ।"

—"মহাত্মাই কি করেন দেখ— ।"

খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক একটী ছোকরা বলে—

"—মহাত্মা কি হে,—'অর্দ্ধ' উলঙ্গ রাজদ্রোহী ফকির-বল।"

থিয়েটারে 'হিরোয়িনে'র পার্ট করে রমেশ,—সে ভাবাবেশে গান ধরে—"আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য—আমরা ঘুচাব মা তোর ক্লেশ।"

একজন বলে—"আন, আন ডুগিতবলা আন হারমোনিয়ম আন,—আসর পাত,—তা' না—ভারত আর ভারত—;—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কাজ কি বাপু? ভারত উদ্ধার হলে তোদের কি রাজ্য লাভ হবে শুনি—?"

খবরের কাগজের পাঠক ছোকরা উষ্ণ হইয়া কহে—"কি বল্লে—কিছু হবে না?—"

—"কি হবে শুনি?—জিওগ্রাফিতে পড়নি ধনমণি যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা আমরা অনুভব করিতে পারিনা; কেমন না একটী বলের উপর একটী পিপীলিকা ছাড়িয়া দিয়া উহাকে যে ভাবেই

ঘুরাও না কেন, পিপীলিকা তাহার গতি বুঝিতে পারে না ;—বাবা—আমরা হলাম পিপীলিকা,—

স্বাধীনতা অধীনতা কোন ভেদ নাই দাদা কোন ভেঁদ নাই,
কলম পিশিয়া যাই—কলম পিশিয়া খাব—
বাঁশরী বাজাব শুয়ে যেমন বাজাই।”

এর পর আর মতভেদ থাকে না,—ওরা বাঁশীই বাজায়। স্বপ্নপ্রবণ তরুণ দুটী তখন ঘরের মাঝে বসিয়া শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার কর্ম্মপন্থা ছকে—;—

শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টাও ওদের ছিল,—গোষ্ঠ এখানে আসিবার পূর্ব্বে ওরা দুজনে শ্রমিকদের আড্ডায় যাইত ; ওদের মত হইয়া মিলিবার চেষ্টা করিত,—কিন্তু মিলিত না। ওরা যাইতেই গায়কের গান বন্ধ হইয়া যাইত,—কিষণলাল ঢোলকটা পাশে সরাইয়া রাখিত ;—

সুরেন কহিত—“রাখলে কেন, লাগাও—লাগাও,—আমরাও শুনি।”

ওদের বিছানাতেই বসিয়া পড়িত, কিন্তু ওদের তাহাতে বিষম আপত্তি ;—

বড় মিস্ত্রী একখানা ময়ূর-আঁকা জাপানী মাদুর বিছাইয়া কহিত, “ওখানে নয় বাবু, এখানে বসুন, এখানে বসুন।”

ব্যবধান একটা থাকিয়াই যায়—।

ফিরিবার পথে দুই বন্ধুতে তাই লইয়া আলোচনা হইত,—

সুরেন কহিত,—“এ ব্যবধান আমাদেরই স্বখাত-সলিল—থাক্, এ ব্যবধান পূরিয়ে ফেলতে হবে। অসহিষ্ণু হলে চলবে না,—দশ দিন, বিশ দিন, দুমাস, ছমাস, একদিন ভুল ভাঙতে বাধ্য। হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, হতাশ হয়ে, অসহিষ্ণু হয়ে ফিরিয়ে নিলে চলবে না,—একদিন ওরা সে হাত ধরবেই।”

শিবকালী কহে—"নিশ্চয়, এই যে একটা স্বাতন্ত্র্য, এই সে মিলনের সূচনা—;—দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিষেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে;—বৈশাখের শুষ্ক নদী—শ্রাবণের বন্যার পূর্ব্বাভাষ।"

এদের এই আসা-যাওয়াটা কিন্তু শ্রমিকদের বেশী দিন ভাল লাগিল না;—সন্দিগ্ধ চক্ষে, অধঃপতিত মনে নানা কথা জাগিয়া উঠিল;—ফলে এমন কুৎসা তাহারা রটাইল, যে সুরেন শিবকালীকে যাওয়া আসা বন্ধ করিতে হইল,—কিন্তু রাগ করিল না।

সহকর্ম্মীরা ইঙ্গিত করিল,—"বাবা সিংকিং সিংকিং ওয়াটার ড্রিংকিং!"

সেটা কিন্তু প্রত্যক্ষে নয়,—পরোক্ষে।

সুরেন সে কথা শুনিয়া আগুণ হইয়া উঠে;—শিবকালী কিন্তু ফুৎকারে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিয়া কয়—"ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্ট্যাল—"

সেদিন শিবকালী আর সুরেন টিফিনের ছুটীতে মেসে বসিয়া ওই কথাই কহিতেছিল,—ও ঘরে বাবুরা বসিয়া তামাক টানিতেছিল;—এমন সময় শ্রমিকের দল আসিয়া সেলাম জানাইল;—

শিবকালী আপনার ও সুরেনের বিছানা দুইটা টানিয়া পাতিয়া দিয়া কহে—"বোস—বোস, মিস্ত্রী বোস সব—।"

বড় মিস্ত্রী জোড় হাত করিয়া কহে—"মাপ করবেন বাবু, তেল কালি, কয়লায় গায়ে একটা খোলস পড়ে গিয়েচে, বসলে বিছানাই মাটী হবে—আমরা এসেচি, একবার সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ওখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে—"

সুরেন কহে—"কি ব্যাপার হে মিস্ত্রী—?"

"—আজ্ঞে সেই খানেই বলব সব,—যাবেন তা হলে,—যেতে বলতে মুখ ত আমাদের নাই,—"

শিবকালী হাসিয়া কহে—"সে জন্যে লজ্জিত হ'য়ো না মিস্ত্রী, পাঁচ জনের মন ত সমান নয়,—তাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয় ;—তা যাব আমরা ; তবে কি জন্যে যেতে হবে জানা থাকলে সুবিধে হ'ত— ।"

ছোট মিস্ত্রী কহে—"আমরা একটা সভা গড়তে চাই,—তবে আপনারা শুধু গড়ে দেবেন, আপনাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না— ।"

শিবকালী ছোট মিস্ত্রীকে আবেগে আলিঙ্গন করে—

বড় মিস্ত্রী কহে—"কালি লাগবে বাবু—কালি লাগবে— ।"

শিবকালী কহে—"মিস্ত্রী, কালি-লাগা জামাটা আমি রেখে দোব। এ কালি আমি মুছব না— ।"

সুরেন কহে— "আর আমাদের গায়ের কালি বড় মিস্ত্রী, এবে চামড়া না তুললে উঠবে না ; কালিতে লজ্জাই বা কি, আর—ক্ষতিই বা কি ?"

ছোট মিস্ত্রী বলে—"আমরা কিন্তু কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা করব"—সরল ব্যবহারে—ছোট মিস্ত্রীরও ওদের বেশ ভাল লাগে—।

সুরেন কহে—"বেশ—বেশ—, বহুত আচ্ছা,—খেতে আমি খুব ভাল বাসি—"।

শিবকালী কহে—"আর আমি বুঝি বাসি না,—আমি বুঝি মার খেতে,—গাল খেতে ভাল বাসি—!"

সকলে হাসিয়া উঠে,—লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া সকলে কেমন একটা সরল আত্মীয়তার সরস সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়—;—ওই লঘু-হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়াই বুঝি প্রথম আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়,—ক্রমে সে গভীরতার মধ্য দিয়া সুদৃঢ়, বিরাট হয় ;—

বীজ উপ্ত হয় স্বল্প মাটীর নীচে,—গাছ বড় হয় তখন মূল চলিয়া যায় মাটীর গভীরতা ভেদ করিয়া সুদূর অন্তরে—, অন্তরতম প্রদেশে—।

ওদিকে সিটি বাজে—কাজ, কাজ, কাজ ;—

শ্রমিকের দল চলিয়া যায়।

হেড ফায়ারম্যান বলে—"দেখলি কেমন লোক—!"

বুড়া মিস্ত্রী বলে—"ওরা বুকে করে নিতে চায়,—আমাদেরই বিশ্বাস হয় না,—আর আমাদের বুকে কাঁটা আছে—সহ্যও হয় না—।"

ছোট মিস্ত্রী বলে,—"পাড়াগাঁয়ের বাবু বোধ হয়;—তাই এমন ধারা। পাড়াগাঁয়ে মুচীও গ্রাম সুবাদে মামা হয়।"

গোষ্ঠ একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে,—আজ তাহার গ্রামকে মনে পড়ে, রমাপতি মাষ্টার, মুদী খুড়ো, যোগী কত্তা; সত্য, সেখানে অভাব থাক, নিদারুণ হতাশা থাক—তবু মমতা ছিল—।

আবার আপন আপন কাজে লাগিয়া যায়,—

ঐ আগুনের সাথে লড়াই করিতে করিতে মন আবার হাল্কা হইয়া উঠে;—গোষ্ঠর মুখেও গান আসে,—হাসি ফোটে—;—

এতক্ষণে সে হেড ফায়ারম্যানকে বলে—

"যাই বল বাপু এও বেশ,—খাই দাই কাম বাজাই,—ধার কারুর ধারি না—। আর এ কাম—কি,—একটা দৈত্যির সাথে লড়াই—।"

কর্ম্মের মাঝে—একটা আনন্দ আছে, আত্মপ্রসাদ আছে যে!

সেই দিনই সন্ধ্যায় শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হইয়া যায়;—বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী, টিণ্ডাল, কিষণলাল, গোষ্ঠকে লইয়া এক পঞ্চায়েত গঠিত হয় ওদের—।

কত নতুন নিয়ম কানুন হয়—;—

বেশ একটা আনন্দও পায়,—কি যেন গভীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করে।—

বাবুরা বলে—

মাটির বুক চিরে ফসল ফলায় কা'রা—?—

তোমরা—।

আগুনের সাথে লড়াই করে'—কল চালায় কা'রা ?—

তোমরা—।

মাটীর ভেতর খনির অন্ধকূপে—সোণা,—রূপো, হীরে জহরৎ খুঁড়ে বের করে' কারা—?—

তোমরা—।

তোমরা হ'চ্ছ ছুনিয়ার হাত,—তোমরা ছুনিয়ার মুখে আহার তুলে দাও, তবে ছুনিয়া খায়—।

কথাটায় মনের ভেতর ওদের অহঙ্কার জাগে,—কিন্তু সাথে সাথে নিজেদের এত বড়, এত শক্তিমান ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে,—নিজেকে যেন নিজেরই ভয় হয়—।

বুড়ী সাবা বাউড়িণী বলে—"না বাপু, ও আবার কি কথা—আমরা গরীব মানুষ,—গরীবের মত থাকব,—না বাপু, ভয় লাগচে আমার—"

সভার কাজ সারিয়া—তরুণ ছুটীও ফেরে—নীরব, নিস্তব্ধ,—ওরাও ভাবে।

সহসা সুরেন কহে—"ওদের এখন চাই—'সেল্‌ফ-কনশাস্‌নেস্‌';—আত্মবিস্মৃতি না টুটলে জাগরণ আসবে না;—শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে তা হবে না—; নাইট স্কুল ষ্টার্ট করে ফেলা যাক।"

শিবকালী কহে—"এদের তরে তার প্রয়োজন নাই, সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। —লঘু মেঘ—সে হ'ল বাষ্প,— তার মধ্যে শত সাধনাতেও বজ্রের সন্ধান পাবে না, কিন্তু ঝড় এসে তাদের মিলিত করে দেয়—বর্ষণে বজ্রে ধরণী সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে।"

যুগ যুগান্তরের উচ্ছৃঙ্খল শক্তি কিন্তু একদিনে সংযত হয় না—;—দূর দূরান্তরের প্রবাহমানা নদীর ঘূর্ণীভরা বন্যা সহসা বাঁধনে বাঁধা যায় না,—

ওদের আজন্মের উদ্দাম দুর্দ্দম প্রকৃতি নিয়মের বাঁধন মানিতে চায় না। দল আবার ভাঙ্গিতে সুরু করে,—এক দিনের কথার ঘায়ে জাগানো অনুভূতি ধীরে ধীরে সুপ্ত হইয়া পড়ে—।

বাউড়ীর দল আগে ভাঙিল ;—

একদিন ওরা আসিয়া কহিল—"তোমাদের সঙ্গে আমরা আর নাই বাপু,—"

বড় মিস্ত্রী বলে—"কি—হল কি, কেন থাকবি না কেন—শুনি—?"

"—মানতে হয় আমরা মালিককে মানব,—তোমাদের কেন মানব—? —খেতে পরতে দাও তোমরা—?"

—"আরে শোন্, শোন্,—তোরাই সব পঞ্চায়েত হবি আয় না,— আমরা ছেড়ে দিচ্ছি—।"

কে সে কথা শোনে,—ওরা কিছুতেই মানে না—জবাব দিয়া চলিয়া যায়—, তখন পাড়ায় ওদের মহোৎসব চলিতেছে, মালিক পক্ষ আজ মদের জন্য করকরে দশ টাকা বকশিস করিয়াছে—।

সুরেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করে,—কিন্তু কিছু হয় না ; ভাঙ্গা দল আর জোড়া লাগে না—।

শিবকালী কহিল—"কেন মিছে চেষ্টা করছ সুরেন,—চাপ না পড়লে ওরা এক হবে না—; দেখেছ, আকাশে মেঘ আসে চলে যায়, কিন্তু যেদিন বায়ুপ্রবাহ চাপ দেয়—সেদিন বিচ্ছিন্ন মেঘমালা—জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে—।"

সুরেনও যাওয়া আসা ছাড়িল।—

আবার যা ছিল তাই—;—সেই নেশা, নাচ, গান,—তাণ্ডব, কোন রূপে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া,—জীবনের দিন কয়টাকে ক্ষয় করা।

হঠাৎ কাজের চাপ পড়ায় কোম্পানি শ্রমিকদের কাজের সময় সাময়িক ভাবে একঘণ্টা বাড়াইয়া দিল,—মজুরীও বাড়িল—, কিন্তু সে বাড়া অতি সামান্য—; বিশেষ সারাটা দিন পরিশ্রমের প্রচণ্ড ক্লান্তি, অবসাদের মধ্যে আরও একঘণ্টা পরিশ্রমের বিরক্তি ক্লান্তির তুলনায়—তাহার মূল্য নগণ্য—, মজুরদের তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

একটা অসন্তোষ,—মনের মধ্যে সহিয়া যাওয়া পুঞ্জীভূত অসন্তোষের উপরে আসিয়া সে অসন্তোষকে নাড়া দিয়া যেন সজীব করিয়া তুলিল।—

মদের দোকানে ভিড় বেশী জমিতে সুরু হইল;—এই অবসাদ এই ক্লান্তি দূর করিতে, সারাদিনের আয়ুর দামে—আয়ুক্ষয়-করা বিষ ওরা আকণ্ঠ গিলিতে সুরু করিল।

গোষ্ঠ যেন মদে পাগল হইয়া উঠিল—;—

কোন দিন মজুরীর অর্দ্ধেক যায়, কোন দিন বা বারো আনার যোল আনাই নেশায় চলিয়া যায়।—

সেদিন গোষ্ঠ শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া ভাম হইয়া দাওয়ার উপর এলাইয়া পড়িল—।

দামিনীর তখনও রান্না চাপে নাই,—গোষ্ঠই রোজ ফিরিবার পথে বাজার করিয়া আনে—, আজ তাহার শূন্য হাত আর নেশার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইল—।

চোখ দিয়া দু' ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল,—আজ মনে হয়, শত দীনতা,—শত নির্য্যাতনের মধ্যে সে ছোট গ্রামখানি, সে ছিল ভাল— ;

মনে পড়ে—সাতু ঠাকুর ঝিকে, এমন দিনে দু' মুঠা চালের অভাব সেখানে কোন দিন হইত না—। এখানে লোকের নিজেরই কুলায় না—তা' অপরকে দিবে কোথা হইতে?

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল—

"—খরচ—"

গোষ্ঠ মুখ বাঁকাইয়া কহে—"কেয়া খরচ,—কিস্‌কে খরচ—খরচ হামারা নেহি হ্যায়, জমা করলেও—সব জমা হোগা— ;—সেরেফ হামকো খরচ লিখ দেও— ।"

চোখ মুছিতে মুছিতে দামিনী গোষ্ঠর মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিয়া বলে—"ওগো রান্না হবে কিসে, খরচ কই খরচ—?"

দুই হাতেরই বুড়া আঙ্গুল দুটা প্রবল ভাবে নাড়িয়া গোষ্ঠ কহে "ফক্কা,—ফক্কা— ।"

দামিনীর সারা অঙ্গ যেন হিম হইয়া যায়,—উদরের মাঝে ক্ষুধার অগ্নিদাহ—দাউ দাউ করিয়া জ্বলে,—সে ত উপেক্ষার নয়,—ক্ষুধার তাড়নায় জননী সন্তানের মাংসও খাইয়াছে ;—সে উষ্মাভরে কহে—"তারপর পেট,—পেট চলবে কিসে—?"

গোষ্ঠ হাত পা ছুড়িয়া খুব উৎসাহের সহিত চেঁচায়—"আগুন জ্বালাও—পেটমে আগুন জ্বালাও—"

দামিনী আর কথা কয় না ;—ঘরের মেঝের উপর—কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়ে—;—পেটে ত' নয়, ওর ইচ্ছা করে সংসারজীবনে আগুন দিতে—। ইচ্ছা করে—যাই মহান্তর কাছে,—শুধু একটী মিষ্ট কথার অপেক্ষা ;—ওই কথাটীর দামে সে যা দিবে সে অনেক,—এই স্বামীর ঘরে 'তা' কল্পনার বস্তু—!

দামিনী যায়ও ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত;—কিন্তু কেমন যেন আর পা উঠেনা—;—মনে পড়ে তার দৃষ্টির লোলুপতা!

সারা অঙ্গ তার—ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠে—।

সে আবার ফিরিয়া আসিয়া শোয়—।

উপবাসের অবসাদে দামিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে,—সারাটা দিন সে শুধু জলের উপরে আছে,—ওবেলা ঘরে যাহা ছিল—তাহাতে গোষ্ঠর জলখাবারও পূরা হয় নাই।—

তন্দ্রার ঘোরে সে—স্বপ্ন দেখে—

মহান্ত তাকে ডাকে—সম্মুখে তার থালার উপর—নানা উপচারে সাজান নৈবেদ্য,—পাশেই একখানি সুন্দর আসন পাতা,—যেন সে বলে—এস, দেবীর মতই তোমায় পূজা করিব।—সহসা একটা প্রবল আকর্ষণে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়—

মাতাল গোষ্ঠ—তাহার চুলের মুঠী ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিয়া কহে—"এই—ভাত দে—ভাত—!"

আগুনের দাহে নেশার বিষে এতক্ষণে তাহার উদরে বিশ্বগ্রাসী আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—।

দামিনী রুক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চায়,—স্বপ্নেও সুখ এ তাহাকে দিবে না?

বুভুক্ষু—মত্তপের কাছে এ নীরবতা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়—গোষ্ঠ একটা চড় কসিয়া কহে—"নবাবের বেটী হারামজাদী—"

সরমস্তব্ধ নারীকণ্ঠ একবার অতর্কিতে ফুটিয়া—আবার নীরব হইয়া যায়;—শুধু চোখের জল বাঁধ মানে না—।

সম্মুখেই ও ঘরে বসিয়া ছোট মিস্ত্রী ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গোষ্ঠকে তিরস্কার করে—"এই উল্লু, এই গোষ্ঠ—, কি হচ্ছে কি?—মেয়ে লোকের গায়ে হাত?—খবরদার—"

গোষ্ঠ ঘরের ভিতর হইতেই পড়িয়া পড়িয়া আস্ফালন করে—উঠিতে পারে না—।

নারীকণ্ঠের চাপা-ক্রন্দনের আভাষ তখনও পাওয়া যায়—;—

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারে ;—চোখে পড়ে দামিনী !

দামিনী বড় বাহির হইত না,—ইহাদের এই লোলুপ দৃষ্টি যেন তাহাকে বিঁধিত—। সামনের বারান্দায় গোষ্ঠ আবার একটা অবরোধ তুলিয়াছিল। দামিনীকে দেখিয়া ছোটমিস্ত্রীর দৃষ্টি আর ফিরিল না,—লোলুপ উদগ্র ক্ষুধা তাহার মত্ত চোখে জ্বল জ্বল করে ! অবরোধের মাঝে থাকিয়া দামিনীর রং আরও খুলিয়াছে, অশান্তি—অভাবের পীড়নে সে শীর্ণ হওয়ায় তাহাকে যেন লম্বা দেখায়—, কিন্তু মানায় যেন বেশী,—বেশ—ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘ দেহ—!

দামিনী মিস্ত্রীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে গেল,—কিন্তু শতছিন্ন কাপড়-খানার এক পাশ টানিতে আর একপাশ নগ্ন হইয়া পড়ে ;—সে দিকে দামিনীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না,—সে মুখখানা ঢাকিল,—কিন্তু অঙ্গের ওই একটা দিকের নগ্ন সৌন্দর্য্যেই মাতাল ছোট মিস্ত্রী উন্মত্ত হইয়া উঠে ;—সে হাত বাড়াইয়া দামিনীকে ডাকে,—একটা পা ঘরের মধ্যেও আগাইয়া দেয়—।

ভয়ে দামিনীর বুক কাঁপিয়া উঠে—সে ছুটিয়া গিয়া ওই জ্ঞানশূন্য স্বামীকে জড়াইয়া ডাকে—"ওগো,—ওগো—ওঠ—গো ওঠ—"

ছোটমিস্ত্রী এবার পালায়—বলিতে বলিতে যায়—"শালার ফাঁসী দিতে হয়,—এমন পরিবারের গায়ে কাপড় না দিয়ে—শালা মদ খায়—।"

দামিনী এবার উঠিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়।—ওই মূহুর্ত্তটুকুতে সে দেখে—আরও একজনের দৃষ্টি তাহারই পরে আবদ্ধ ;—সেই ঘোলাটে চোখের—নিস্প্রভ—দৃষ্টি—!

দামিনীর আপন দেহের পরে ধিক্কার জন্মিয়া যায়।

সে ফিরিয়া গিয়া আবার শোয়।—

আরও এক জোড়া দৃষ্টি তখন দামিনীর পরে আবদ্ধ ছিল ;—পিছনের ছোট ঘুলঘুলির মধ্য দিয়া পিপাসিত চক্ষু জাগিয়া ছিল সুবলের—।

পান-বিড়ি, মুড়ী-মুড়কীর দোকান ফেলিয়া সে দিনে দশবার—সেথায় আসিয়া চোখ পাতিয়া থাকিত,—'বৌ'কে একটী পলক দেখার তরে—।

ষ্টেশনের জমাদারকে কহিত—"দেখো তো দাদা—দোকানটা,—আমি এলাম বলে,—বিড়ি খাও ততক্ষণ—।"

ঘুলঘুলিত নয় যেন তমসার দ্বারপথ,—অন্ধকার—সব—অন্ধকার—। দৃষ্টি শিহরিয়া উঠে চোখের তারা শঙ্কা পায়, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুবল ফিরিয়া আসিত। আবার হয়ত—ঘণ্টা খানেক পরে,—বালতীর জলটা ফেলিয়া দিয়া আপন মনেই কহে—"এ ঃ—ময়লা কত—!—জলটা পালটে আনি,—দোকানটা দেখো ত—ভাই পানিপাঁড়ে—।"

পানি-পাঁড়ে হাসিয়া কহে—"এয় জল ফেলে জল আনতে যাওয়া হে—, —বলি বলি কোন ঘাটে হে—, এ পাড়া না—নাম-পাড়া—?' বাউড়ী পাড়ার পানে আঙ্গুল দেখায়।

সুবলও আর সে সুবল নাই, এই মুখর আবহাওয়ায় সে বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ ফুটিয়াছে, ছলনায় আর বাধে না—; সে কহে—

"ঘাটে নয় হে,—কলের মুখে—।"

—"পীরিত্তি করবি, গোপনে রাখবি—তবে ত থাকবি সুখে,০ বেশ বেশ বেঁচে থাক কাঁলাচাঁদ।"

—"দেখ, এই দেখ, জলে পোকা দেখ—;—

জল ফেলা জায়গায় কয়টা পিঁপড়ে নড়ে,—সুবল তাই দেখায়। তারপর ত্বরিত পদে সে চলিয়া যায়—।

আজিও এমনি একটী গোপন চোখ-পাতার অবসরে এই ঘটনাটী তাহার চোখে পড়িল—; অন্ধকারের মাঝে দামিনীকে উজ্জ্বল ভাবে দেখা না গেলেও দামিনীর আর্ত্ত কণ্ঠ, গোষ্ঠর গালি-গালাজ, ছোট মিস্ত্রীর ওই কাপড়ের কথা সুবলের কানে গেল—;—তাহার অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল অনাহার-ক্লিষ্টা, শীর্ণা, অবসন্না, অশ্রুমুখী দামিনী—পরণে জীর্ণ বাস—;—লাজত্রস্তা নারী এ পাশ আবরণ করিতে ও পাশ নগ্ন হইয়া যায়—। সে বুঝি মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া—ধরিত্রী জননীর কোলে আশ্রয় চায়— ।

সুবলের আর জল লওয়া হইল না—, সে ফিরিল ।

কিছুক্ষণ পরেই সে একটা চ্যাঙারী মাথায় করিয়া গোষ্ঠদের বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিল—"কৈ হে, মোড়ল—কৈ—?"

ছোট মিস্ত্রী দাওয়ায় বসিয়া কহে—"কি হে দোকানী— !"

—"এই ভাই একটা সিধে আছে, মোড়লের বাড়ী দিতে হবে ; অনেক দিন থেকেই মনে কচ্ছি দোকান কল্লাম,—মোড়ল গাঁয়ের লোক একদিন খাওয়াব—;—তা ভাই আমার কে রাঁধে বাড়ে—তাই সিধে দিয়েই সারি—। কৈ মোড়ল কৈ—?"—

বলিয়া সুবল গোষ্ঠর বারান্দায় উঠিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে—;—

ধীরে ধীরে দুয়ারটা খুলিয়া দিয়া দামিনী সরিয়া দাঁড়ায়,—সুবল সম্ভার-পাত্রটী মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহে—"এমন দিনে আমাকে একটা খবর দিলেও ত পার ।"

দামিনী উত্তর দিতে পারে না, কাঁদিয়া ফেলে—।—

দামিনীর চোখে জল দেখিয়া সুবলও কাঁদিয়া ফেলিয়া কহে—"বৌ—"

বলিয়া সে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে দামিনীর হাত দুটী ধরিতে যায়—, মুহূর্ত্তে দামিনী হাত দুই পিছাইয়া গিয়া ওর পানে তাকায়—সজল চোখেও দামিনী ঝলকিয়া যায়—।

স্ব্রল গলায়—। গোষ্ঠর তখন নাক ডাকে,—যেন মরণ ঘুম।

দামিনী ঘরে খিল দিয়া ওই আহার্য্য সম্ভারের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে—;—

ভোরে উঠিয়া গোষ্ঠ ক্ষুধার যাতনায় চারিদিকে চায়,—দামিনী তখন ওপাশে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে;—

চোখে পড়ে—সেই খাবারের চ্যাঙারীটা—;

গোষ্ঠ সেটা কাছে টানিয়া জলখাবারের আয়োজনটুকু গোগ্রাসে গিলিতে থাকে—!

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে পিছন ফিরিয়া সে দেখে—দামিনী তাহারই পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—।—

গোষ্ঠ ধীরে ধীরে তাহার কাছে ফিরিয়া বসিয়া লজ্জিত ভাবে কহে,—

"কাল কি তোমাকে মেরেছিলাম?" দামিনী কথা কয় না,—কাঁদে—

গোষ্ঠ কহে "আমাকে মাপ কর,—করবে না?"—

দামিনী আবেগরুদ্ধ আব্দারভরা সুরে কহে—"ও গুলো আর খেয়ো না—।"

ঐ গো-গ্রাসে গিলিয়া গোষ্ঠ কলের পানে ছুটে—;—ভোর বেলা হইতেই ফায়ারম্যানদের বয়লারে আগুন দিতে হয়,—হাতলের পর হাতল ভরা কয়লা অগ্নিগহ্বরে নিক্ষেপ করে,—দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলে,—চিমনী দিয়া রাশি রাশি কাল ধোঁয়ার প্রভাতের স্বর্ণ আলোর পথ রোধ করিয়া সমস্ত স্থানটা ম্লান ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তোলে—।

বয়লারটা আপনার তেজে আপনি কাঁপে,—গোঙায়,—গুম্,—গুম্,—-গুম্!

সাতটায় সিটী পড়ে—ভোঁ—ভোঁ—;—

গোষ্ঠ হাসে আর বয়লারটাকে তারিফ করিয়া বলে—

"বাঃ—বেটা বাঃ,—বেশ বলচিস্—ভোঁ—ভোঁ,—দে সব ভোঁ দৌড় !"

কুলী মজুরের দল সিটীর শব্দে কলের পানে ছুটে—হা অন্ন—হা অন্ন করিয়া—;—মুখের রবে কথাটা রটে না বটে কিন্তু তাহাদের ওই ত্রস্ত ভঙ্গিমার গতিতে তাহা ফুটিয়া উঠে—!

কল চলে—;—বয়লার গোঙায়,—ইঞ্জিনের সঘন, সুউচ্চ নির্ম্মম শব্দ,—ষ্টীমের ফোঁসানি, বেলটিং-এর টানে বড় বড় চাকাগুলা অবিরাম ঘুরপাক খায়,—শব্দ হয় একটা অনুনাসিক ঘন্—ঘন্ ঘং,—ঘন্ ঘন্—ঘং—; বিপুল বিচিত্র,—বিকট শব্দ !

মজুরেরা কাজে মাতে ;—ওই শব্দরাজ্যে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে কিনা বোঝা যায় না, মন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলে ;—ওই নির্ম্মম, বিকট শব্দে একটা অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ওই আবহাওয়ায় মানুষের বুকে হৃৎপিণ্ডের কোমল নৃত্য ক্রমশঃ কঠোর, প্রবল হইয়া উঠে,—ওই ইঞ্জিনটার সঙ্গে তাণ্ডবে তাল রাখিয়া ধ্বক ধ্বক করিয়া চলিতে সুরু করে—;

শ্বাস-প্রশ্বাস মুখ দিয়া হা-হা করিয়া পড়ে,—যেন ঐ ষ্টীমের ফোঁসানীর সাথে সমতা রাখিতেই হইবে।

পেশীগুলা ওই যন্ত্রের মতই কঠিন হইয়া উঠে,—

মানুষের অন্তর,—ওই দাঁতওয়ালা চাকাগুলার মতই নির্ম্মম, কঠোর হইয়া উঠে—।

একটা ছোঁড়া আসিয়া—হেড-ফায়ারম্যান টিণ্ডালকে কি ফিস্ ফিস করিয়া বলিয়া যায়—;—

গোষ্ঠও ভুরু তুলিয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে—"কি—?"

টিণ্ডাল বলে—"শিবকালী বাবু এসেছিল বড় মিস্ত্রীর কাছে, বল্‌চে—যে আজ হতে আর ওভারটাইম খাটব না—"

গোষ্ঠ কহে—'তারপর—'—?

—'না শোনে,—ধর্ম্ম-ঘট হবে—, বাউড়ী শালারাও রাজী হয়েচে—বলে গেল—'

আবার ছোঁড়াটা আসে,—বলে—সব ঠিক,—সবাই রাজী হয়েচে—। আর আজ রাত্তিরে বড়গাছ তলায় সভা হবে—বলে দিলে। সব বলে এলাম।"

সবারই বুকে যেন একটা আনন্দ জাগিয়া উঠে—;—

দুনিয়াতে বড় কাজের একটা আনন্দ আছে ;—শক্তিরও একটা আনন্দ আছে ;—

আজ পরস্পরের পানে তাকাইয়া ওরা মিষ্ট হাসি হাসে,—

অতীতের ছোট খাটো মনোমালিন্যের কথা মনেই পড়ে না।—

বেলা বারোটায় আবার সিটি বাজে—;—টীফিনের ছুটী! সব দলে দলে বাড়ী পানে চলে,—মৃদু গুঞ্জনে সবাই আজ ওই কথাই বলে।

গোষ্ঠ চলে সবার শেষে ;—ফায়ারম্যানদের তাই নিয়ম। ওদিকে অগ্নিগর্ভ বয়লারটা শুধু ফোঁসায়!

দামিনী সেদিন শুইয়াই ছিল ; আগের দিন উপবাসে গিয়াছে, এঁটো কাঁটা নাই, বাসন মাজা নাই ;—আর ঘরেও আপনার বলিতে কিছু নাই যা দিয়া নোতুন করিয়া উনান জ্বালে। যা আছে—তা' সুবলের দেওয়া, কিন্তু সে স্পর্শ করিতে মন চাহিতেছিল না—; বিশেষ গোষ্ঠর সেই নির্লজ্জ খাওয়াটায় পেটের জ্বালার 'পরে তার ঘৃণার অন্ত ছিল না।—

এক একবার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল আত্মহত্যার প্রয়াস ;—আবার মনে হইতেছিল—ওই উপচারে পরিপাটী করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া খায়—, সুবলকে ডাকিয়া পাঠায়,—তার মুগ্ধ নয়নের আরতিতে সে নব-বধূর মত মধুর হইয়া উঠে—।

পরক্ষণেই মনে জাগে দারুণ ঘৃণা, নিজের দেহের উপর,—অক্ষম, নির্লজ্জ স্বামীর উপর,—দুনিয়ার ক্ষুধার উপর,—সমস্ত গুলার বীভৎসতা তাহাকে অতি কঠোর ভাবে পীড়া দেয়। দীর্ঘ দিনের উপবাসে ক্ষুধা তাহার ছিল না,—কাজেই ওই আহার্য্য গুলার প্রতি কোন আকর্ষণও তাহার কাছে ছিল না—;—ছিল শুধু দুর্ব্বল চিত্তে অর্থশূন্য চিন্তা—;—

সহসা পিছনের সেই ছোট জানালাটায় একটা শব্দ হয়—খস্—স খস্—স—;—

দামিনী চমকিয়া সে পানে চাহে—; দেখে,—শিকের ফাঁক দিয়া একখানা কাপড় আগাইয়া আসে ;—চওড়া খয়ের-পাড় সাড়ী এক খানা—!—

দামিনী খয়ের-পাড় সাড়ী পরিতে ভালবাসিত—।

দামিনীর বুকে একটা লঘু চকিত ভাব জাগিয়া উঠে—;—বক্ষস্পন্দন অকারণে দ্রুত হইয়া উঠে,—সে এ পাশ ও পাশ তাকায়, মনে হয়, ওই অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া কে বুঝি দেখিতেছে—।

সে বুঝিতে পারে কাপড়খানার ওপারে—কে—;—তাহার মনের রুচিটী এমন নিখুঁত ভাবে জানে কে—;—তাহার মনে পড়ে কোন গাছটীর আম সে বেশী ভাল বাসিত,—কোন ফুলে তাহার রুচি বেশী—সে জানে কে! দামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল,—শব্দ করিতে শঙ্কা হয়—, কে হয়ত আড়ি পাতিয়া আছে।

একবার সে ওই কোমল, মনোহর বসন খানার পানে তাকায়, আর একবার চায় আপন অঙ্গের ওই শীর্ণ, ছিন্ন, মলিন বসন খানার পানে—;—

সহসা আপন মনেই দুইটা আঙুল দিয়া নিজের পরণের কাপড় খানা ঘষে—;—জীর্ণ, অতি কর্কশ কাপড় খানা,—আঙুল দুইটার ডগা জ্বলিয়া উঠে, কাপড় খানা ছিঁড়িয়া যায়!—

তাহার চক্ষে একটা বিচিত্র জ্বল-জ্বলে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে,—সারা অঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠে—!—

একটা লঘু কোমল শব্দ হয়—;—কাপড় খানা ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িল—! ওই লঘু শব্দেই দামিনী চমকিয়া উঠিল—!

কাপড়খানার অন্তরাল অন্ত হইতেই জানালাটার ওপাশে একখানা মুখ চকিতে দেখা যায়—;—পর মুহূর্ত্তেই সে সরিয়া গিয়াছে—।—

দামিনীর অনুমান মিথ্যা নয়,—সে সুবলই।

দামিনী বসিয়া বসিয়া ভাবে, আর আঙুল দিয়া কাপড় খানা ঘষে—;—

কোমল,—মসৃন,—ধীরে ধীরে সে কাপড় খানা আপন হাতের বাইএর উপর—ঘষে,—কাপড় খানার কোমলতায় একটা—মধুর অনুভূতি আসে—;—আর ওই দামিনীর সখের পাড়খানি, সুন্দর—চোখ জুড়াইয়া যায়—!

দোষ কি—?—

কত জনের কথা মনে পড়ে;—শত শত দৃষ্টান্ত তাহার মনে আসিয়া জাগে—;—

ওই ছোটলোক পাড়ার—ওরা!—

ওদের নয় এ স্বভাব,—কিন্তু এই সৎ-জাতি—, এদের মাঝেও ত—অভাব নাই—। ওই খেঁদীর অঙ্গে পয়েণ্টস্‌-ম্যানের দেওয়া উপহারের

অন্ত নাই ;—সে কথা জানেও ত সকলে,—খেঁদীও ত গোপন করে না,—ওর ত এতে লজ্জা নাই,—সে ত প্রকাশ্যেই বলে—

"সগ্‌গে আমার কাজ নাই ভাই, সেথায় না হয় তোরাই যাবি—;—হেথায় ত খেয়ে প'রে বাঁচি—।"

খেঁদীর নয় রক্ষক নাই, কিন্তু ওই দাসী—। তার ত স্বামী আছে,—ওই হাঁপানী-রুগী বাবুলাল—;—তবুও ত হাজ্‌রী বাবুর পয়সা নেয় সে—; -সে বলে—"সতী-গিরি ফলাতে গেলে ত স্বামীকে শুকিয়ে মারতে হবে—;—তা এতে যদি ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি—সেই আমার ভাল।"

চিন্তায় চিন্তায় মন আজ মুখর হইয়া উঠে;—সে বলে—আর ওই যে মানুষটা, যে আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়া হেথায় পড়িয়া আছে, না বলিতে, না জানাইতে অপরাধীর মত গোপনে সব জানিয়া,—গোপনে গোপনে যত পূজা যোগাইয়া যায়—তার পানে চাহিবার কি কোন অধিকার নাই—?—

দামিনী কাপড় খানা তুলিয়া লয়—।—

কিন্তু কেমন একটা অস্থিরতা বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে,—হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝে ধ্বক ধ্বক করে,—বাহির হইতেও যেন সে শব্দ শোনা যায়—।

সাথে সাথে আর একখানা মুখও তাহার বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে ;—দুঃখী স্বামীর ম্লান মুখখানি ; তাহারই দিকে অতি নির্ভরশীল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে !—সে তাহাকে—সামগ্রীসম্ভারের উপহারে সুখ দিতে পারে নাই,—কিন্তু তাহার বুকের একবিন্দুও ত দিতে বাকী রাখে নাই—!

বাহিরে দরজা খোলার শব্দ হয়—;—দামিনী চমকিয়া কাপড় খানা তাড়াতাড়ি একটা শূন্য হাঁড়ির গর্ভে লুকায়।

"ও বৌ,—কাপড় এনেছি, কাপড়—।"

দামিনী চমকিয়া দরজায় খিল বন্ধ করিতে যায়,—কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ভেজান দুয়ার খুলিয়া—ছোট মিস্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসে,—হাতে তাহার

একজোড়া সাড়ী! দামিনী পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ায় যেন ওই দেওয়ালে মাঝে গিয়া লুকাইতে চায়,—সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপে—;—

কাপড় খানা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছোট মিস্ত্রী বেশ সরস ভাবেই কহে—"দেখ পাড়ের কি বাহার, জানিতে পারিবে করিলে ব্যবহার—।"

বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসে—।

কুৎসিত বীভৎস হাসি,—কুৎসিত ইঙ্গিত করে,—সে ইঙ্গিতে দেনা পাওনার পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠে, সে অতি বীভৎস, অতি ভীষণ;—

মানস নেত্রে সুবলের সলাজ মুখখানাও অমনি বীভৎস, ভীষণ হইয়া উঠে।

সারা অঙ্গ তাহার যেন মোচড় দিয়া উঠে,—কণ্ঠে তাহার স্বর ফুটে না,—কিন্তু আর সে সহিতেও পারে না;—সে সর্ব্ব শক্তি একত্রিত করিয়া দুয়ারটা হড়াম করিয়া মিস্ত্রীর মুখের উপরেই বন্ধ করিয়া দিয়া হাঁফায়—! ওপাশে মিস্ত্রীর গলা শোনা যায়—

"ভয় কি মাইরী,—তুমি হুকুম কর সোনায় অঙ্গ মুড়ে দোব,—আর ও শালা কে বলত আজই ওকে তাড়াই—।"

উত্তর কেহ দেয় না;—ছোট মিস্ত্রী আপন মনে গান করিতে করিতে আপন ঘরে চলিয়া যায়,—দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়!

দামিনীর আর লজ্জার, আত্মগ্লানির পরিসীমা থাকে না;—অশিক্ষিতা সে, সুস্পষ্ট কথার যুক্তি তাহার মনে জাগে না,—কিন্তু সে নারী,—নারীত্বের অপমানবোধ তাহার জন্মগত সংস্কার; সে বোধ তাহার আছে;—প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া সুবলের কাপড় খানা বুকে করিয়া আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর যেন পুড়িয়া যায়,—আর ওই পশুটা তাহাকে যে নগ্ন বীভৎস অপমান করিয়া গেল তার জন্য ক্ষোভ আর লজ্জার তাহার অন্ত ছিল

না। দামিনী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে ;—

বাক্যহারা মন তাহার তখন বলিতেছিল—মা ধরণী দ্বিধা হও মা ! মাটীর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি বুঝি দ্বিধাবিভক্ত মৃত্তিকার অন্তরালে ধরণীর মায়ের বিস্তৃত কোলের প্রতীক্ষায় ছিল—;—কিন্তু নিশ্চলা অকরুণ ধরণী দ্বিধা হয় না—;—বোধ করি শক্তিমত্ত সন্তানগুলার দম্ভের পদাঘাতে সে আজ বেদনায় মূর্চ্ছিতা,—চৈতন্য-হীনা—।

মৃদু বায়ু-প্রবাহে সহসা তাহার নাকে আসে—ওই নতুন কাপড়ের ওই গন্ধটা,—সে মুখ তুলিয়া তাকায় ;—

অশ্রুরুদ্ধ ঝাপসা দৃষ্টির সম্মুখে ওই রক্ত-রাঙা পাড় খানা মনে হয় যেন নাগপাশ—;—যেন অন্তহীন বেষ্টনে দামিনীকে বাঁধিতে আসে,—আর হাঁড়িটার ভিতরে খয়রা রং-এর কাপড় খানা যেন বিবরের নাগের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে ;—

দামিনীর দম বন্ধ হইয়া আসে যেন,—সত্যই সে আপন দেহের সর্ব্বাঙ্গে একটা কঠিন বন্ধনবেষ্টনী অনুভব করে—;—তাহার চোখ দুইটা কেমন বড় হইয়া উঠে—!—

সে উন্মাদের মত এ বন্ধন-মুক্তির উপায় খোঁজে,—চোখে পড়ে তাহার কুলুঙ্গীর পরে দেশলাইটা ;—

দামিনী ব্যগ্র বাহুপ্রসারণে দেশলাইটা চাপিয়া ধরে ;—যেন উল্কামুখ গরুড় সে—!—

ও-পাশ হইতে কেরোসিনের ডিবেটা—টানিয়া আনে—।

একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ !—

সে গন্ধে ছোট মিস্ত্রী বাহিরে ছুটিয়া আসে ;—চোখে পড়ে দামিনীর রুদ্ধ দ্বারের সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া অনর্গল ধূমশিখা বাহির হইতেছে।

সে নিশ্চল ভাবে আপন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখে, চোখ দুইটা বিস্ফারিত, চীৎকার করিতে কণ্ঠ ফুটে না—;—

মনে হয় ওই রাঙা-পাড় কাপড়খানা স্থতায় বোনা ছিল না,—আগুনের শিখায় বোনা ছিল—;—সেই আগুন ওই ঘরের মাঝে সমস্ত গ্রাস করিয়া লেলিহান শিখায় জ্বলিতেছে—।

সে আগুন যেন সমস্ত গ্রাস করিবে—তাহার উত্তাপও যেন সে অনুভব করে,—সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠে—;—ভয়ার্ত্ত হইয়া মিস্ত্রী পলাইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরেই গোষ্ঠ আসে টিফিনের ছুটীতে জল খাইতে,—হাতে একটা খাবারের ঠোঙা ;—গত রাত্রের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া দামিনীর তরেই খাবারটা আনিতেছিল,—ভোর বেলা সেই খাবারগুলা খাইয়া তাহার নিজের বেশ ক্ষুধা ছিল না—। কি বলিয়া দামিনীর কাছে মাপ চাহিবে তাহার কত কথাও মনে জাগিতেছিল—।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই ওই বিশ্রী গন্ধে সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারি পাশে চায়,—দেখে তাহারই রুদ্ধ দুয়ারের ফাঁক দিয়া অনর্গল কাল ধোঁয়ার রাশি !

খাবারের ঠোঙা ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে, ওগো—ওগো— !

কেহ সাড়া দেয় না,—গোষ্ঠ উন্মত্তের মত দুয়ারে ধাক্কা মারে, উন্মত্ত ধাক্কায় দরজাখানা ভাঙিয়া পড়ে।

ধূমকুণ্ডলীর মাঝে দামিনী নিশ্চল দাঁড়াইয়া,—দৃষ্টি তাহার স্থির ভাবে নিবদ্ধ—সম্মুখে চরণপ্রান্তে ধূমোদ্গারী এক অগ্নিস্তূপের উপর,—ছোট ছোট শিখাগুলি যেন তাহার আরতি করিতেছে—অগ্নিশিখার আভায় দীপ্ত মূর্ত্তি-খানি যেন ঐ অগ্নিশিখায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

গোষ্ঠ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে—একটা কাপড়ের স্তূপ জ্বলিতেছে—আরও জ্বলিতেছে আহার্য্য সামগ্রী—

গোষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া কহে—'এ কি কাপড় পুড়চে—যে— !"

সে একটা পাত্র লইয়া জল আনিতে ছুটে, কিন্তু দামিনী তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলে—'না'।

গোষ্ঠ কহে—"সে—কি—?"

—'হ্যাঁ—, তুমি ত দাও নাই।'

গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায়,—কথাগুলার সূত্র যেন সে পাইয়াছে অনুভব করে—, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না—;—

দামিনী সহসা গোষ্ঠের পায়ের আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদে ;—

গোষ্ঠ তাহার হাত ধরিয়া তোলে,—অশ্রুমুখী নারী তাহার দুটী হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহে—

"ওগো—, পরতে কাপড়, আর খেতে ভাত তুমি আমায় দিয়ো গো—"

গোষ্ঠ দামিনীর অঙ্গপানে চায় ,—

ছিন্নবাসা নারীর লজ্জা আজ অতি করুণ ভাবে সুপ্রকট হইয়া চোখের পরে ফুটিয়া উঠে—!—

দগ্ধ কাপড়ের গাদার পানে আঙ্গুল দেখাইয়া গোষ্ঠ পরুষ কণ্ঠে কহে— "কে—দিলে—কে ?"

ওই অজ্ঞাত হস্তের বস্ত্রদানের অন্তরালে সে বস্ত্র-হরণের প্রয়াস দেখিতে পায়—।

—"তা আমি জানি না গো,—ওই জানলা দিয়ে—" গোষ্ঠর মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—; অজ্ঞাতে একটা গোপনতার প্রয়াস তাহার ভীত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—

—"তাই পুড়িয়ে দিলে ?"

—"হ্যাঁ—!"

গোষ্ঠ যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল, তাহার অন্তর পুরুষ তাহাকে নিদারুণ ধিক্কারে মূক করিয়া দিল।

লজ্জার গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না, তাহার সে লজ্জা, সে ধিক্কার দ্যূতসভায় যাজ্ঞসেনীর বসনাকর্ষণে নিশ্চল অক্ষম পাণ্ডবদের চেয়ে বোধ করি কম নয়।

সে বসিয়া ভাবে কত কি।

কে সে দুঃশাসন—?

আক্রোশ গিয়া পড়ে সুবলের উপর,—তাহার মন বলে—এ সেই ;—গোষ্ঠ ঝাড়া দিয়া ওঠে, তাহার সে ভঙ্গিমার মাঝে প্রতিহিংসার ভয়াল রূপ সুপ্রকট হইয়া ওঠে।

দামিনী তাহার হাত ধরিয়া কহে—"কোথা—যাবে ?"

—"খুন করব—শালা মহান্তকে—।"

দামিনী শিহরিয়া কহে—"সে নয়, না—না তুমি যেয়ো না ;—" বলিয়া সে স্বামীকে দুই হাতে প্রাণপণে জাড়াইয়া ধরিল—।

গোষ্ঠ তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহে—"কে—তবে—?"

দামিনী কাতর কণ্ঠে কহে—"ওগো আগে নিজের দোষ ভাব, তুমি আমায় দিলে ভালবাসলে কার সাধ্যি যে—"

ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়,—চোখ দিয়া ঝর ঝর করিরা অশ্রুর বন্যা বহিয়া যায়।

গোষ্ঠও আর ঠিক থাকিতে পারে না—নিদারুণ দুঃখে—লজ্জায় দামিনীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদে—

স্বামীর অশ্রুতে দামিনীর নারীহৃদয় গলিয়া যায়,—সে বেশ আব্দার-ভরা সহজ কণ্ঠে কহে—

"—তুমি থাকতে আমার দুঃখ কি,—আমার অভাব কিসের ? নাও, ছাড় জল খেতে দি।"

গোষ্ঠ স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেয়,—কিন্তু সে এমন সহজ হইতে পারে না ;

অক্ষমতার আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তরপুরুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। সে দাওয়ায় আসিয়া বসিয়া ভাবে—কে সে দুঃশাসন—?

দামিনী ঠিক বলিয়াছে তাহার অক্ষমতা,—ওই অভাব,—ওই নির্ম্মম কদর্য্য অভাবই সেই দুঃশাসন।

অভাবের উপায় খোঁজে সে—।

উপায় মেলে না,—নিরুপায় ক্ষোভে সে বলিয়া উঠে—"এর চেয়ে মরণ ভাল আমার—!"

বড় মিস্ত্রী আসিয়া বাড়ী ঢুকিল—গন্ধটার রেশ তখনও যায় নাই, বুড়া নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠে—"উঃ—কি পুড়চে—।"

কেহ কথার উত্তর দিল না,—বুড়া ধীরে ধীরে আসিয়া গোষ্ঠর কাছে দাঁড়াইল—,—একজোড়া সাড়ী গোষ্ঠর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল—"বৌকে—দিস্—।"

সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠর সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়ে ঐ বুড়ার উপর,—বাঘের মত লাফ দিয়া ফিটারের উপর পড়িয়া হাতের নখ দিয়া যেন ওর গলার নলীটা ছিঁড়িয়া দিতে চাহিল;—

আজন্ম লোহার আর আগুনের সাথে লড়াইকরা সবল দেহ,—কঠিন হাত দুইখানা লোহার মত কঠিন,—ভাইস্ যন্ত্রটার মত ওই হাতের কঠিন নিষ্করুণ পেষণে গোষ্ঠর হাত দুইখানা যেন মড় মড় করিয়া উঠিল,—আপনা হইতেই গোষ্ঠর হাত দুইখানা শিথিল হইয়া পড়িল।

বুড়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপন ঘরের বারান্দায় গিয়া উঠে, ভাবলেশহীন সেই নিস্প্রভ কঠিন মুখ,—একটী রেখারও ব্যতিক্রম নাই।

দুর্ব্বল গোষ্ঠ—এ পাশে নিরুপায়ে গালি পাড়ে—

"লজ্জা করে না বুড়ো ভেড়া, পরের পরিবারকে কাপড় দিতে, এই দেখ তোর কাপড়ের কি দশা হয়,—পুড়ুক আগুনে—।"

কাপড় খানা আগুনে দিতে সে হাতে করিয়া তোলে—। ফিটার বুড়া এতক্ষণে ঘুরিয়া আসিয়া বাধা দিয়া কহে—

"আরে বেটা,—বাপ বেটীকে কাপড় দেয় না,—তত্বতল্লাস করে না—?"

হাতের কাপড় গোষ্ঠর হাতেই থাকিয়া যায়,—সে হাঁ করিয়া ফিটার বুড়ার মুখের পানে চাহিয়া থাকে,—যেন কথাটা বুঝিতে পারে না। দামিনী নিঃসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসে,—মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন—মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল, সে গোষ্ঠর হাত হইতে কাপড় খানা তুলিয়া লইয়া যায়,—যাইবার সময় বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিয়া যায়—

"বাবা,—এইখানে আজ খাবে তুমি—।"

গোষ্ঠ কাঁদে, আর থাকিতে পারে না—।

ফিটারের ভাবলেশহীন মুখখানারও কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়,—উদাস দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া থাকে,—মনশ্চক্ষে কি যেন সে দেখে—; তারপর ধীরে ধীরে আপন মনেই বলে—

"আমারও একটী মেয়ে ছিলরে গোষ্ঠ,—মামরা মেয়ে; এত রোজগার তখন আমার ছিল না,—অভাবে খেতে না পেয়ে, অন্ধকূপের মাঝে থেকে সেও এমনি রোগা, ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল,—তারও এমনি ছেঁড়া কাপড় প'রে দিন গিয়েছে, শেষে সে—"

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারে না,—স্বর কেমন ভারী হইয়া উঠে, ঠোঁট দুইটা কাঁপে,—বুড়া আর কথা কয় না,—ঠোঁট দুইটা টানিয়া কম্পন সে রোধ করিতে চায়—কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া সরাসর আপন ঘরে প্রবেশ করে;—ঘটনাটা সে বুঝিতে চায়—।

ক্ষণপরে দিব্য হাসি মুখে আসিয়া গোষ্ঠকে কহে—"এস—, টাইম হয়ে গেল যে—"

গোষ্ঠ কহে—"না—"

—"সে কি হে, না কেন? আজ বিকেল আবার—"

—"না ভাই, ওতে হবেও না কিছু, আমি কাজই আর করব না,—যে কাজ করে—রক্ত জল করে খেটে দুটো মানুষের পেটের ভাত জোটে না, পরণের কাপড় জোটে না,—সে কাজের মুখে ঝাঁটা—;—যাব না আমি—।"

ওর কণ্ঠদ্বয়ে আক্ষেপের এমন করুণ প্রার্থনা ছিল যে ছোট মিস্ত্রী পর্য্যন্ত বিচলিত না হইয়া পারিল না—।

সবাই নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ভাবে, ক্ষণপরে বড় মিস্ত্রী কহে—

"আচ্ছা মিস্ত্রী, আজ হ'তে ত আর আমরা ওভারটাইম খাটব না, এ নিয়ে ধর একটা ছোটখাট ঝগড়া হবেই, এই সঙ্গে যদি মাইনে বাড়ানোর আর্জ্জিটা রাখা যায়—

ছোট মিস্ত্রী সোৎসাহে লাফ দিয়া উঠিয়া কহে—"বহুৎ আচ্ছা, চল সব বলা যাক, মাইনে বাড়াতে হবে—।"

গোষ্ঠ কহে,—হ্যাঁ—মাইনে বাড়াবে! বলে কমাতে পেলে বাঁচে—।" মনের আগুন ওদের কথায় লাগে,—কণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া উঠে—কোন অজানা অহেতুকী আক্রোশ বুকের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

ছোট মিস্ত্রী ওই কণ্ঠে বলে—"আলবৎ বাড়াতে হবে, না বাড়ায় রইল কাজ;—বাড়াবে না—চালাকী না কি?—এস তুমি; বিকেলে কি কাজ, এখুনি আমাদের সভা হোক্—;—ওই বট-তলায় এখুনি জমাটবস্তী করব—সব দিব্যি করিয়ে নোব—কি বল—?"

শেষ কথাটা বুড়া মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহার মুখপানে তাকায়—।

বুড়া, সেই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, সেই হিম মৃদু কণ্ঠ, কহে—

"ডাক সকলকে; বাউড়ীদের শুদ্ধ।"

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী বিপুল উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়ায়।

বটতলায় দাঁড়ায় বড় মিস্ত্রী ; একে একে শ্রমিকের দল আসিয়া জমিয়া যায়,—মেয়ের দল, গাড়ীবোঝাইকরা মুটের দল,—গাড়োয়ানের দল ;—ষ্টেশনের জমাদার,—বুড়া ড্রাইভার, পয়েন্টস্‌ম্যান তারাও আসে। মেয়েরা প্রশ্ন করে—"কি হবে—কি ?"

"—বোস, বোস, জমাটবস্তী হবে,—"

মেয়েরা বলে—"ঢং না কি, দুপুর রোদে জমাটবস্তী, চল,—চল—কত কাজ পড়ে আছে, শেষে হাজরী পাব না ;—

গোষ্ঠ হাঁকে—"যে যাবে সে বুঝে যাক্‌,—আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই,—রোগ হলে দেখব না,—মলে ফেলব না—"

"—মর,—তুই মর কেন রে মুখপোড়া, রোগ হ'লে দেখব না—দেখে তো সব উল্টে দিলে—"

"—শোন সব—"

বড় মিস্ত্রীর মোটা গলার আওয়াজ গম্ গম্ করে,—কারও আর পা উঠে না,—সব ফিরিয়া দাঁড়ায়।

বড় মিস্ত্রী বলে—"যে সব আক্রা বাজার চলেছে, তাতে আমাদের আর কুলোচ্ছে না—"

চারিদিকে আলোচনা সুরু হইয়া যায়,—

গাড়োয়ান সর্দ্দার বলে—"যা বলেচ মিস্ত্রী, ঝিঙের দর দুপয়সা ছিল—, দু' আনা হল।"

আর একজন বলে,—"ন' আনার কাপড়খানা—ন-সিকে,—"

মেয়েরা বলে,—"পোড়ার মুখোরা বলে—আবার, যুদ্দ্ লেগেচে গো যুদ্দ্ লেগেচে ;—

বুড়ী সাধী বলে—"আমরাই দেখলাম মা—পয়সায় দু সের ঝিঙে,—আট আনা দশ আনা চন্দকোনা কাপড়, দু পয়সা সের চাল,—বাবা বলতো—"

ছোট মিস্ত্রী হাঁকে—"চুপ,—চুপ—"

তারপর উত্তেজিত আলোচনা,—

কথা কিন্তু এক—"বেশী মাইনে চাই আমাদের, বেশী মাইনে চাই—।"

"খেতে পাই না, পরতে পাই না—"

আবার ঘুরিয়া আসে, 'বেশী মাইনে চাই'

একজন বলে—"সে যদি ওরা না দেয়"—

—"না দেয় ধৰ্ম্মঘট হবে—।"

—"তা হ'লে—ধৰ্ম্মঘট— ?"

—"মাইনে না বাড়ালে জরুর ধৰ্ম্মঘট।"

—"যে না করবে সে এক-ঘরে—"

ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ, সকলের চোখ দিয়া আগুণ ছুটিয়া যায়, একটা উত্তেজনার প্রবাহ বুকে বুকে বহিয়া যায়।

অন্তরতম প্রদেশের অতৃপ্ত মানবাত্মা—এমনি ভাবেই বিরূপাক্ষের মত জটাজূট লইয়া জাগে চিরদিন।

কলের বয়লারের সিটীটা উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠে—ভোঁ—ভোঁ ;—

গোষ্ঠ বলে—"কে সিটী মারে রে ?"—

একজন বলে—"বোধ হয় বাবুরা কেউ ?"

গোষ্ঠ বলে,—"হাঁক, হাঁক, হুকুম আজ শুনচি না।"

বুড়া ফিটার, ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ এমনি কয় জন মাতব্বর শ্রমিক গিয়া আপিসের দুয়ারে দাঁড়ায়।

পিছনে কলের দুয়ারে বুভুক্ষু মজুরের দল।

বুড়া খাজাঞ্চী বলে—"কোন লবাবের বেটার বিয়ে? কাজ কামাই করে' বটতলাতে হচ্ছিল কি?

কে একজন বলে—"তোর বাবার বিয়ে, তুই নিত বর যাবি?"

বুড়া ফিটার বলে—"মালিক বাবুর সঙ্গে দেখা করব একবার,—"

"—যাও, যাও, কাজে যাও, এর পর দেখা ক'র মালিকের সঙ্গে; অনেক কাজ কামাই হয়ে গেছে আজ। সব মাইনে কাটব জেনে রেখো।"

একজন বলে—"মাইনে কাটলে আজ তোমার,—"

সমবেত জনতা চেঁচাইয়া উঠে, "ধর, ধর, বুড়ো ভালুককে ধর।"

খাজাঞ্চী ঘরে গিয়া দরজায় খিল আঁটে, খোলা জানালা দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাঁকে—"পল্টু সিং—পল্টু সিং।"

ম্যানেজার উপরের বারান্দায় আসিয়া হাঁকে—"কেয়া হায়?"

সমবেত জনতা চীৎকার করে—

"বেশী মাইনে চাই আমরা, খেতে পাই না, পরতে পাই না—আমরা বেশী মাইনে—"

ম্যানেজার—বড় মিস্ত্রী আর ছোট মিস্ত্রীকে ডাকিয়া লয়—"তোম দুনো হিঁয়া আও,—"

সমবেত জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকে।

পল্টু সিং আসিয়া ক্যাশঘরের দরজায় বসিয়া বন্দুকটা খুলিয়া পরীক্ষা করে, শেষে সেটা বাগাইয়া ধরিয়া চাপিয়া বসে।

বহুক্ষণ পর বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী ফিরিয়া আসে,—

বহুকণ্ঠ এক সঙ্গে প্রশ্ন করে—"কি হল?"

বড় মিস্ত্রী কিছু বলিবার আগেই ছোট মিস্ত্রী চেঁচায়—"ধরম-ঘট, ধরম-ঘট—"

জনতাও চীৎকার করে—"ধরম-ঘট—ধরম-ঘট!"

পল্টু সিং বন্দুক ধরিয়া কহে,—"চলা যাও, কলসে নিকাল যাও—"

কেউ তাকে দাঁত খিচায়, কেউ গালি পাড়ে।

বড় মিস্ত্রী বলে, "সুরেন বাবু আর শিবকালী বাবুরও জবাব হয়ে গেল।"

উত্তেজনার প্রবাহে অসন্তোষের বহ্নিদাহ কলের পর কলে ছড়াইয়া পড়ে: সব বুকের মাঝে যেন বিস্ফোরক পুঞ্জীভূত হইয়াছিল—আজ অগ্নি-সংযোগে ফাটিয়া পড়িল;—দলে দলে মজুর সব ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল!

কলগুলার চিম্নীতে চিম্নীতে আর ধোঁয়া উঠে না—দুরন্ত যন্ত্রগুলা অসাড় নিস্পন্দ: দুয়ারে দুয়ারে গুর্খা পাহারা, নিষ্ঠুরতা মুখে মাখা,—সমস্ত দেহখানা কর্কশ—কঠোর, কোমরে বাঁকা কুকরী—দিনের আলোয় শাণিত অস্ত্রটা চক্ চক্ করে—সারা অঙ্গ ব্যাপিয়া হিংস্র তীক্ষ্ণতা শোণিততৃষ্ণায় লক্ লক্ করে—।

মজুরের দল, প্রথম উত্তেজনায়—নিস্ফল আক্রোশে, দাঁতে দাঁত ঘষে—জয়ের তরে জীবন পর্য্যন্ত পণ করে—

কিন্তু অন্ন অন্ন!

অনাহার যে দুর্ব্বল করিয়া দেয়;—দীনের সম্বল—নাই—নাই আর নাই। দোকানে ধার দেয় না;—বলে—

"জলে যা পড়েচে তা পড়েচে, আর না বাবা, ফেল কড়ি মাখ তেল—আমি কি তোমার পর!"

শিক-দেওয়া ঘেরা দোকানের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কথা কয়। জ্ঞান যতক্ষণ থাকে মানের দায়ে পেটের দাহ সয়।

অগ্নি-গর্ভ আগ্নেয় গিরির মত উদরে সমস্ত অন্ত্রপাতি লাভা-স্রোতের মত টগ বগ করিয়া ফুটে যেন –।

কিন্তু অজ্ঞান শিশুর দল ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করে—মায়ের

বুকের দুধ রসহীন গাঢ় জমাট হইয়া উঠে, ও বুঝি ক্ষীর নয়, মায়ের বুকের লোহু, শিশুর মুখে বিস্বাদ ঠেকে, কচি গলায় পার হয় না—।

শিবকালী সুরেন নানা স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনে ;—

"আপন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় বড় মিস্ত্রী,—সুবল দেয় আপন দোকান—ছোট মিস্ত্রী আপনার সেই সাধের ঘড়িটা দেয়,—

বুড়া ড্রাইভার চাঁদা দেয়—জমাদার দেয়,—সবাই কিছু কিছু দেয় ; দিতে পারে না গোষ্ঠ ;—এটুকু তার বুকে বাজে, দামিনী কোন গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করে—সেই জীর্ণ বালা দু'গাছা, বলে—"দিয়ে এস—"

গোষ্ঠ মুখের পানে চায়—।

দামিনী কহে,- "ওই ছেলেদের শুকনো গলায় আট আনার দুধ ত পড়বে ; তাই আমার সে—পাবে—।"

জ্বলন্ত শুষ্ক বুকের মাঝেও আজ যেন সেই স্বচ্ছল দিনের তরুণ গোষ্ঠটী ফিরিয়া আসে,—অতি আদরে সে আজ দামিনীকে বুকে টানিয়া লয় ; শুষ্ক পাংশু অধরে একটী চুম্বন আঁকিয়া দেয়—রূক্ষ চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে—!

দামিনী একটু মিষ্ট হাসে ।

এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, আর পাঁচদিন,—

দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাসে হা হা করিয়া জাগে ; হা—হা অন্ন—অন্ন—একমুঠো অন্ন ;—এত ক'টী ক্ষুদ—হা—হা—

মুখের লালা আঠা বাঁধিয়া যায়—জিভ চট চট করে, আর রব বাহির হয় না—মা চেঁচায়, বাপ চেঁচায়, ছেলেগুলা চেঁচায় না,—অতি কষ্টে ধুক্ ধুক্ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ধরণীর মমতায় জীবন কঙ্কালের আশ্রয়টুকু ছাড়িতে পারে না।

প্রাণের চেয়ে মান বড়,—এ দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্টি,—মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে—মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো—দুনিয়ার সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব দ্রব্যের বিনিময়েও আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায় : সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাই মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে—:

মানুষের আবিষ্কৃত এই দর্শনবাদ;—এই সংস্কারের আধার মানব-সভ্যতা—

সভ্যতায় বঞ্চিত শ্রমিকদের উদরের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠে।

দরিদ্র দলের জন কয় উদরের জ্বালায় আবার গিয়া ধনীর দুয়ারে লুটাইয়া পড়ে—

"কাজ দাও, কাজ দাও, খেতে দাও, এক মুঠো চাল এক মুঠো ক্ষুদ।"

উপর হইতে ম্যানেজার হাঁকে, "ভাগো ভাগো, নেহি মাংতা হ্যায়, চাই না—চাই না তোদের—।"

এরা তবুও চেঁচায়, "কাজ দাও, দয়া কর মালিক খেতে দাও।"

গুর্খার দল কুকরী উঠাইয়া তাড়া দেয়—।

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী, কলের মিস্ত্রী, ফায়ারম্যান এমনি জনকতক বিবরে রুদ্ধ সাপের মত গর্জ্জায়, পেটের আগুণের শিখা অনশন-রুক্ষ চোখের শিখায় নাচে।

উন্মাদের মত বেইমানদের শাস্তি দিতে তাহারা বাহির হয়, হাতে কারও হাম্মর, কারও হাতে লোহার ডাণ্ডা, যেন শূল হস্তে রুদ্রের অনুচরের দল।

ধনীর প্রসাদভিক্ষু মজুর দলের পথ আগলাইয়া ছোট মিস্ত্রী হাতুড়ী উঁচাইয়া কয়, "কেন গিয়েছিলি তোরা ধরম-ঘট ক'রে—?"

হাঁফানী রুগী বাবুলাল টানিয়া টানিয়া কহে,

"কেন গিয়েছিলি কে—ন গিয়েছি—লি, খেতে দিবি—দিবি—। তোরাই ত এই করলি, দে—খেতে দে—দে, দে—"

উদরের জ্বালায় হিংস্র পশুর মত সে ছোট মিস্ত্রীর দিকে ছুটিয়া আসে। ছোট মিস্ত্রীরও সকল সঞ্চিত ব্যর্থ ক্রোধ গিয়া পড়ে ওই নিরীহের উপর, হাতের হাম্মরটা উন্মত্তের মত হানিয়া ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, "খবরদার—।"

ব্যস্,—ওই এক ঘায়েই শেষ, মাথার খুলিটা ডিমের খোলার মত ফাটিয়া রক্তে, মজ্জায় সে এক বীভৎস দৃশ্য !

তবু ওর ওই জীর্ণ পাঁজরা কয়খানা দোঁপে, জীবনটা যেন ওই কয়খানা পঞ্জরের মমতা ছাড়িতে চায় না।

দুর্বলের দল চীৎকার করিয়া উঠে:—দেখিতে দেখিতে দুই দলেই লোক জুটিয়া যায়, তারপর একটা বিভীষণ—ঘৃণিত অধ্যায়—

পশুর মত এ ওর টুঁটী কামড়াইয়া ধরে, ও—এর মাথা ফাটাইয়া দেয় ; ইঁট, পাটকেল, লাঠি। প্রেতের মত তাণ্ডবে নাচে সব।—আর্ত্তের চীৎকার, প্রেতের মত উল্লাস !

দেখিতে দেখিতে পুলিস আসিয়া পড়ে,—তখন সব পালায়; ছোট মিস্ত্রী পর্য্যন্ত !

স্থানটা খালি হইলে দেখা যায়, রক্ত, মাংস, মজ্জায় স্থানটা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, আর কয়টা দেহ,—ভয়ার্ত্ত শরণার্থীর দলের কয়টা—বাবুলাল আর দু'জন, উন্মাদের দলের দুইটা,—গোষ্ঠ আর একজন।

হাঁসপাতালে গোষ্ঠ মরিতে যায়,—পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া। গোষ্ঠ অতি যাতনায় গোঙায়, তবু তারও মাঝে পেটের জ্বালার আক্রোশে চীৎকার করে, "জান দেগা, লেকেন নেহি যায়েগা—", বলিয়া প্রলাপের ঘোরে উঠিতে গিয়া সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ও-ঘরে চলিয়া যায়।

কম্পাউণ্ডার হাতে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, করুণায় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, কহে, "কি যে ফল হ'ল ; মরতে গরীবই মলো……",

অদূরে তখন রেললাইনের ধারে কয়টা কুলীর ছেলে ধর্ম্মঘটের খেলা খেলিতেছিল, মাটীর কলের উপর লাঠি চালাইয়া একদল কহিতেছিল,—

"তোড় দিয়া—তোড় দিয়া !"

সেইদিক পানে চাহিয়া শিবকালী আপন মনেই বলে—

"চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণী, অগ্রদূত কাল বৈশাখীর—"